আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১০ || সোমবার || অগ্রহায়ন ২১ || ১৪২৮ || জমাদিল আঃ ২ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 10 || 6 December || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলাদেশকে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি



ঢাকা ডেস্ক: ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের দিন যতই যেতে থাকে রণাঙ্গনের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

ওমিক্রন কি করোনা শেষের ইঙ্গিত?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সারা বিশ্ব জুড়ে যখন ওমিক্রন নিয়ে আতঙ্ক তখন দক্ষিণ আফ্রিকার একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলছেন, ওমিক্রন হলো করোনা শেষের ইঙ্গিত। নেটকেয়ার গ্রুপের সিইও ফ্রিডল্যান্ড এমন মন্তব্য করেছেন, যিনি ৫০টিরও বেশি হাসপাতাল পরিচালনা করেন। বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক দেশ এরইমধ্যে সীমান্তে কড়াকড়ি করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা,



নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, লেসোথো, ইসওয়াতিনি, মালাউই এবং মোজাম্বিকের সাথে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। অনেক দেশে টিকাগ্রহণকারীদেরও সীমান্তে যাওয়ার আসার বিষয়ে আপাতত নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নিউজিল্যান্ড বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, লেসোথো, ইসওয়াতিনি, সেশেলস, মালাউই এবং মোজাম্বিক থেকে শুধুমাত্র তাদের নাগরিক যাওয়া আসা করতে পারবে। তবে তাদেরকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

২০২১ সালে বিশ্বের ব্যয়বহুল ২০ শহর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : বিশ্বজুড়েই কোভিডের কারণে অর্থনৈতিক সংকট চলছে। এরমধ্যে সরবরাহ পদ্ধতিতে বিঘ্ন ও ভোক্তার চাহিদা পরিবর্তনের কারণে বড় শহরগুলোতে জীবনযাপনের খরচও বেড়ে চলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর ইমিগ্র্যাশন নীতিতে বাইডেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চালু করা অভিবাসননীতি পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। শুরু থেকেই ওই নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন বাইডেন। ক্ষমতায় গিয়েই তা বাতিল করেছিলেন তিনি। তবে আদালত





বাইডেনের ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করে ওই নীতি পুনর্বহালের নির্দেশ দেন। এরপরই ওই নীতি বহালের পদক্ষেপ নেয় হোয়াইট হাউস। আগামী ৬ ডিসেম্বর বা এর কাছাকাছি সময়ে ট্রাম্পের অভিবাসননীতি পুনর্বহাল করা হবে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ইহুদিদের ভুল ভাঙতে হিব্রুতে কোরআন অনুবাদ করছে মিসর

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : হিব্রু ভাষায় পবিত্র কোরআন মাজিদ অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছে মিসর। (বাকি অংশ ২০ পাতায়



খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা
বাধা রাজনৈতিক সমঝোতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অসুস্থ বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি দেওয়া নিয়ে পর্দার আড়ালে চলছে (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ট্রাম্পের বিনিয়োগ এসেছে এক বিলিয়ন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন সোশ্যাল মিডিয়া কম্পানি এবং এর বিশেষ উদ্দেশ্য অধিগ্রহণ কম্পানি (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

ব্যাটারি ছাড়াই চলবে বাশিমা ইসলামের ডিভাইস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ব্যাটারি ছাড়া চালানো যাবে পরবর্তী প্রজন্মের এমন 'ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি)' ডিভাইস তৈরিতে কাজ করার জন্য এবার (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



দুদকের তালিকায় অর্থপাচারে ৪৩ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের নাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত ১৪টি প্রতিষ্ঠান ও ২৯ ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। রোববার বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হক সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ তালিকা (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

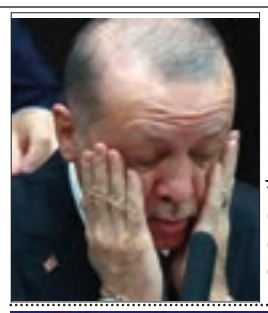
ফাইজার ও মডার্নার বুস্টার ডোজ বেশি কার্যকরী



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ফাইজার ও মডার্নার ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ সবথেকে বেশি প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। একটি বড় (বাকি অংশ ১৬ পাতায়)

ব্রিটেনে নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকিতে বাংলাদেশিসহ লাখো মানুষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ- যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশিসহ দেশটির লাখো নাগরিক। ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নতুন বিল পাশ হলে কোনো (বাকি অংশ ২০ পাতায়)



এরদোগানকে হত্যার চেষ্টা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন চ্যানেল জানিয়েছে, শনিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগানকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহ্বাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

QA
NO MORE ODD JOBS
GET A JOB WITH $80K PLUS SALARY!
Locations: New York, Virginia & CT
OUR MOST POPULAR COURSES:
Software Testing with Selenium
Data Analysis with Power BI
ADMISSION GOING ON
QA TEK SOLUTIONS INC.
An Information Technology Company

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // December 6 // 2021

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের ইন্তেকালে মুক্তধারার শোক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের ইন্তেকালে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে উল্লেখ করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছে। শোক বার্তায় আরো বলা হয়, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে জাতি তার এক উজ্জ্বল সন্তানকে হারালো। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বটবৃক্ষের মত আশ্রয় দিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে প্রথমে বাংলা একাডেমীর সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান, পরে শামসুজ্জামান খান এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে আমরা একে একে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছি।২০২০ নি-উয়ইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন করেছিলেন বরেণ্য এই জাতীয় অধ্যাপক। মুক্তধারার পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২২ সালের আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফেরদৌস সাজেদীন ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা ।







খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবিতে

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র মানব বন্ধন ও প্রতীকী অনশন

বিশেষ প্রতিনিধি ওয়াশিংটন ডিসি থেকে: বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত কারামুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসার দাবীতে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও হোয়াইট হাউসের সামনে মানব বন্ধন, প্রতীকী অনশন আর বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি। বুধবার (১ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এ কর্মসূচির আয়োজন করে। প্রচন্ড ঠান্ডা উপক্ষো করে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এই সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশ থেকে বেগম খালেদা জিয়ার নি:শর্ত মুক্তি ও বিদেশে সুচিকিৎসা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। সমাবেশ থেকে 'রিলিজ খালেদা জিয়া, ফ্রী ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' ইত্যাদি শ্লোগান ছাড়াও শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়া হয়।

বুধবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে এই মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি জে. ব্লিঙ্কেন বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এরপর বিকাল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত হোয়াইট হাউসের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতীকী অনশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা বেবী নাজনীন নেতা-কর্মীদের পানি পান করিয়ে প্রতীকী অনশন ভঙ্গ করান। এছাড়াও দলের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি বরাবর সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় চিঠি ও তথ্যাদি প্রেরণ করা হয় বলে

বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান ও মিজানুর রহমান ভূইয়া জানান।

উভয় সমাবেশে বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী বেবী নাজনীন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্র'র আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু, সদস্য সচীব মিজানুর রহমান ভুঁইয়া মিল্টন, স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক শরাফত হোসেন বাবু, যুগ্ম আহবায়ক জসিম উদ্দীন ভুঁইয়া, আবদুস সবুর, হেলাল উদ্দীন ও এবাদ চৌধুরী, উপদেষ্টা মার্শাল মুরাদ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচীব মোশারফ হোসেন সবুজ, ওয়াশিংটন বিএনপি সভাপতি হাফিজ খান সোহায়েল, ভার্জিনিয়া বিএনপি আহবায়ক জহির খান, সদস্য সচীব তোফায়েল আহমেদ, ম্যারিল্যান্ড বিএনপি আহবায়ক শাহিদ খান, সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার সেলিম আহমেদ, উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহবায়ক মাকসুদুল হক চৌধুরী, হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আবদুর রহিম, জাফর তালুকদার ও আহবাব হোসেন খোকন, যুগ্ম সদস্য সচীব সাইফুর খান হারুন, যুগ্ম আহবায়ক মো: আবুল কাশেম, যুগ্ম সদস্য সচীব এজিএম জাহাঙ্গীর হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, যুগ্ম সদস্য সচীব শরিফুল খালিশদার, নুর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর সরকার, সুলতান আহমদ ভুঁইয়া, যুগ্ম আহবায়ক আমানত হোসেন আমান, মনজুর মোর্শেদ, মহানগর নেতা রুহুল আমিন নাসির, আশরাফুজ্জামান আশরাফ, বিএনপি নেতা এমলাক হোসেন ফয়সল, যুবদল নেতা রেজাউল আজাদ ভুঁইয়া, ভার্জিনিয়া বিএনপি নেত্রী কামরুন্নাহার কনা, ডিসি বিএনপি নেতা আলবাব হোসেন সোহাগ, ম্যারিল্যান্ড বিএনপির মোহাম্মদ কাজল, মাহমুদ রায়হান, বাবুল চৌধুরী, নিউইয়র্ক বিএনপির মনিরুল ইসলাম মনির, জিয়াউল হক মিশন, শরীফ চৌধুরী পাপ্পু, মোঃ মাইন উদ্দিন, মাজহারুল ইসলাম মিরন, বি এম বাদশা, বাদল মির্জা, আজিজুল বারী তিতাস, শাহবাজ আহমেদ, ফরিদ খোন্দকার, এডভোকেট রেজবুল কবীর, হুমায়ুন কবির, মনিরুল ইসলাম, ওয়াহিদুজ্জামান নিলু, মাহবুবুর রহমান পলাশ, এ আর মাহবুবুর হক, নাজমুল হোসেন, জামাল হোসেন, হাসান, দিদার, জহীর, ফারবাজ আলম, মোহাম্মদ মনির হোসেন, মহসিন মিয়া লাল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মেহেদী হাসান, শাহাব সিদ্দিকী প্রমুখ অংশ নেন।

বিক্ষোভ সমাবেশ দুটিতে বক্তারা বক্তারা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া এখন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চলে এসেছেন। প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তার জীবন। উদ্বেগজনকভাবে দেশের বৃহত্তম দলের নেত্রী চিকিৎসাধীন অবস্থায় ধুঁকছেন। দেশে চিকিৎসা দেয়ার মতো আর কিছু বাকি নেই। বেগম জিয়ার জীবন রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বিদেশে উন্নত ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন।

বক্তারা বেগম খালেদা জিয়ার জীবন রক্ষায় তাঁর নি:শর্ত মুক্তি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে বিদেশ প্রেরণের দাবি জানিয়ে বলেন, কোন আইন আদালত নয়, শেখ হাসিনাই বেগম জিয়ার সুচিকিৎসীর পথে একমাত্র অন্তরায়। বেগম জিয়ার যে কোন পরিনতির জন্য শেখ হাসিনাকেই জবাবদিহি করতে হবে।

বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার সমস্ত মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিহিংসা পূরণে কাজ করে যাচ্ছে। খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার। তাকে জেলবন্দী অবস্থায় অসুস্থ করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। বক্তারা খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে অবিলম্বে তাকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জোর দাবি জানান।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ছাড়াও ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জেনিয়া, মেরিল্যান্ড, নিউজার্সী, পেনেসেলভেনিয়া, কানেকটিকাট প্রভৃতি রাজ্য থেকে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতা-কর্মী বাস ও প্রাইভেট কারযোগে উল্লেখিত সমাবেশে যোগ দেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & precautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compensation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত
MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ



শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

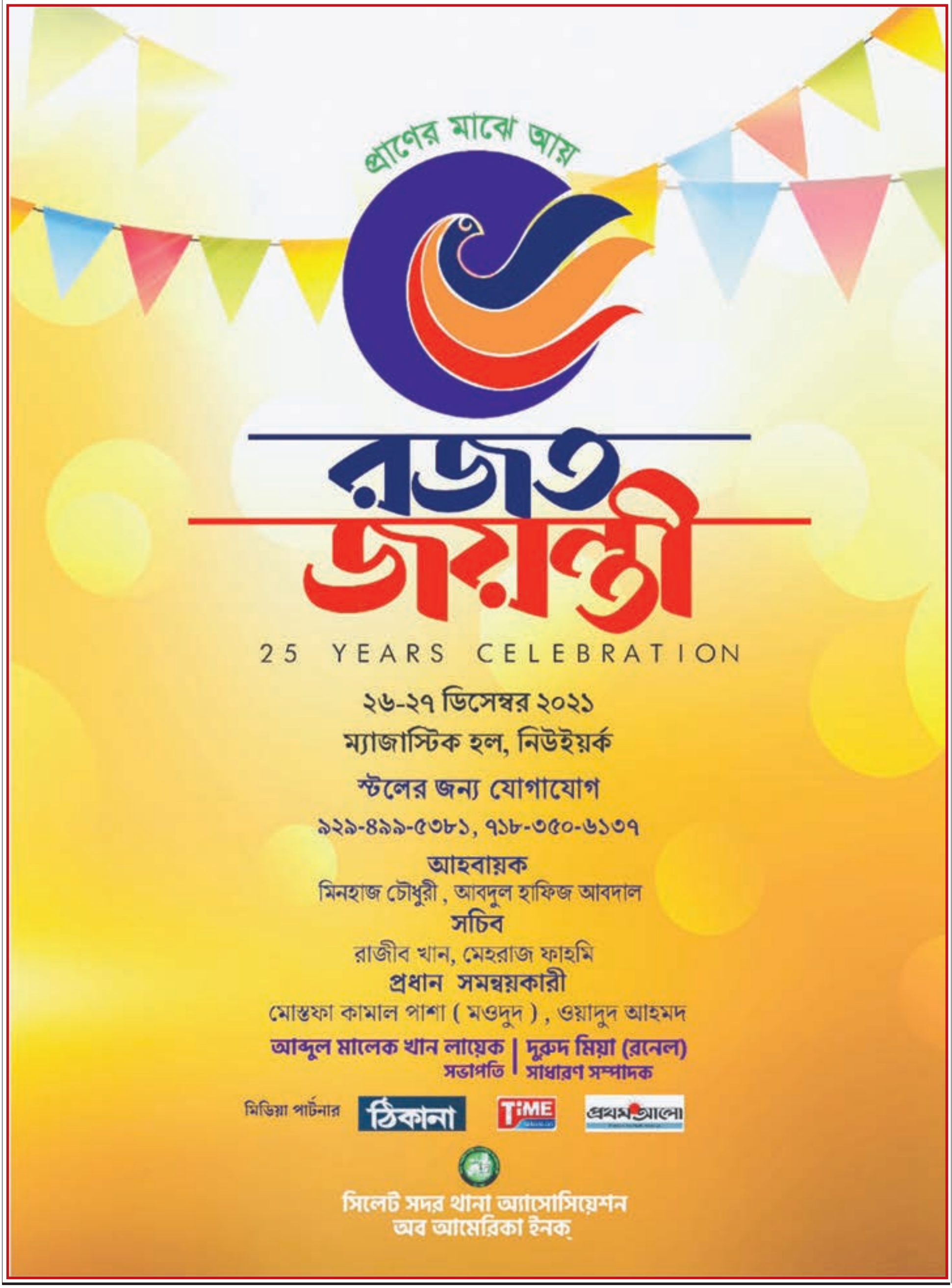
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ কোনেস্ট্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮৯ কাডেলটিন এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com


প্রাণের মাঝে আয়
রজত জয়ন্তী
25 YEARS CELEBRATION
২৬-২৭ ডিসেম্বর ২০২১
ম্যাজাস্টিক হল, নিউইয়র্ক
স্টলের জন্য যোগাযোগ
৯২৯-৪৯৯-৫৩৮১, ৭১৮-৩৫০-৬১৩৭
আহবায়ক
মিনহাজ চৌধুরী , আবদুল হাফিজ আবদাল
সচিব
রাজীব খান, মেহরাজ ফাহমি
প্রধান সমন্বয়কারী
মোস্তফা কামাল পাশা (মওদুদ) , ওয়াদুদ আহমদ
আব্দুল মালেক খান লায়েক
সভাপতি
দুরুদ মিয়া (রনেল)
সাধারণ সম্পাদক
মিডিয়া পার্টনার
ঠিকানা
TIME
প্রথম আলো
সিলেট সদর থানা অ্যাসোসিয়েশন
অব আমেরিকা ইনক্

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ বছর

শিক্ষা-গবেষণা এবং আন্দোলন-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস নিয়ে গত ১ জুলাই প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্ণ করে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছে ১ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে। ২, ৩, ৪ ও ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ছিলো নিয়মিত আয়োজন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে উৎসব ও আনন্দের সঙ্গে এক গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করার দিন। কিন্তু ফেলে আসা ১০০ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে কী ভূমিকা রাখল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়? দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটির শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ কি নিশ্চিত করা গেছে? নাকি বিদ্যাচর্চার চেয়ে বিদ্যাজীবিতার রাজনীতি এখানে বড় হয়ে উঠেছে? শিক্ষা ও আবাসনের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই, এটা সত্য। ছাত্র-শিক্ষক সৌহার্দ্য কি আগের মতো আছে? পাঠে ও পাঠদানে মনোযোগ কি লক্ষণীয়? শতবর্ষে এসে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

বিশ্বকে তথা জ্ঞানবিশ্বকে ধারণ করে শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ সময় দায়িত্বটি সুচারুরূপে পালনও করেছে। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চার যে ধারায় সচল ছিল, তা বহমান থাকলে শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠান হয়তো সত্যিকার অর্থেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে আজ বিবেচিত হতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উন্নয়নের প্রবাহটি বেগবান না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাদমুখী হয়েছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছায়া ফেলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসনব্যবস্থাটিতে এক শ্রেণির ছাত্রনেতার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। একের পর এক নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে অবকাঠামো সুবিধা না বাড়িয়েই। প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলোও অনেকটাই নিষ্প্রভ। দেশের শ্রেষ্ঠ মেধাবীদের উচ্চশিক্ষাদানের দায়িত্ব যে প্রতিষ্ঠানটির কাঁধে তার দুর্বলতা তো জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। অথচ প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুক্তবুদ্ধির বিকাশ, সংস্কৃতিচর্চার ধারায় সচল ছিল। সেই ধারাটি বহমান থাকলে শতবর্ষী এই প্রতিষ্ঠান হয়তো সত্যিকার অর্থেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে আজ বিবেচিত হতো। আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে বলে শোনা যায়।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী? গত জানুয়ারীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে লেখা এক প্রবন্ধে অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, 'পদ্মা সেতুতে যেমন ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়েছে, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনির্মাণে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।' সোজা কথায় সরকারকে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকদেরও দায়িত্ব পালন করতে হবে আন্তরিকভাবে। হলগুলোর শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের অমিত সম্ভাবনার অপচয় ঘটবে। আর এসব শর্ত পূরণ হলেই প্রতিষ্ঠাকালীন মিশন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।



ড. এম এ মোমেন

ডিসেম্বর ১৯৭১ বিবিসি ডেসপাচ

শহীদ নিজামুদ্দিন আহমেদের বিবিসি প্রতিবেদন

নিজামুদ্দিন আহমেদ, বিদেশি গণমাধ্যম বিবিসির সাংবাদিক। সানডে টাইমসের বাংলাদেশ দরদি সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের ভাষায়- পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের দেশীয় দোসররা যে 'এলিটোসাইড'- এলিটদের বাছাই করে হত্যাকান্ড চালিয়েছে, তা গণহত্যার চেয়েও ভয়াবহ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যখন অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রকে অকার্যকর করার জন্য বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গনের প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরই নির্মূল করার তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বিবিসির ঢাকা প্রতিনিধি নিজামুদ্দিন আহমেদ সেই তালিকাভুক্তদের অন্যতম। ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭১, তিনি যখন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বসেছেন, তখন তাকে তুলে নেয়া হয়। আর খোঁজ মেলেনি। তার ১ ডিসেম্বর ১৯৭১ প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করা হলো। অন্যান্য প্রতিবেদন বিবিসির অবাঙালি প্রতিনিধিদের পাঠানো।

১ ডিসেম্বর ১৯৭১

ঢাকায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর-পূর্বাংশের জেলা সিলেটের শমসেরনগর এয়ারপোর্ট এবং পশ্চিম সীমান্তের দর্শনা রেলওয়ে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। মুখপাত্র বলেন, এগোতে গিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ধোঁকা খেয়েছে। অপর একটি উৎস থেকে জানা গেছে, গুরুতর লড়াই এড়ানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ঢাকায় পাওয়া খবরে জানা গেছে, ভারতীয় বাহিনী এখনো লড়াই করে যাচ্ছে।

ইতোমধ্যে বিদ্রোহীরা, সরকারিভাবে যারা দুষ্কৃতকারী হিসেবে পরিচিত, গত ২৪ ঘণ্টায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহরের বিভিন্ন অংশে বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। বামপন্থিদের একটি রাজনৈতিক কার্যালয়েও একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে; ডানপন্থি নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হতে পারে। জুলফিকার আলী ভুট্টোকে এই সরকারে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। অধ্যাপক আযম দাবি জানিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য জাতীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করতে হবে।

রামপুরা ও মালিবাগে বোমা বিস্ফোরণে বৈদ্যুতিক খুঁটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আরমানিটোলা সরকারি বিদ্যালয় ও রহমতউল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এতে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঢাকার এয়ারপোর্ট রোডে পাকিস্তানী মোটর্সের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় পাম্পটির অনেক ক্ষতি হওয়াসহ দুজন মানুষও জখম হয়েছে। একজনের জখম গুরুতর।

মিটফোর্ড হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, কেরানীগঞ্জের কাছে গুলিবিদ্ধ দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ নিয়ে গুলিতে জখম ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়াল ৩৫-এ। এদিকে পাকিস্তান সরকারের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এখনো শেষ হয়নি।

ঢাকা শহরে সরকার রেশন কার্ডের মাধ্যমে কেরোসিন তেল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি এখন একটি ন্যায্যমূল্যের দোকান দেখতে গেলাম, দেখলাম শত শত লোক দিনের কাজ ফেলে সেই ভোর থেকে মাথাপিছু এক গ্যালন কেরোসিন তেলের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ভোক্তাদের মতে, গ্রামাঞ্চলে বস্তুত কেরোসিন তেল পাওয়াই যাচ্ছে না। স্থানীয় পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয়তে এই কেরোসিন সমস্যার সমাধানে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। বাঙালী বিদ্রোহীরা চট্টগ্রামে তেলের ট্যাংকারে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা ডুবিয়ে দেয়ার পর থেকে কেরোসিনের সংকট দেখা দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ৮০ শতাংশ মানুষ সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালাতে কেরোসিন তেল ব্যবহার করে, শহরাঞ্চলে রান্নার চুলা জ্বালাতেও কেরোসিন তেলের ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা ৪৬টি ভারতীয় ফাইটার এবং বোম্বার উড়োজাহাজ ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। রেডিও পাকিস্তান বলেছে, পাঁচজন ভারতীয় পাইলট তাদের হাতে আটক হয়েছে। অন্যদিকে ভারত জানিয়েছে, তাদের ১১টি উড়োজাহাজ ধ্বংস হয়েছে এবং তারা পাকিস্তানের ৩৩টি উড়োজাহাজ ধ্বংস করেছে। এর মধ্যে করাচির একটি বিমানঘাঁটিতে অবস্থানরত নয়টি উড়োজাহাজও রয়েছে। বাকি প্রায় সব ধ্বংস হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানে।

বিবিসির বিশেষ সংবাদদাতা বলেছেন, ঢাকা শহরের কাছের বিমানঘাঁটিতে প্রায় অবিরাম ভারতীয় আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে- কামানের গোলা ও রকেট বর্ষিত হচ্ছে। তিনি নিজে আকাশে গোলার আগুনে অবস্থায় থাকা দুটো উড়োজাহাজ ধ্বংস হতে দেখেছেন।

বুশ হাউস কূটনৈতিক ইউনিটের ডেসপাচ

৪ ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তানের অবস্থা খারাপ হয়ে আসতে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডাকিয়েছে।

সারাদিনই ব্যাপক আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা চলছিল, যার ফলে নিরাপত্তা পরিষদের একটি বৈঠক আহ্বান করা সম্ভব হয়েছে। দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে- জাপান, ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই অস্ত্র সংবরণের আহবান জানিয়েছে। এর আগে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, এটিতে তাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ব্রিটেন সংকটের সূচনালগ্ন থেকেই উভয় পক্ষের সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো এই যুদ্ধাবস্থার কথা জানাতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং বিবদমান দেশ দুটোর জন্য সমাধানের পথ খোঁজার আহবান জানিয়েছেন। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন তার উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তবে তিনি সে ধরনের মধ্যস্থতার দায়িত্ব নেয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন- ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তাসখন্দে সমঝোতা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। বলা হয়েছে, সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এবার তার পক্ষে একা উদ্যোগ নেয়া সম্ভব নয়। তার মন্তব্য অনিবার্যভাবে জাতিসংঘের সম্পৃক্ততার দাবি জানায় এবং নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দেয়। ভারত বা পাকিস্তান কেউই এ ধরনের উদ্যোগে আগ্রহী নয়। তবে বৃহৎ শক্তির মধ্যে মনে হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব স্টেট রজার্স তার আইসল্যান্ড সফর বাতিল করেছেন। জানা গেছে, অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন এবং জাপান ও আরো কয়েকটি দেশকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এর পেছনে অবশ্যই ব্রিটেনের সমর্থন রয়েছে, তাদের কূটনীতিকরা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠানের তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মন্তব্য থেকে আভাস পাওয়া যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক চাচ্ছে। প্রশ্নবোধক একটি বিষয় থেকে যাচ্ছে- বৈঠকে রুশদের মতের সঙ্গে চীনাদের সংঘর্ষের ঝুঁকি। ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি রয়েছে। অন্যদিকে চীন সম্প্রতি জাতিসংঘকে জানিয়ে দিয়েছে, নিরাপত্তা পরিষদে তাদের অবস্থানে থেকে তারা পাকিস্তানকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(বিবিসির এই ডেসপাচটি লিখেছেন টনি পেইন্টিং)

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারত পূর্ব পাকিস্তানের গভীরে একচেটিয়া সাফল্যের দাবি জানিয়েছে। তারা আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ভারতীয় সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তাদের বাহিনী ১৫টি অবস্থান থেকে চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। পশ্চিম রণাঙ্গনেও তারা বিজয় দাবি করেছেন। অবশ্য পাকিস্তান উভয় রণাঙ্গনেই তাদের বিশেষ করে বিমানবাহিনীর সাফল্যের কথা বলেছে। আরো জানিয়েছে, তাদের বাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ভারত বলেছে, বিভিন্ন রণাঙ্গনে তীব্র লড়াই চলছে এবং সৈন্যরা ঢাকার দিকে এগোচ্ছে। একজন সামরিক মুখপাত্র বলেছেন, ঢাকা ও যশোরের মধ্যকার সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। বোমাবাহী উড়োজাহাজ ঢাকায় সৈন্যঘন অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করে যাচ্ছে। ঢাকার বিমানঘাঁটিও অচল করার দাবি তিনি জানিয়েছেন। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও চালনা বন্দরের স্থাপনাও আক্রান্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ঢাকার আকাশে একদিনের বিমানযুদ্ধ ও ডগ ফাইটের পর গতকাল বিকেল থেকে আজানের সময় পর্যন্ত বিমানবন্দরে আর কোনো আক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি। গত রাতে স্থানীয় সময় আড়াইটায় ভারতীয় বিমানবাহিনী ঢাকা শহরের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। ঢাকার শহরতলি থেকে আমিও বোমার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সূত্রেও জানা গেছে, ভারতীয় বাহিনীর রণাঙ্গন এখন কুমিল্লার আখাউড়া, ময়মনসিংহের কামালপুর এবং উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুর পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। সূত্র জানাচ্ছে, পাকিস্তানী বাহিনী ভারতের সৈন্যদের **(বাকি অংশ ০৮ পাতায়)**



নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ফজর	৫.৪৪	৫.৪৫	৫.৪৫	৫.৪৬	৫.৪৬	৫.৪৭	৫.৪৮
সূর্যোদয়	৭.০৫	৭.০৬	৭.০৬	৭.০৭	৭.০৮	৭.০৯	৭.১০
জোহর	১১.৪৭	১১.৪৭	১১.৪৮	১১.৪৮	১১.৪৯	১১.৪৯	১১.৫০
আসর	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৮	২.৪৮
মাগরিব	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.৩০
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

মর্যাদার পাশাপাশি বাড়বে চ্যালেঞ্জও

মুঈদ রহমান

গেল সপ্তাহে গণমাধ্যমে প্রকাশিত দুটি খবর ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো। প্রথমটি হলো, এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের সুপারিশ অনুমোদন করেছে জাতিসংঘ। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় এটি ৫০ বছরের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি মর্যাদাকর সিদ্ধান্ত এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি স্বীকৃতি। জাতিসংঘের এই অনুমোদন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে সন্দেহ নেই; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বাড়াবে চ্যালেঞ্জও। চ্যালেঞ্জগুলো মেকাবিলা করতে না পারলে তা হিতে বিপরীত হতে পারে। দ্বিতীয় খবরটি নিরাশার, যা কিনা প্রথমটির সঙ্গে সম্পর্কিত। সংবাদসূত্র বলছে, ২০৩০ সালে দেশে গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি দাঁড়াবে দৈনিক ৫৫৮ ঘনফুট। এটি শঙ্কার খবর। সরকার ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখানে স্বল্প পরিসরে গেল সপ্তাহের এ খবর দুটি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে চাই।

মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা-এ তিনটি সূচক বিবেচনা করে একটি দেশকে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীলে উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ এই তিনটি সূচকেই উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার মান অর্জন করেছে, তাই এ স্বীকৃতি। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাওয়ার কথা ছিল ২০২৪ সালে। কিন্তু এ জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন, তা সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ আরও সময় চেয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৬ সাল থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হওয়া কার্যকর হবে। নির্দিষ্ট প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য দেশের হাতে সময় আছে আরও ৫ বছর। ৫ বছরের মধ্যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সব প্রস্তুতি শেষ করতে হবে। তা না হলে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এই উত্তরণ পিছিয়ে দিতে পারে। এর আগে ২০০৯ সালে মালদ্বীপকে এলডিসি থেকে উত্তরণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু সুনামির কারণে তা ৯ বছর পিছিয়ে যায়। আবার ২০১৮ সালে নেপালকেও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ উত্তরণের অনুমোদন দেয়। কিন্তু বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কারণে তা ৩ বছর পিছিয়ে এবার সুপারিশ করা হয়েছে। তাই উল্লিখিত সূচক তিনটির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুব জরুরি।

এলডিসি থেকে উত্তরণে আমাদের প্রথম চ্যালেঞ্জটি আসবে রপ্তানি খাতে। রপ্তানিতে করের ক্ষেত্রে জিএসপি (জেনারালাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স) সুবিধার কথা আমরা জানি। কোনো দেশে রপ্তানি পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে করারোপ করা হয়। এই করের হার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বেলায় অনেক বেশি। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ায় এতদিন আমরা জিএসপি সুবিধা পেয়ে এসেছি। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে এখন তা আর থাকবে না। যদিও ইউরোপের বাজারে ২০২৬ সাল পর্যন্ত জিএসপি সুবিধা পাওয়া যাবে, কিন্তু তারপর আর নয়। সে ক্ষেত্রে গবেষকরা ধারণা করছেন, এলডিসি সুবিধা প্রত্যাহার করা হলে বছরে ৫৩৭ কোটি ডলার বা আজকের বাজার মূল্যে প্রায় ৪৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার রপ্তানি কমে যেতে পারে। কেবল পোশাক খাতেই কমতে পারে ৫০০ কোটি ডলার, যা দেশীয় মুদ্রায় ৪২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। যদি রপ্তানি পণ্যের ওপর করহার বাড়ে, তাহলে পণ্যটির দাম বেড়ে যাবে। সেই বাড়তি দামে আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে হলে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে। অতিরিক্ত দামের মোকাবিলা করার একটি পথ হলো উৎপাদন খরচ কমানো। সেটা করতে হলে চাই দক্ষতা বৃদ্ধি; আর দক্ষতা বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য চাই শিক্ষা ও প্রযুক্তি। এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার আরেকটি উপায় হলো, যেসব দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে, সেসব দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করা। এর সঙ্গে বন্দর ব্যবস্থাপনাসহ সব ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা ও সক্ষমতা বাড়াতে হবে। তাছাড়া রপ্তানিকারকদের নতুন নতুন বাজারের সন্ধান করতে হবে। তবে অর্থনীতিবিদরা বাণিজ্য সুবিধা দূরীভূত হওয়াকে হতাশাব্যঞ্জক মনে করছেন না। তারা মনে করেন, বাংলাদেশের হাতে এখনো ৫ বছর সময় আছে। এ সময়ের মধ্যে উপায় বের করা সম্ভব।

একটি বড় ধাক্কা আসতে পারে আমাদের ওষুধ শিল্পে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আশির দশক থেকে আমাদের ওষুধ শিল্পের বিকাশ শুরু হলেও আজ তা একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের ওষুধের গুণগত মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের বর্তমানে মোট ওষুধের চাহিদার ৯৭ শতাংশই মেটানো হয় দেশে প্রস্তুত ওষুধ দিয়ে।

দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি হলো অনুদান ও বৈদেশিক ঋণ। বৈদেশিক অনুদান কমে যাবে। আমাদের দেশের এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচন নিয়ে কাজ করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। সে ক্ষেত্রে এনজিওগুলো একটি বড় ধাক্কা খেতে পারে। তাতে করে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ ব্যাহত হবে। অন্যদিকে আমাদের সরকারের সেরকম সক্ষমতা নেই যে এনজিওগুলোকে আর্থিক সহায়তা করতে পারবে। এর বিপরীতে দারিদ্র্য বিমোচনে কতটা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যাবে, তা ভাবার বিষয়। তবে আমাদের বার্ষিক বাজেটে বৈদেশিক অনুদানের পরিমাণ ২ শতাংশের বেশি নয়। তাই তা বন্ধ হয়ে গেলেও সামাল দেওয়া কঠিন হবে না। এর জন্য প্রয়োজন হবে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স বাড়ানো। রেমিট্যান্স বাড়াতে হলে অধিকসংখ্যক দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির উদ্যোগ নিতে হবে। এই দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দরকার হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারকে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হলে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশের সুবিধা হলো, এ ক্ষেত্রে কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধা হলো, সবাই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আস্থা রাখতে পারে না। আর উন্নয়নশীল দেশের সুবিধা হলো, সবাই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে আস্থা রাখতে পারে, তবে অসুবিধা হলো, এ ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে, আমরা কম সুদে ঋণ পেলেও তার অপচয় হয়েছে। দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে আমরা স্বল্প সুদের সুফল ভোগ করতে পারিনি। যদি এই নেতিবাচক দিকগুলো বন্ধ করা যায়, তাহলে একটু বেশি সুদে ঋণ নিলেও তা বড় ধরনের কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না। এর জন্য চাই সরকারের সদিচ্ছা ও ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র প্রভাব পড়তে পারে। এ কথা ঠিক, কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি স্বীকৃতি পেলে সে দেশের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়ে। ফলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়। বিপরীতভাবে, রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় মূলত জিএসপি সুবিধা ভোগ করার মানসে। সেই সুবিধা থাকবে না বলে আগ্রহ কমেও যেতে পারে। তবে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলে এর মাত্রা কমতে পারে।

একটি বড় ধাক্কা আসতে পারে আমাদের ওষুধ শিল্পে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আশির দশক থেকে আমাদের ওষুধ শিল্পের বিকাশ শুরু হলেও আজ তা একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে আমাদের ওষুধের গুণগত মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। আমাদের বর্তমানে মোট ওষুধের চাহিদার ৯৭ শতাংশই মেটানো হয় দেশে প্রস্তুত ওষুধ দিয়ে। কিন্তু এই ওষুধগুলোর মেধাস্বত্ব বা রয়্যালটি বিদেশিদের হাতে। স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালে ওষুধগুলোর মেধাস্বত্ব ফি দিতে হতো না। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেলে তা দিতে হবে। ফলে এ শিল্পকে একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হবে। তবে এর জন্য তারা ২০৩০ সাল নাগাদ সময় পাবে। এর মধ্যে সব প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

এলডিসি থেকে উত্তরণের এই আশাব্যঞ্জক খবরটির পাশাপাশি একটি নিরাশার খবর হলো, আমাদের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত গ্যাসের সংকট দিনকে দিন তীব্রতর হচ্ছে। একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিকে সচল রাখতে উৎপাদন ব্যবস্থা সচল রাখার বিকল্প নেই। আমাদের মোট ব্যবহার্য জ্বালানির প্রায় ৫০ শতাংশই হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। এই জ্বালানির সরবরাহে সংকট সৃষ্টি হলে শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হবে, যা প্রকারান্তরে দেশের সার্বিক অর্থনীতিকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেবে। এমন আশঙ্কা করছে খোদ খাতটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। সংস্থাটির মতে, ২০৩০ সাল নাগাদ গ্যাসের মজুদ সর্বনিু পর্যায়ে নেমে আসবে। ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ছিল ৪৩০ কোটি ঘনফুট। এর বিপরীতে অভ্যন্তরীণভাবে এবং আমদানি করা এলএনজির সমন্বয়ে সরবরাহ ছিল ৩০১ কোটি ঘনফুট। যদি আমদানি করা এলএনজিকে এই হিসাবে না আনি, তবে দেশীয়ভাবে ঘাটতির পরিমাণ ১৮৮ কোটি ঘনফুট। আর আমদানিকে আমলে নিলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১৩০ কোটি ঘনফুট। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ২০২৫ সাল নাগাদ এই ঘাটতি দৈনিক ৩৯০ ঘনফুট হবে এবং এভাবে ঘাটতি চলতে থাকলে ২০৩০ সাল নাগাদ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৫৮ কোটি ঘনফুটে।

জ্বালানি বিভাগের তথ্যমতে, আমাদের এ পর্যন্ত মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২৮ দশমিক ৩০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট (টিসিএফ)। এর মধ্যে আমরা উত্তোলন করেছি ১৮ দশমিক ৭০ টিসিএফ গ্যাস। তাহলে মজুত রয়েছে মাত্র ৯ দশমিক ৬০ টিসিএফ গ্যাস। গত অর্থবছরে উত্তোলন করা হয়েছে প্রায় ১ টিসিএফ গ্যাস। তাছাড়া আমাদের রয়েছে দুটি এফএসআরইউ (ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট)। এ ইউনিট দ্বারা জাতীয় গ্রিডে দৈনিক ৭০ কোটি ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। গ্যাসের এ সংকট নিরসনে সরকার এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি করছে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, জ্বালানির ওপর অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভরতা অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি বয়ে আনবে। তাদের মতে, আমদানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণভাবে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ গতিশীল করতে হবে। সরকার আমদানিতে যতটা উৎসাহী, গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে ততটা নয়। দেশে বর্তমানে তিনটি রাষ্ট্রীয় কোম্পানি এবং উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির আওতায় দুটি বিদেশি কোম্পানি গ্যাস উত্তোলনের কাজে নিয়োজিত আছে। আমরা মনে করি, একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে স্থল ও সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। পরিশেষে, এলডিসি থেকে উত্তরণের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মাতৃভূমিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

লেখক: অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

NUR BEPARY AUTO REPAIR
& BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

(৫ পাতার পর)

আক্রমণ প্রতিহত করেছে।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সকাল-সন্ধ্যা কারফিউ জারি রয়েছে এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউট পালন অব্যাহত রাখা হয়েছে। ঢাকার সঙ্গে বাইরের এলাকাগুলোর সব ধরনের যোগাযোগ রহিত হয়েছে, স্বাভাবিক জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতীয় বাহিনীর আকাশপথ ও স্থলপথে আক্রমণ অব্যাহত থাকায় দোকানপাট, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক এবং অন্যান্য দপ্তর বন্ধ রাখা হয়েছে। ঢাকা টেলিভিশন গত রাতের সংবাদে ঢাকা বিমানঘাঁটিতে ভারতীয় আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত বিমানবাহিনীর উড়োজাহাজ এবং আটক পাইলটকে দেখানো হয়েছে। যুদ্ধের বড় খবরসহ যথারীতি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

ভারতীয় সামরিক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারতীয় বাহিনী ঢাকা থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে কুমিল্লা বিমানঘাঁটি দখল করে নিয়েছে। তারা কুমিল্লা শহরসহ অন্যান্য দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ঢাকা রেডিও পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে তীব্র লড়াইয়ের কথা স্বীকার করেছে। রেডিও বলেছে, প্রচন্ড ভারতীয় চাপ সত্ত্বেও পাকিস্তান সেনাবাহিনী লাকসাম ধরে রেখেছে, রংপুর ও দিনাজপুরে ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির প্রচেষ্টা অবিরাম ঠেকিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা রেডিও বলেছে, সিলেটে হেলিকপ্টারবাহিত ছত্রীসেনাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে।

অল ইন্ডিয়া রেডিও বলেছে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতীয়রা চারশ পাকিস্তানী সৈন্যকে হত্যা করেছে এবং আঠারোশ পাকিস্তানী সৈন্য কারারুদ্ধ করেছে।

ঢাকা থেকে ডেসপাচ ৮ ডিসেম্বর ১৯৭১

পাকিস্তানে যে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়েছে, পূর্ব পাকিস্তানে তা তেমন প্রচারিত না হওয়ায় সেখানকার প্রতিক্রিয়া তেমন জানা সম্ভব হয়নি।

একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, দ্বৈত ভূমিকা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী জুলফিকার আলী ভুট্টোই হবেন সরকারের নির্ভরযোগ্য নেতা। যদিও নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে, তার বয়স ৭৮ বছর, যদিও তিনি বয়সের তুলনায় দুর্বল নন, স্পষ্টত ভুট্টো সাহেবের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বেশি।

ভারতের ব্যাপারে ভুট্টো সাহেব বরাবরই সমঝোতাহীন অনমনীয় ভূমিকা পালন করে এসেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট থেকে দেখলে তিনি নিঃসন্দেহে উৎসাহিত হবেন যে, পাকিস্তান কাশ্মিরের অনেকটাই অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। সন্দেহ নেই, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রকৃত অবস্থা তাকে অবাহত করা হয়েছে। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা এখন গত মাস তিনেক ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো নির্দিষ্ট আলোচনাবৃত্তের সার কথাটিই বিবেচনা করছেন- যুদ্ধে এখান থেকে হাজার মাইল দূরের পূর্ব পাকিস্তানকে যুদ্ধের সময় ভারতের হাত থেকে রক্ষার কঠিন চেষ্টা না করে এবং পশ্চিমাংশে সমপরিমাণ সীমান্ত বৃদ্ধির দর-কষাকষি করা উত্তম-এটিরই তাত্ত্বিক রূপ দিতে চেষ্টা করা হচ্ছে।

এই যুক্তিটি কার্যকর হতে পারে যদি বিশ্বের চাপে বৈরিতার অবসান ঘটে, যেমনটি ঘটেছিল ১৯৬৫-এর যুদ্ধে। কিন্তু এবার এ পর্যন্ত অস্ত্রবিরতি নিশ্চিত করার পর উদ্বেগ ব্যর্থ হয়েছে।

কিন্তু এখনো পূর্ব পাকিস্তানের ভোগান্তি অব্যাহত রয়েছে। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ শনিবার ভোরে আদমজী পাটকলের শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় ভারতীয় বোমারু বিমান থেকে চারটি বোমা বর্ষিত হয়, একটির বিস্ফোরণ ঘটেনি। অপর তিনটি ৬০০ বর্গ গজেরও বেশি এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে। শ্রমিকদের নিতান্ত সাধারণ বাসস্থান উড়িয়ে দেয়াসহ বোমাবর্ষণে আনুমানিক ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছে এবং ধ্বংসাবশেষের নিচে পড়ে আছে আরো প্রায় আড়াইশ জন। ধ্বংসাবশেষ খালি হাতে সরিয়ে শ্রমিকরা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১

আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, চাম্ব রণাঙ্গণে ভারতীয় রাষ্ট্র সীমানার প্রায় ৫০ বর্গমাইল জায়গা পাকিস্তানী দখলে চলে গেলে ভারত একে একটি সাময়িক অবস্থা বলে বিবেচনা করছে। তারা বলেছে, চাম্ব সেক্টরের উত্তরদিকে তারা পাকিস্তানীদের ঠেলে অনেক ভেতরে পুরনো অস্ত্রবিরতি রেখা পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানে কোথাও কোথাও ভারতীয় বাহিনী তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। তবে তারা দাবি করেছে, হেলিকপ্টার এবং স্টিমার ব্যবহার করে ভারতীয় সৈন্যদের মেঘনা নদী পার হয়ে ঢাকা থেকে উত্তর-পূর্বে ৪৫ মাইল দূরে ঢাকা আক্রমণের জন্য তৈরি হয়েছে। এখান থেকে তাদের মতে ঢাকা যথেষ্ট হুমকির মুখোমুখি, কারণ মাঝখানে তাদের অগ্রগতিতে আর কোনো প্রাকৃতিক বাধা নেই। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বদিক থেকে রাজধানী-মুখী ভারতীয় বাহিনী কয়েকটি নদী পেরোতে হবে বলে তাদের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার মোকাবিলা করতে হবে। রাজধানীতে ঢাকা রেডিও স্টেশনের প্রচারণা কিছু সময় বন্ধ ছিল। ভারতীয়রা বলছে, রেডিও ট্রান্সমিটারের ওপর ভারতীয় উড়োজাহাজের আক্রমণের কারণে এটা ঘটেছে।

লেখক: সাবেক সরকারি চাকুরে, নন-ফিকশন ও কলাম লেখক

ডিসেম্বর ১৯৭১ বিবিসি ডেসপাচ

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এসে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

সেখে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৮ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ফোবানা'র নতুন কমিটি গঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের থ্যাঙ্কস গিভিং ডে-তে মেরিল্যান্ড রাজ্যের বিখ্যাত গেইলর্ড হোটেলের পটোম্যাক কনভেনশন সেন্টারের অনুষ্ঠিত তিন দিনব্যাপী ফোবানা সম্মেলনের শেষ দিনে গত ২৮ নভেম্বর ফোবানা'র নতুন স্টীয়ারিং কমিটি গঠিত হয়েছে। ফোবানা'র বার্ষিক সাধারণ সভায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রেহান রেজা চেয়ারম্যান ও আইটি বিশেষজ্ঞ মাসুদ চৌধুরী এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও দিলু মওলা ভাইস চেয়ারম্যান, নাহিদুল খান যুগ্ম সচিব ও মোহাম্মদ আলী মানিককে কোষাধ্যক্ষ করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বিভক্ত ফোবানার একাংশের এই সভা থেকে আগামী বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ফোবানার পরবর্তী সম্মেলন ইলিনয় রাজ্যের শিকাগোতে আয়োজনের ঘোষণাও দেয়া হয়। সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহবুব রেজা রায়হান নির্বাচন কমিশনার ডিউক খানকে সাথে নিয়ে ঐ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন।

এদিকে ফোবানার বিদায়ী চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী নতুন কমিটিকে স্বাগত জানানোর পর আগামী বছরের আয়োজক কমিটি ঘোষণা ও পতাকা স্থানান্তর করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ২৫ বছরে
The Weekly Bangla Patrika

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

"বিল্ড ব্যাক বেটার অ্যাক্ট" ইমিগ্রেশন ক্লজের ভবিষ্যৎ

গত সপ্তাহে প্রতিনিধি পরিষদ ইমিগ্রেশন সংস্কারের জন্য ১০০ বিলিয়নের অধিক ডলারসহ বিশাল এক ব্যয় বিল পাশ করেছে। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, 'বিল্ড ব্যাক বেটার অ্যাক্ট' এ ৭১ লাখ আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টকে ডিপোর্টেশন থেকে রক্ষা করতে বেশ কয়েকটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন সমর্থক এবং বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, হাউজে 'বিল্ড ব্যাক বেটার অ্যাক্ট' নামে হাউজে যে বিলটি পাশ হয়েছে, সেটি এ যাবত কালের প্রথম অর্থপূর্ণ ইমিগ্রেশন সংস্কারের ক্ষেত্রে এক অবিশ্বাস্য পদক্ষেপ। বিলটি লাখ লাখ মানুষের জীবন পরিবর্তনে সহায়ক হবে। এর ফলে অনেক আনডুকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ট তাদের চাকরি এবং পারিবারিক ভিত্তিতে গ্রিনকার্ড লাভে সক্ষম হবেন।

আমরা জানি যে, এর আগে ডেমোক্র্যাট সদস্যরা ইমিগ্রেশন ধারাগুলো অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সিনেটের পার্লামেন্টারিয়ানরা একথা বলে ধারাগুলো (প্রভিশন) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে, ধারাগুলো সিনেট বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো না। বর্তমানে একটি সংবাদ প্রতিবেদন মতে ডেমোক্র্যাটরা আশাবাদী যে, সিনেট বিধির রেফারি হিসেবে পরিচিতি পার্লামেন্টোরিয়ানরা এবার ইতিবাচক সাড়া দেবেন। ডেমোক্র্যাটিক স্টাফরা সিনেট পার্লামেন্টারিয়ানদের সঙ্গে একটা বৈঠক করেছেন।

যার ভিত্তিতে তারা 'বিল্ড ব্যাক বেটার অ্যাক্ট' এজেন্ডায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইমিগ্রেশনের ক্লজ অন্তর্ভুক্তিকরণের ব্যাপারে আশা করছেন। তাদের আশা ১ দশমিক ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অবকাঠামো বিলটি দলগত সমন্বয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বদলীয়ভাবে পাশ হবে। বিলটি ডিসেম্বরের আগেই সিনেটে পৌছবে।

বিলটিতে কী কী ধারা অন্তর্ভুক্ত?

প্রস্তবনায় গুরুত্বপূর্ণ ইমিগ্রশেন ধারাগুলো হচ্ছেঃ

ডেমোক্র্যাটদের সাময়িক প্যারোল বিকল্প প্রস্তাব- এত কমপক্ষে ২০১১ সালের ১ জানুয়ারী থেকে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রায় ৭৫ লাখ আনডকুমেন্টেশন থেকে রক্ষা এবং ওয়ার্ক পারমিট পাবে।

এই ৭০ লাখ মানুষের মধ্যে প্রায় ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন মানুষ আমেরিকান ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে গ্রিনকার্ড লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এই সংখ্যা অবশ্যই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রায় ১১ মিলিয়ন আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রান্টের তাৎপর্যপূর্ন একটি অংশ।

গ্রিনকার্ড পুনরুদ্ধারঃ

বিলটি যেভাবে লিখিত হয়েছে, সেভাবে পাশ হলে ১৯৯২ থেকে কংগ্রেস অনুমোদিত ২০ লক্ষাধিক গ্রিনকার্ড পুনরায় কার্যকর হবে। বর্তমান বিলে চাকরি ভিত্তিক কিছু গ্রিনকার্ড আবেদনকারী যারা গত ২ বছর ধরে ব্যাকলগে আছে তারা ৫ হাজার ডলার পরিশোধ করে বার্ষিক এবং দেশের সীমাবদ্ধাতা (পার কান্ট্রি লিমিটেশন) মওকুফ সাপেক্ষে দ্রুত পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হতে পারবেন। পরিবার ভিত্তিক আবেদনকারী ২৫০০ ডলার ফিস দিয়ে সীমাবদ্ধতা দূর করে গ্রিনকার্ড পেতে পারেন।

বিলটির আরও লক্ষ্য হবে ডাইভার-সিটি ভিসা বিজয়ী যারা নানাবিধ প্রশাসনিক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে বাধা পাচ্ছিলেন তাদের সেই বাধাও দূর করা।

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে, বর্তমান স্টেজে সিনেটে বিলটি কখন চূড়ান্ত হবে তা বলা কঠিন। বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে ইমিগ্রেশন সমর্থকদের আশা তারা যে কোন ইমিগ্রেশন সংস্কার বিলে অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাকেই বিষয় বলে মনে করছেন।

আমরা বলেছি যে, বিলটি হলিডে শেষে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে সিনেট ফ্লোরে আসতে পারে। তারপরে বিলটি ভোটে যাবে। আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং এ ব্যাপারে যে কোন অগ্রগতির সর্বশেষ খবর আমরা এই বিভাগের মাধ্যমে আমাদের পাঠকদের জানিয়ে দেব।



নিউইয়র্ক থেকে তোফাজ্জল চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি আমার সন্তান ও স্ত্রীসহ এদেশে আসি। এখানে আসার পরে আমাদের আরো একটি সন্তান হয়েছে, সন্তান হবার পরে আমার স্ত্রী হাসপাতালে থাকা অবস্থায় সেখানে তাকে কিছু ফর্ম পূরণ করতে হয়েছিলো। সেই সময় সে আমাদের নবজাতক সন্তানের নামের বানান ভুল লিখেছিলো।

কিন্তু আমি আমার নবজাতক সন্তানের বার্থ সার্টিফিকেট হাতে পাবার পরে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলাম। সেই থেকে আমি আমার সন্তানের নামের বানান শুদ্ধ করার চেষ্টা করে আসছি। কিন্তু পারছি না। আমি হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাকে হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে যেতে বলে। কিন্তু হেলথা ডিপার্টমেন্টে গেলে তারা আমাকে হাসপাতালে যেতে বলে। নাহলে কোর্টের অর্ডার আনতে বলে। আমি আমার সন্তানের সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর এবং ইউএস পাসপোর্টের জন্য আবেদন করি নাই। আমার আরও একটি প্রশ্ন হচ্ছে আমার ভাই এর স্ত্রী বিয়ের পরই এদেশে এসে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড পেয়েছে। সে কখন সিটিজেন হতে পারবে?

তোফাজ্জল চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একবার বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু হয়ে গেলে তখন কোর্টের অর্ডার ব্যতিত আর নাম পরিবর্তন করা যায় না। যদি শুধুমাত্র হেলথ ডিপার্টমেন্ট ভুল করে নাম লিখে থাকে তখনই একমাত্র সুযোগ থাকে নাম শুদ্ধ করার। নাম পরিবর্তনের জন্য কোর্টের অর্ডার প্রয়োজন। আর এটাই হচ্ছে যথাযথ পদ্ধতি। তারপর হেলথ ডিপার্টমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করার সঠিক নামের জন্য একটা কথা মনে রাখা দরকার আর তাহলো যে, নামের বানান ভুল হলে ভুল নাম হিসেবে বিবেচনা হতে পারে- ভুল বানান হিসেবে নয়।

কোর্টের অর্ডারের জন্য আপনার কাউন্টির সিভিল অথবা সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। নাম পরিবর্তনের আবেদনে সন্তানের মা-বাবা উভয়ের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

পেপার রিভিউ এর পরে জাজ বিজ্ঞাপনের জন্য অর্ডার দেন। নিউজ পেপারে বিজ্ঞাপন দেবার পর ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন নিয়ে এফিডেভিডসহ ফাইল করতে হবে। তারপর জাজ ফাই-নাল অর্ডার দেবেন। তখন ঐ অর্ডার নিয়ে হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে নতুন বার্থ সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে।

আপনার পরের প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে বিয়ের দুই বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারীরা তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পাঁচ বছর পর তার সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দেশের উচ্চশিক্ষা কতটুকু পরিকল্পিত

ড. শফিক আশরাফ

আত্মনির্ভরশীল একটা জাতি গঠনে শিক্ষা অতিপ্রয়োজনীয় একটা কনসেপ্ট। এই শিক্ষা গ্রহণ নানামুখী ও নানা মাত্রায় হয়ে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা ইত্যাদি বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একটা নির্দিষ্ট বয়স ও সময় পর্যন্ত এই শিক্ষা গ্রহণ করা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত আছে। কিন্তু এখন প্রশ্নটা হলো, উচ্চশিক্ষা শিক্ষার বিষয়ে পরিকল্পনা প্রসঙ্গে। দেশে ৫২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কয়েক লাখ ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় ৩২ লাখ তরুণ-তরুণী নানা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বের হচ্ছেন। এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম দিকে তিন বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার ডিগ্রির সময়সীমা ছিল। পরে আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে মিল রেখে চার বছরের অনার্স ও এক বছরের মাস্টার ডিগ্রি করা হয়। ভাবা হয়েছিল একজন শিক্ষার্থী চার বছরের অনার্স সম্পন্ন করে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মে তাঁরা নিযুক্ত হবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো ছোট-বড়, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেখানে শিক্ষিত লোকবল প্রয়োজন, সেখানে তারা অনার্স ডিগ্রির পাশাপাশি মাস্টার ডিগ্রির চাহিদা উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা শুরু করল। ফলে সেশনজটের জাঁতাকলে নিষ্পেষিত নিম্নবিত্ত ঘরের শিক্ষার্থীরা বাধ্য হয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করা শুরু করলেন। কিন্তু এই যে মাস্টার ডিগ্রি করা উচ্চশিক্ষিত হাজার হাজার তরুণ-তরুণীকে আমরা তৈরি করছি, সেটা কতটুকু পরিকল্পনাসম্মত সেটা বিবেচনা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

> **সরকার জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা দিয়েছে! কিছুদিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রংপুর কারমাইকেল কলেজে এসে এখানে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন। দেশে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবে, জেলায় জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে এটা শুনতে অনেক শ্রুতিমধুর লাগে শুধু তা-ই নয়, শুনে মনে হয় রাতারাতি দেশে একটা শিক্ষা বিপ্লব ঘটে যাবে।**

সরকার জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা দিয়েছে! কিছুদিন আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রংপুর কারমাইকেল কলেজে এসে এখানে একটি প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ঘোষণা দিয়ে গিয়েছেন। দেশে প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হবে, জেলায় জেলায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে এটা শুনতে অনেক শ্রুতিমধুর লাগে শুধু তা-ই নয়, শুনে মনে হয় রাতারাতি দেশে একটা শিক্ষা বিপ্লব ঘটে যাবে। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, এই যে দেশে এখন এত পাবলিক ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাশাপাশি এত কলেজ, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার্থীদের তৈরি করা হচ্ছে, সেটা দেশের চাহিদার সঙ্গে কতটুকু সম্পর্কযুক্ত বা কতটুকু পরিকল্পনাপ্রসূত সেটা কি নীতিনির্ধারকরা যথাযথ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে বের করেছেন? মনে হয় করেননি! যদি করে থাকতেন, তাহলে যত্রতত্র এত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেত না। দেশে যে হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, তাঁরা প্রতিনিয়ত কাজের জন্য, চাকরির জন্য হাহাকার করছেন, তাঁদের গভীর নিঃশ্বাসে ভারী হতো না দেশের বাতাস। একটা পিয়নের চাকরির জন্য মাস্টার ডিগ্রি পাস করা মানুষকে দরখাস্ত করার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়েও একাধিক পিয়ন, সিকিউরিটি গার্ডকে জানি তাঁরা মাস্টার ডিগ্রি পাস। এটার জন্য দায়ী দেশের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পরিকল্পনার অভাব। দেশে উচ্চশিক্ষিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রথম পছন্দ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশনের ক্যাডারভিত্তিক পদগুলো। সেখানে এ বছর ৪৪তম বিসিএসে এক হাজার ৭১০ পদে সার্কুলার হয়েছে। পর্যবেক্ষণযোগ্য হলো, আনুমানিক ৫০ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকারের বিপরীতে এক হাজার ৭১০ পদ! এখানে গভীরভাবে বিবেচনার বিষয় সরকারে প্রথম শ্রেণি পদে প্রতিবছর লোকবল দরকার দুই হাজার আর আমরা বের করছি কয়েক লাখ। এই লাখ লাখ উচ্চশিক্ষিত বেকার আমাদের পরিকল্পহীনতার কারণে সৃষ্ট। আবার এই বিসিএস ক্যাডার পদে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষিবিদ, মৎস্যবিশারদ, পুলিশ, অ্যাডমিনের মতো বিভিন্ন পদে চাকরিতে যুক্ত হচ্ছেন। এখন একজন ইঞ্জিনিয়ার বা মৎস্যবিশারদকে তৈরি করতে সরকারকে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ইঞ্জিনিয়ার বা মৎস্যবিশারদ নিজ নিজ কাজে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের কাজে লাগবেন, কিন্তু বিসিএসের মতো উন্মুক্ত সার্কুলারের সুবিধা নিয়ে মৎস্যবিদ হয়ে যাচ্ছেন পুলিশ অফিসার কিংবা অ্যাডমিন অফিসার। আর এর পুরোটাই ঘটে চলেছে শিক্ষা পরিকল্পনার অভাবে। এর থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র শক্তিশালী শিক্ষা পরিকল্পনা কমিশন। সরকার উচ্চশিক্ষার বিষয়ে নানা প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ট কমিশনের (ইউজিসি) ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় গ্রান্ড কমিশন শিক্ষা পরিকল্পনার সক্ষমতা অর্জন করে উঠতে পারেনি। তারাও কোনো গবেষণা বা যথাযথ পরিকল্পনা না করেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিভাগ খোলার অনুমতি দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে এমনও শোনা গেছে, কোনো উপাচার্য শুধু নিজেদের পছন্দের কোনো প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খুলে বসে আছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের সঙ্গে এর জাস্টিফিকেশন কতটুকু সেটা যেমন ইউজিসি বিবেচনা করেনি, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও করে না। তাহলে কে এটা করবে? অবশ্যই এই দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত সরকারকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করে শিক্ষা খাতে অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। এখানে একবার ভুল ক্ষেত্রে ভুলভাবে অর্থ ব্যয় মানে রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি। সরকার নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে পারে; কিন্তু সেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে অবশ্যই প্রচুর গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা যেমন বের করতে হবে, তেমনি সেখানে যে বিভাগগুলো খোলা হবে বের করতে হবে তার প্রয়োজনীয়তা, সেখান থেকে বের হওয়া উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কার্যক্ষেত্র, দেশের উন্নয়নে তাদের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পরিকল্পনা ছাড়া জনসন্তুষ্টি ও রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য যদি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবাধে গড়ে তোলা হয়, সেটা হবে জাতির জন্য ভয়ানক দুর্ভোগের। এমনিতেই উচ্চশিক্ষিত বেকারের চাপ সামলাতে সরকারকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের কর্মের ব্যবস্থা করতে পারছে না, সেখানে কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়া আরো বেশি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে আবার সেখানে বিভাগ খোলার ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্র ও বিশ্ব চাহিদা বিবেচনা না করা হয়, তাহলে শুধু যে এর ভার বহন করতে সরকারকে নাকাল হতে হবে তা-ই নয়, অপরিণামদর্শী ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের জন্য জাতি অপূরণীয় অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, যা থেকে উত্তরণের পথ খুব সহজ হবে না। কারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন একটা বিভাগ খোলা হয় তখন সেটা রাতারাতি বন্ধ করার কোনো নজির নেই বা বন্ধ করা যায় না! পৃথিবীর অন্য দেশগুলোয় উচ্চশিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত বেশি। কারণ তারা মনে করে সবাইকে উচ্চশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। কাজেই সেখানে তারা একটা নির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে কাজে নেমে পড়ে। আর তাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গবেষণা বেইসড। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাও অনেকটা গবেষণাধর্মী। আর আমাদের এখানে ডায়াসবেজ শিক্ষাব্যবস্থায় গবেষণা খুবই অপ্রতুল। ফলে এই গ্লোবাল ভিলেজে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো উদাহরণই তৈরি করতে পারছি না। খুব দ্রুত শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ না করতে পারলে, রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা বন্ধ না করলে আমরা অন্ধকারে নিমজ্জিত হব।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর





এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর চ্যালেঞ্জ



মো. জাকির হোসেন

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মদাতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সর্বশেষ ধাপে উপনীত বাঙালী জাতি। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর হায়েনাদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে বিজয় অর্জনের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনের মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যে বিজয় উৎসবের সূত্রপাত ঘটে সেই থেকে নির্ধারিত তারিখে এ উৎসবটি পালিত হচ্ছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও এটি পালিত হবে। অপরিসীম ত্যাগ ও উৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ, আর বাঙালীর জন্য বিশেষ অর্থবহ। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে। বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বিশেষ সুসংবাদ নিয়ে এসেছে বাঙালীর জন্য। স্বাধীন বাংলাদেশের পথচলার একেবারে শুরুতে বিদ্বেষবশত তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের উত্তরাধিকারী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা পিতার মতো মমতা নিয়ে বাঙালী ও বাংলাদেশকে ভালোবেসেছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নেওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা পাওয়া দেশকে ঝুড়িভর্তি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মধ্যম আয়ের দেশ। ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হয়ে ভারত, চীন, মালয়েশিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশের কাতারে যাবে বাংলাদেশ। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সমীহ আর রোল মডেলের নাম এখন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুকন্যার স্বপ্নের সারথি হয়ে বাঙালির স্বপ্ন এখন আকাশছোঁয়া। ২০৩১ সাল নাগাদ উচ্চমধ্যম আয়ের দেশ, আর ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। বঙ্গবন্ধুকন্যার দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বে গত ১০ বছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ৬ শতাংশের বেশি। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে তা ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। করোনা মহামারির মধ্যেও গত অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫.৪ শতাংশ। করোনার আগে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সময়কালে বাংলাদেশের জিডিপি বেড়েছে গড়ে ৭.৪ শতাংশ। ভারতে এ হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। আর মালয়েশিয়ায় এ সময়কালে প্রবৃদ্ধি হয় ৪.৯ শতাংশ। সর্বশেষ হিসাবে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে দুই হাজার ৫৫৪ ডলার। অর্থনীতির আকার এখন ৪০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আমাদের স্থানীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩৪ লাখ ৮৪ হাজার কোটি টাকা। আজকের এই উন্নয়ন আর অগ্রগতির ভিত্তি রচনা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী ও তাদের দোসররা সবুজ-শ্যামল বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঘোষণা করেন, মাটি ও মানুষকে কাজে লাগিয়ে তিনি শ্মশান বাংলাকে সোনার বাংলায় রূপান্তর করবেন। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও তাদের জীবনমানের উন্নতির জন্য জাতির জনক আজীবন যে সংগ্রাম করে গেছেন তাঁরই কন্যার নেতৃত্বে আজ সেই সংগ্রামের সুফল ভোগ করছে জাতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের ব্যাপক সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য–এমডিজির অনেক সূচক অর্জন করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কাড়ে বাংলাদেশ। এমডিজিতে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি হারে কমাতে সক্ষম হয়। এমডিজি অর্জনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ। এসডিজি অর্জনের কিছু ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের লক্ষণীয় অগ্রগতি রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের হার ছিল ৮২ শতাংশ। সর্বশেষ প্রকাশিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ অনুযায়ী ২০১৬ সালে দারিদ্র্যের হার দাঁড়ায় ২৪.৩ শতাংশ। এর ভিত্তিতে ২০১৯ সালে দারিদ্র্যের প্রাক্কলিত হার ২০.৫ শতাংশ। কভিডের কারণে গত বছর দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জরিপ বলছে, এর অনেকটাই এখন পুনরুদ্ধার হয়েছে। ২০৪১ সালে উন্নত রাষ্ট্রে উত্তরণ কি শুধুই বাগাড়ম্বর? মোটেও নয়। গত বছর বিখ্যাত সাময়িকী 'দি ইকোনমিস্ট' ৬৬টি সবল অর্থনীতির তালিকা প্রকাশ করে, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল নবম। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে উত্তরণকে বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রভাবশালী মার্কিন পত্রিকা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও ভিয়েতনামের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল আছে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সফল অর্থনীতি হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে ওয়াল স্ট্রিটের প্রতিবেদনে। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবল-২০২১' শিরোনামের রিপোর্টে এই পূর্বাভাস দিয়েছে যে বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি। যেসব দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ ২৫তম অর্থনীতি হবে, তার মধ্যে আছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, ইসরায়েল, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, ইরান ও তাইওয়ান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমুদ্র সম্পদের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ব্যবহার করছে বাংলাদেশ। ব্লু ইকোনমির অপার সম্ভাবনা অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ নির্মাণে সমুদ্র সম্পদ তথা সুনীল অর্থনীতি এক বিরাট ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়। ধান, সবজি, মাছ, ফল উৎপাদনে বাংলাদেশে রীতিমতো বিপ্লব হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ, স্যাটেলাইট, পরমাণু ও সাবমেরিন ক্লাবে যোগদান, ফ্লাইওভার, মেট্রো রেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, নদীর তলদেশে টানেল ও গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপ্লব, এলএনজি টার্মিনাল ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণের মতো মেগাপ্রজেক্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য এখন বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর কাছে রীতিমতো রহস্য।

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, উন্নয়নের নতুন স্তরে পৌঁছে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের জন্য বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে, বঙ্গবন্ধুকন্যা মেধাবী, পরিশ্রমী, সৎ, প্রভাবশালী ও সফল রাষ্ট্রনায়কদের তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছেন। বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে উন্নয়নের নতুন চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা সক্ষম হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার ও মেরামতের চ্যালেঞ্জটি উন্নত অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের চেয়ে কম দুরূহ নয়। ১৯৭৫-এ সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ ও যোগ্য সহচর চার জাতীয় নেতাকে হত্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রটি বেহাত হয়ে যায়। রাষ্ট্রের চরিত্রও পাল্টে ফেলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানের প্রক্সি শাসন। বঙ্গবন্ধুকন্যা দেশে ফিরে আসার পর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি বেহাত হওয়া রাষ্ট্র পুনরুদ্ধার ও মেরামত শুরু করেন। প্রায় দেড় দশক ধরে অবিরাম রাষ্ট্র মেরামতের কাজ করে যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা। কিন্তু বাংলাদেশ-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে যখন কিছু মানুষ পরিতাপ করে বলে, 'পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ কেন আলাদা হয়ে গেল।' অবলীলায় এরা যখন বলে, 'পাকিস্তান-বাংলাদেশ দুটো একই দেশ, দুটোই ভাই ভাই, যে হারুক-জিতুক আমাদের কোনো সমস্যা নাই।' কিংবা পাকিস্তানের জার্সি পরে পাকিস্তানের পতাকা হাতে 'পাকিস্তান পাকিস্তান' বলে চিৎকার করে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে রাষ্ট্র মেরামতের এখনো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। অসুস্থ মানসিকতার এসব বিশ্বাসঘাতকের জন্ম এই দেশে; কিন্তু ওরা এই দেশি শুধু কাগজে-কলমে, অন্তরে-আনুগত্যে নয়। এরা এই দেশে জন্মেছে। এই দেশে থাকে, খায়, পড়াশোনা করে, আয়-রোজগার করে। এ দেশের আলো-বাতাসে, স্নেহ-মমতায় বড় হয়। কিন্তু কোনো দিন এরা দেশটাকে আপন ভাবেনি। এই বিশ্বাসঘাতকদের চেয়েও বড় ঝুঁকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে রাষ্ট্র বেহাত হওয়ার উপজাত হিসেবে আবির্ভূত একটি রাজনৈতিক দল। এই দলের নেতারা মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বললেও এরা মুক্তিযুদ্ধকালীন অন্তর্বরর্তী সংবিধান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র মানে না। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মানতে অস্বীকার করার মাধ্যমে এই দল বাংলাদেশের সংবিধানকেও মানে না। বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মান্য করা দূরে থাক, এরা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, মুক্তিযুদ্ধের প্রাণভোমরা বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান-অস্বীকার করেন। জাতির জনক ও মুক্তিযুদ্ধে সফলতার সঙ্গে মুজিবনগর সরকার পরিচালনাকারী জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের বিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে এরা খুনিদের লালন করেছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করতে অবস্থান নিয়েছে এই দল। মুক্তিযুদ্ধের স্লোগান 'জয় বাংলা'র বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ চালু করেছে, বাঙালী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ চালু করেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বিরুদ্ধে জিয়াকে ঘোষক দাবি করছে, মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধে জিয়াকে প্রথম রাষ্ট্রপতি দাবি করছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিরুদ্ধে বিকৃত ইতিহাস দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করছে। লাখো শহীদের রক্তমূল্য ও কন্যা-জায়া-জননীর সম্ভ্রমের চড়া মূল্যে পাওয়া পতাকাকে স্বাধীনতাবিরোধীদের মন্ত্রী বানিয়ে তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধাদের অবমাননা করেছে। এই দলের সমর্থক বর্ণচোরা সংবাদমাধ্যম রয়েছে, এক শ্রেণির নষ্ট বুদ্ধিজীবীও আছে এদের সমর্থনে। বুদ্ধিজীবীরা দেশে-বিদেশে কাশিমবাজার কুঠিতে বসে বঙ্গবন্ধুকন্যাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বড় বেশি তৎপর। বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক জোট গঠনেও প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বঙ্গবন্ধুকন্যার সরকারের বিরুদ্ধে বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব, মিথ্যাচার, অপপ্রচার করতেও এরা কুণ্ঠিত নয়। এরা ওপরে সুশীল ভেতরে কুটিল। এদিকে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে আওয়ামী লীগের তৃণমূলে অন্তঃকলহ মারাত্মকভাবে দৃশ্যমান।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদারদের পরাজিত করে যে বিজয় অর্জিত হয়েছিল লাল-সবুজের এ বিজয় উদযাপনে ছিল বেদনার সুর। বিজয়ের যে বাঁধভাঙা উৎসব, যে উল্লাস তা কোথায় যেন থমকে ছিল। ঠিক উদযাপনটা হচ্ছিল না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কোথায় আছেন তা সঠিক করে তাঁর পরিবার, সহযোদ্ধা, দেশের মানুষ জানতে পারেনি। বিজয়ের পরেও তাই ঠিক উদযাপনটা হচ্ছিল না। মুক্তিযুদ্ধ ও দেশবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদযাপনও দুশ্চিন্তামুক্ত কি?

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours
DDC Class
Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।



বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.
74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MEPPS
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

খালেদা জিয়ার মুক্তি ও চিকিৎসা দাবীতে জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ





নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপি চেয়ারপার্সন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার জন্য অবিলম্বে মুক্তি এবং বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থার দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা গিয়াস আহমেদ ও মোস্তফা কামাল পাশা বাবুলের নেতৃত্বে দলীয় নেতা-কর্মীরা জাতিসংঘের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সমাবেশের আগে তাদের দাবীর সমর্থনে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। খবর ইউএএ'র।

সোমবার (২৯ নভেম্বর) অপরাহ্নে আয়োজিত এই সমাবেশে কেন্দ্রীয় বিএনপি'র সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সৈয়দা মাহামুদা শিরিন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি বাবর উদ্দিন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এম এ বাতিন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, ব্রুকলীন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী, লং আইল্যান্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলীম পাখি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক বিএনপি নেতা-কর্মী এই সমাবেশে অংশ নেন। সমাবেশেকারীরা সরকার বিরোধী নানা ব্যানার, ফেস্টুন ও পোষ্টার হাতে 'জিয়ার সৈনিক এক হও', 'খালেদা জিয়ার কিছু হলে, জ্বলবে আগুন ঘরে ঘরে', 'খালেদা তোমার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই', 'ভোট চোরের গতিতে আগুন জ্বালাও এক সাথে', 'বাকশালীদের কালো হাত জ্বালিয়ে দাও', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস', 'মুক্তি মুক্তি মুক্তি চাই, খালেদাজিয়ার মুক্তি চাই' প্রভৃতি শ্লোগান দেন।

সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিএনপি'র সভাপতি মওলানা ওয়ালিউল্লাহ মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ। সমাবেশে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি নিয়াজ আহমেদ জুয়েল ও নূর মোহাম্মদ সহ ডা. জাহিদ দেওয়ান, শেখ হায়দার আলী, গোলাম মাহমুদ, মাইনুল ইসলাম মহিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।







ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি'র বর্ণাঢ্য পিঠা উৎসব

নিউইয়র্ক: ঝিনাইদহ জেলা সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র পিঠা উৎসব গত ২৫ নভেম্বর জ্যাকসন হাইটসেন নবান্ন পার্টি সেন্টাওে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল রহিম মজিদ। অনুষ্ঠান যৌথভাবে পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক হাবিব মো: আহসান ও উৎসব উদযাপন কমিটির আহবায়ক শাহনাজ পারভীন।

সংগঠনের সদস্য, তাদের পরিবারবর্গ ও কমিউনিটির বিভিন্ন স্তরের লোকদের সরব উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা গোলাম কিবরিয়া অনু, মহিউদ্দিন মোহাম্মদ, বাবুল হোসেন, মুশফিক মাবুদ, কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাদের মধ্যে মো: বোরহান উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান, আলামিন হোসেন, সাজেদুল রহমান, রেজাউল ইসলাম, সাদেকুর রহমান এবং সাপ্তাহিক ঠিকানা'র প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম, এর্টণী মঈন চৌধুরী, পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের সাবেক সচিব বদিউজ্জামান, মূলধারার রাজনীতিক মোরশেদ আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পিঠা উৎসব বেলুন উড়িয়ে সম্মিলিতভাবে উদ্বোধন নতুন প্রজন্মের শিশু-কিশোররা।

পরিশেষে সভাপতির সমাপনি বক্তব্য, হরেক রকমের পিঠা আপ্যায়ন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন

'অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা কখনও সফল হয়না'



নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসী বাংলাদেশের বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন করেছেন। তারা একইসঙ্গে নিজেদের সংগঠন 'নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অফ উত্তর আমেরিকা ইনক'এর ৩২ বছর পূর্তিও করেছেন একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রীতি সম্মিলনের পরিবেশে। গত ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রবীণ প্রবাসী বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'নারায়ণগঞ্জ' এর সুনাম ধরে রাখার আহবান জানান। তারা বলেন, প্রবাসে কিছু নারায়ণগঞ্জবাসী নিজেকে নেতা ঘোষণা দিয়ে সংগঠনের নামে বিরোধ সৃষ্টি করে যেন আনন্দ পান। তারা প্রকৃত অর্থে নারায়ণগঞ্জের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করছেন। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার আহবান জানান তারা। তারা আরো বলেন, নিজ এলাকার মানুষদের সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি রক্ষা করা যেখানে অন্যতম কাজ, সেখানে অনৈক্য সৃষ্টি করছেন কেউ কেউ। অনৈক্য সৃষ্টিকারীরা কখনও সফল হয়না। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও পাক শাসকরা অনৈক্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। দমন করতে চেয়েছিল সাধারণ মানুষকে। ঐ পাক শোষকরা সফল হয়নি। বাংলাদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ ছিল বলে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। বিশেষ করে প্রবাস জীবনে বিরোধ, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অপ-প্রচার করা অশুভ লক্ষণ। অসুস্থ ও বিকারগ্রস্থ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যারা এমন কাজে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের যেন শুভবোধের উদয় হয়। তারা আরো বলেন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করাটাই আমাদের সকলের ব্রত হওয়া উচিত। বক্তারা বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীতে প্রাণহানীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আমাদের সব সময় নিজেদের সুস্থ রাখার প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অফ নর্থ আমেরিকা ইনক-এর আহবায়ক কমিটির আহবায়ক নির্মল পাল এবং সভা পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেন সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সেলিম। সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটি নিউইয়র্ক-এর সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কমিটির কোষাধ্যক্ষ নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান, আহবায়ক কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক আরশাদুল বারী আসাদ, সংগঠনের সাবেক সভাপতি ও যুগ্ম-আহবায়ক মোহাম্মদ মোহসীন, সংগঠনের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও নূর বাবুল। এ ছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শিশু বিশেষজ্ঞ (চিকিৎসক) শান্তা পাল, লেখক ও সাংবাদিক দর্পণ কবীর এবং মোস্তফা জামাল টিটো।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর শুরু হয় আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার সময়কাল এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু ও আরশাদুল বারী আসাদ। নুরুজ্জামান মিয়া মন্টু জানান ১৯৮৯ সালে তাদের বাসায় সংগঠনটির জন্ম হয়েছিল। তিনি বলেন, বিরোধ নয়। বিরোধতা করে, বিভক্তি সৃষ্টি করে নিজের ক্ষতি করা ঠিক নয়। তিনি সকলকে সমঝোতা এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান। আরশাদুল বারী আসাদ বলেন, আমরা এগিয়ে যাবার প্রত্যয় নিয়ে প্রবাসে সংগঠন করি। আমাদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কতিপয় মানুষ নিজেদের মধ্য কাদা ছোঁড়াছুড়ি করছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। তিনি নিউইয়র্কে সকলের সহযেগিতায় সংগঠনের জন্য একটি ভবন ক্রয় করবেন বলে ঘোষণা দেন। মোহাম্মদ মোহসীন বলেন, আমরা ভবন ক্রয়ের জন্য ব্যাংক একাউন্ট খুলেছি। একটি ভবন ক্রয় কমিটিও গঠন করেছি। আগামীতে আমরা সংগঠনের ভবন ক্রয় করে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের উপহার দেব। নির্মল পাল সভাপতির ভাষণে প্রবাসী নারায়ণগঞ্জবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় নারায়ণগঞ্জের অবস্থার কথা স্মৃতিচারণমূলক কথায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ২৫ মার্চ কালো রাত্রিতে পাক বাহিনী হামলা এবং গণহত্যা করলে নারায়ণগঞ্জের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাক সেনাদের সমরযান প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি ২৭ মার্চ পর্যন্ত। মাসদাইর এলাকায় রাস্তায় গাছ ফেলে পাক সেনাদের কীভাবে সাধারণ মানুষ রুখে দেয়ার লড়াই করেছিল, তার বর্ণনা করেন তিনি। তিনি জানান, পাক সেনাদের গুলিতে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তৌফিক সাত্তার এবং মোশারফ হোসেন মাশার শহীদ হয়েছিলেন। তিনি কীভাবে আগারতলা গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের মাটিতে যুদ্ধ করেছিলেন-ওসব কথা সংক্ষেপে বলেন। তিনি আরো বলেন, দেশ স্বাধীন হলেও আমরা ৫০ বছর পর কী পেলাম, তা ভাবতে হয়। আমাদের বাক স্বাধীনতা আছে কিনা-এ কথাও বলতে হয়। আমরা আজ বিজয় দিবস উদযাপন করছি, একই সঙ্গে অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে। অনেকের মনে গ্লানি। তিনি আরো বলেন, এই ৫০ বছরের বিজয় দিবস পালনের মধ্য দিয়ে আমরা যেন আমাদের জন্মভূমি এবং জনগণের কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবি।

অনুষ্ঠানে একাধিক বক্তা সংগঠনের জন্য একটি ভবন ক্রয় করার ঘোষণা দেন। বিগত ইসি কমিটির বনভোজন উপ-কমিটির দু'কর্মকর্তা মোস্তফা জামাল টিটো ও মোঃ আব্দুল কাদের সভায় দু'হাজার ডলার তুলে দেন ভবন ক্রয় কমিটির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমানের কাছে।

ভবন ক্রয় কমিটির যুগ্ম-আহবায়ক নির্মল পাল ও আরশাদুল বারী আসাদসহ তিন কর্মকর্তা ভবন ক্রয়ে ৩০ হাজার ডলার দেবেন বলে অনুষ্ঠানে ঘোষণা দেন। এ সময় আরো কয়েকজন নারায়ণগঞ্জবাসী ভবন ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন বলে আহবায়ক কমিটির কর্মকর্তাদের জানান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল মনোজ্ঞা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি এবং শাহ মাহবুব। তাদের পরিবেশিত দেশাত্ববোধক, আধুনিক, ফোক গান উপভোগ করেন সমবেতরা। কেউ কেউ গানের সুরের মূর্ছনায় মঞ্চে গিয়ে নেচে আনন্দ প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'নারায়ণগঞ্জ' নামে একটি ম্যাগাজিন বের করা হয়। এই ম্যাগাজিনের সম্পাদক ছিলেন দর্পণ কবীর। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ফাইজার ও মডার্নার বুস্টার ডোজ বেশি

(প্রথম পাতার পর)

ট্রায়াল শেষে এই ফলাফল দেখতে পেয়েছেন তারা। বৃটেনের এনআইএইচআর ক্লিনিকাল রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে এই ট্রায়াল চালানো হয়। এর ভিত্তিতে দেশটির সরকার ঘোষণা দিয়েছে কোভিড ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ কার্যক্রমে তারা শুধু ফাইজার ও মডার্নার ভ্যাকসিন ব্যাবহার করবে। ট্রায়ালে আরও জানা গেছে, বুস্টার ডোজ আসলেই শরীরে কোভিডের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং হাসপাতালে ভর্তি ও মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে।

ইন্ডিপেন্ডেন্টের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, বৃটেনে গত দুই সপ্তাহ সময়কালের মধ্যে প্রাপ্ত বয়স্কদের ১০ শতাংশের বেশি ভ্যাকসিনের বুস্টার ডোজ গ্রহণ করেছেন। এরমধ্য দিয়ে দেশটিতে বুস্টার ডোজ গ্রহণকারী জনসংখ্যা ৩৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলো। তবে বুস্টার ডোজ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কেমন কার্যকরী হবে তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলতে পারছেন না বিজ্ঞানীরা। এনআইএইচআর-এর প্রফেসর সল ফস্ট বুস্টার ডোজের ট্রায়ালের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বিবিসিকে জানান, কেউ বলতে পারে না ওমিক্রনের বিরুদ্ধে বুস্টার ডোজ কেমন কার্যকরি হবে। কেউ যদি বলে থাকে তাহলে অনুমান থেকে বলছে। ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সির কাছে স্যাম্পল পৌঁছে গেছে। আমরা আশা করছি সঠিক সময়ে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো।

দুদকের তালিকায় অর্থপাচারে ৪৩ ব্যক্তি-

(প্রথম পাতার পর)

দাখিল করা হবে। দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এ বিষয়ে আজ শনিবার তিনি বলেন, দুদক অর্থপাচারে সঙ্গে জড়িতদের একটি তালিকা চূড়ান্ত করেছে, যেটি রোববার হাইকোর্টে দাখিল করা হবে।

দুদকের আইনজীবী আরও বলেন, বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িতদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। হাইকোর্টে প্রতিবেদন দিয়ে মূলত যাদের বিরুদ্ধে দুদক এখন তদন্ত করছে, সেই তথ্য তুলে ধরা হবে।

দুদকের তালিকায় থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- মাল্টিমোড লিমিটেডের আবদুল আউয়াল মিন্টু ও তার স্ত্রী নাসরিন ফাতেমা আউয়াল এবং তাদের সন্তান তাবিথ আউয়াল, তাফসির আউয়াল ও তাজওয়ার মো. আউয়াল, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মোগল ফরিদা ওয়াই, টেপাসের শহিদ উল্লাহ, ঢাকার বনানীর চৌধুরী ফয়সাল, বারিধারার আহমাদ সামির, ব্রামার অ্যান্ড পার্টনার্স অ্যাসেটে ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, ভেনাস ওভারসিজ কোং-য়ের মুসা বিন শমসের, ডাইনামিক এনার্জির ফজলে এলাহী, ইন্ট্রিপিড গ্রুপের কেএইচ আসাদুল ইসলাম, খালেদা শিপিং কোম্পানির জুলফিকার আহমেদ, বেঙ্গল শিপিং লাইনসের তাজুল সলাম তাজুল, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের মোহাম্মদ মালেক, ওসান আইস শিপিং কোম্পানির ইমরান রহমান, শামস শিপিং লিমিটিডের মোহাম্মদ এ আউয়াল, ঢাকার উত্তরার এরিক জনসন আনড্রেস উইলসন, ইন্ট্রিডিপ গ্রুপের ফারহান ইয়াকুবুর রহমান, জেমিকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের তাজুল ইসলাম, পদ্মা টেক্সটাইলের আমানুল্লাহ চাগলা, রাশিয়ার নিউটেকনোলজি ইনভেস্টমেন্টের মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, মাল্টার মোহাম্মদ রেজাউল হক, নারায়ণগঞ্জের জেমিকো ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মোহাম্মদ কামাল ভূঁইয়া, তুহিন-সুমন, সেলকন শিপিং কোম্পানির মাহতাবা রহমান, নারায়ণগঞ্জের জেমিকো ট্রেড ইন্টান্যাশনালের ফারুক পালওয়ান, আয়ারল্যান্ডের গ্লোবাল এডুকেশন সিস্টেমের মাহমুদ হোসাইন ও ঢাকা ইপিজেডের সাউদার্ন আইস শিপিং কোম্পানির শাহনাজ হুদা রাজ্জাক।

বিদেশি ব্যাংক, বিশেষত সুইস ব্যাংকে পাচার করা 'বিপুল পরিমাণ'অর্থ উদ্ধারের যথাযথ পদক্ষেপের নির্দেশনা চেয়ে গত ১ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্টে রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আব্দুল কাইয়ুম খান ও সুবীর নন্দী দাস। পরে ওই রিটের শুনানি নিয়ে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রুলসহ আদেশ দেন হাইকোর্ট।

।। বিনা পয়সায় দ্বীন দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল ।।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ফারুক (রাঃ) র সাঁইত্রিশতম বংশধর এবং হযরত মোযাদ্দেদ আলফিসানি (রহঃ) র যোগ্য উত্তরসূরী

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশ্বকোষে উল্লেখিত জামানার মুজাদ্দেদ ও কামেল মোর্শেদ ও বিশ্ব মহাসংস্কারক আর সার্বজনীন, সর্বব্যাপী, সর্বমঙ্গল, কল্যাণ প্রার্থনা ও দোওয়ার প্রবর্তক
"এলাহী রহমত জিয়াদা কর তামাম আলমের উপর" (হে মহান প্রভু সমস্ত বিশ্বমানব জাতির উপর ও সমস্ত সৃষ্টির উপর তোমার অফুরন্ত কল্যাণ বৃদ্ধি করে দাও)

হজরত মাওলানা সূফী মূফতী আজানগাছী (রহঃ)র

দশ দিনের পবিত্র বাৎসরিক উরসেকুল

সমস্ত নবী-রসূল (সাঃ), ওলিআল্লাহ, ঈমানদারগণের, মা-বাপের, সন্তান-সন্ততিগণের বিশুদ্ধ ও শাশ্বত সওয়াব রেশানী অর্থাৎ বিশ্বজনীন সার্বিক ঐক্য, সত্য, সুন্দর, মানবতা, বিশ্বশান্তি, মঙ্গল, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সংহতি ও অফুরন্ত, চিরস্থায়ী কল্যাণের সুপ্রাচীন আন্তর্জাতিক প্রার্থনা সভা ।

স্থান ঃ ১৮, বাগমারী রোড (মাণিকতলা, বাগমারী বাজারের সন্নিকটে) কলকাতা - ৭০০ ০৫৪

১৭ই ডিসেম্বর ২০২১ শুক্রবার হইতে ২৬শে ডিসেম্বর ২০২১ রবিবার পর্যন্ত চলিবে। ইনশাআল্লাহ!

যেহেতু এ বছর জমায়েতের (জনসমাবেশের) উপর নিষেধাজ্ঞা আছে সে কারণে সমস্ত অনুষ্ঠান ইউটিউব-এ লাইভ দেখানো হবে, ইনশাআল্লাহ। সমস্ত পীরভাইদের কাছে অনুরোধ গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায়, ছোট-ছোট জমায়েত করে এই অনুষ্ঠান দেখানোর ব্যবস্থা করা। যাতে নিজ-নিজ এলাকার সকলে দেখতে পায় তার ব্যবস্থা করা। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য যে যেখান থেকেই এই মজলিসে সালিম হবে একই ফয়েজ ও বরকত পাবেন ইনশাআল্লাহ।

ইউটিউব-এ লাইভ প্রচারের সময় সূচি ঃ- (ভারতীয় সময় অনুযায়ী)

১৭ই ডিসেম্বর, শুক্রবার -	জুম্মার নামাজের আগে উরসেকুল সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে, জুম্মার পর বেলা ১.৩০ মি থেকে মাজার শরীফ জিয়ারত শুরু হবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
১৮শে ডিসেম্বর, শনিবার -	সকাল ১০টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১২.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার -	সকাল ৯টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২০শে ডিসেম্বর, সোমবার -	সকাল ১০টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১২.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২১শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার -	সকাল ১০টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১২.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২২শে ডিসেম্বর, বুধবার -	সকাল ১০টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১২.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২৩শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার -	সকাল ১০টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১২.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২৪শে ডিসেম্বর, শুক্রবার -	জুম্মার আগে উরসেকুল সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে, জুম্মার পর আট মসলার বয়ান ১.৩০মি থেকে শুরু হবে। রাতে ৭টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং রাত্রি ৯.৩০-১০টার মধ্যে শেষ হবে। ইনশাআল্লাহ।
২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার -	মাজার শরীফ জিয়ারত- সকাল ৮-৯.৩০ মি, ১.৩০ মি.-২টা, ৪টা-৪.৪৫মি. এবং বয়ানের মজলিস সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। ইনশাআল্লাহ। এই দিন রাতে বয়ান হবে না। (এই দিন যারা পারবেন একটি নফল রোজা রাখবেন)।
২৬শে ডিসেম্বর, রবিবার -	সকাল ৯টা থেকে মজলিস শুরু হবে এবং ১.৩০ মি পর্যন্ত চলবে। ইনশাআল্লাহ।

এই সময় সূচি অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ লাইভ প্রচার হবে। এই ম্যাসেজটি পীর ভাইদের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব।

১০ দিনের সালানা উরসেকুল উপলক্ষে যে যার এলাকাতে বা গ্রামে যাদের হালাল পয়সা আছে, কোন রকম সুদ, ঘুষ, এল আই সি, বন্ধক, ফিক্সড ডিপোজিট ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত নেই এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ পা-বন্দীর সঙ্গে পড়েন, কালামাপাকের নুরানী হাক্কানী ওজিফা পড়েন তারা মিলিত ভাবে তাবারুক করতে পারেন, **প্রথম শুক্রবার** রাতে এবং **শেষ রবিবার** দিনে তাবারুক করতে পারেন। এছাড়াও যাদের সমার্থ আছে তারা ১০ দিনের যে কোনদিন দিনে অথবা রাতে তাবারুক করতে পারেন।

YouTube HaqqaniAnjuman.Kolkata Facebook Haqqani Anjuman of Sufi Azangachi Saheb - R.A

HAQQANI Anjuman

বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে যাবে না



গৌতম দাস

'ফরেন পলিসি', ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আমেরিকান পত্রিকা; দীর্ঘ দিন ধরে এটি মূলত ডিপ্লোমেসি ও রাজনীতিক ইস্যু নিয়ে চর্চার এক ম্যাগাজিন। আর বলাবাহুল্য, এ কাজ তারা আমেরিকান স্বার্থের দিক থেকে দেখে করে থাকে। বাইডেন ক্ষমতায় আসার আগে এই ম্যাগাজিনের অনুসৃত লাইন যাই থাক, চলতি বছর থেকে এটি এখন বাইডেনের বড় সাপোর্টিং পত্রিকা; বিশেষ করে সাউথ এশিয়ার জন্য আর তা কাভার করার দিক থেকে। মাইকেল কুগেলম্যান 'উড্রো উইলসন সেন্টার' থিংকট্যাংকের ডেপুটি প্রোগাম ডিরেক্টর ও সিনিয়র ফেলো। তিনি এখন এই পত্রিকায় নিয়মিত এক সাপ্তাহিক 'সাউথ এশিয়া ব্রিফ' লেখা তত্ত্বাবধান ও প্রকাশ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত যেটা আসলে বাইডেনের সাউথ এশিয়া নীতির ছাপে ও পক্ষে এ অঞ্চলের বার্নিং ইস্যুগুলোতে তুলে ধরা। আর তাতে এ অঞ্চলের খুঁটিনাটি ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনের মনোভাব সম্পর্কেও আঁচ পাওয়া যায়। এ ছাড়া অনেক সময় এ অঞ্চলের মিডিয়াগুলো কী লিখেছে তার ছোটখাটো রিভিউও দেখতে পাওয়া যায় এই 'সাউথ এশিয়া ব্রিফে'। অর্থাৎ বাইডেনের পক্ষেরই যেন এটি একটা আলাদা ভার্সন কিন্তু যারা বাইডেন প্রশাসনের সাথে অ-সরকারিভাবে ও ইনফরমালি যুক্ত।

এ দিকে চলতি শতক থেকে প্রায়ই আমেরিকান প্রশাসনকে অনেকে 'বুড়া সিংহ' বলে থাকে। পঁচাত্তর বছর ধরে আমেরিকা দুনিয়াকে ভালো-মন্দ যাই হোক একভাবে দাবড়িয়ে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। কিন্তু তার সেসব বহু সক্ষমতাই আজ আর নেই; বিগত যৌবন হয়ে গেছে। ফলে যেন এটি এখনো সিংহ তবে চামড়া ঢলে পড়া বুড়া সিংহ হয়ে গেছে।

গত ১৯৪৫ সালকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে একটা ভালো 'জংশনের বছর' বলা যায়। এই জংশন হলো, এক দিকে দুনিয়ায় বিশ্বযুদ্ধে ভেঙে পড়া পুরনো রাজনৈতিক অর্ডার মানে ওর অবশিষ্ট নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো ক্রমেই সে ত্যাগ করছে আর অন্য দিকে নতুন এক অর্ডারে দুনিয়া নিজে চলতে শুরু করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল অর্ডার বা এই নয়াবিধি 'ব্যবস্থা' শুরু হচ্ছে জাতিসঙ্ঘকে কেন্দ্রে রেখে মূলত এবং অন্তত তিনটা বহুরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে নিয়ে। এই বিগত অর্ডারটাকে যদি বলি কলোনি যুগ বা কলোনি ক্যাপিটালিজমের কাল তবে, নতুন যা গড়ে উঠছে তা আমেরিকান নেতৃত্বে এক গ্লোবাল ক্যাপিটালিজম যদিও কমিউনিজম এটি সরাসরি স্বীকার করতে চায়নি। কেবল জাতিসঙ্ঘ গঠনের সময়ে নিজের ভেটো সদস্যপদটা ঠিকঠাক বুঝে নিয়ে বাকি ব্যাপারে পরোক্ষে আমেরিকা যা করে করুক, মেনে নিয়েছিল। আর অন্য দিকে এক বিশাল গ্লোবাল বাণিজ্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু করতে বহুরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক এদের জন্ম হোক; তা আমেরিকা গড়ে তুলুক এটি ইউরোপ মনেপ্রাণে চেয়েছে।

আইএমএফ-বিশ্বব্যাংক জন্মের টানা ২২ দিনের জন্মসভার হোটেলে বসবাসে সোভিয়েত ইউনিয়নও আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থেকেছে; অংশ নিয়েছে। কিন্তু ১৯৪৫ সাল থেকে এরা কার্যকর হয়ে গেলে তখন আর সদস্যপদ রাখেনি। আবার কোনো বাধাও দেয়নি। কেন কী হয়েছিল, কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের এমন সিদ্ধান্ত তা প্রকাশ্যে, স্টালিন তখনো জীবিত ও ক্ষমতাসীন- তা সত্ত্বেও কোথাও তিনি জানাননি। লিখিত কিচ্ছু নেই। তবে আমেরিকা তার নয়া গ্লোবাল অর্ডার নিয়ে ঠিকই এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পঁচাত্তর বছর পরে আমেরিকা এখন এক বুড়া সিংহ যার যৌবন কেটেছে 'রুস্তমি' করে। সে চেয়েছে জানলেই তখন অনেক কিছু হয়ে যেত।

চলতি শতক বা দুই হাজার সাল থেকে আমেরিকার অর্থনৈতিক সক্ষমতা যে ঢলে পড়ছে তা আর লুকিয়ে রাখা যায়নি। আর এর বিপরীতে চীনের উত্থান এবং সমৃদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে চীন সেই নেতৃত্বের জায়গা নিতে উঠে আসা, সেটিও স্পষ্ট হতে শুরু করেছিল।

মজার কথা হলো, ওবামা আমল পর্যন্ত যত প্রেসিডেন্ট তারা কেউ স্বীকার করেননি, চীন উঠে আসছে, আমেরিকা বুড়া সিংহ হচ্ছে। এই বাস্তব সত্যটা স্বীকার না করাটাই যেন আমেরিকান সব প্রশাসনের অফিসিয়াল অবস্থান। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় জিবিগনিউ ব্রেজনিস্কি যিনি চীন-আমেরিকা সম্পর্ককে প্রথম (১৯৭৮) পারস্পরিক স্বীকৃতির রূপ দিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিলেন, তার বেলায়। যখন তিনি ছিলেন (১৯৭৭-৮১) প্রেসিডেন্ট কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (ঘঝঅ)। তিনি খোলাখুলি চীনা উত্থান প্রসঙ্গে নিজের বইয়ে লিখেছেন। এমনকি ওবামাও আমেরিকান নেতৃত্ব আরো বজায় থাকবে কি না এ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠে গেছে তা স্বীকার করে সেবার উলটা দাবি করে বেড়াতেন যে, আমেরিকাই আরো নেতৃত্বে থেকে যাবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ২০১১ সালে ওবামার আয়ারল্যান্ড সফরে দেয়া বক্তৃতায় এমন জোরদার দাবি উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু কেন চীনের গ্লোবাল নেতৃত্বে উত্থান বা আমেরিকান বুড়া সিংহ হয়ে যাওয়ার স্বীকার-অস্বীকার নিয়ে কথা তুলছি?

কারণ উপরে উল্লিখিত 'ফরেন পলিসি' ম্যাগাজিনে এবারের 'সাউথ এশিয়া ব্রিফে' কুগেলম্যানের সাথে যৌথভাবে লেখা একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছে। ওতে সহলেখকের নাম আনু আনোয়ার, জনস হপকিন্স ইউনির যিনি পিএইচডি প্রার্থী। আর লেখার শিরোনাম 'আমেরিকার বাংলাদেশকে নিয়ে বাজি ধরা উচিত।' আর এ লেখায় চীনের চেয়ে আমেরিকা অক্ষম হয়ে পড়েছে এর স্বীকারোক্তি করা হয়েছে। সেসব প্রসঙ্গে ঢুকব এখন।

কিন্তু লেখার প্রসঙ্গ কেন এমন?

গত মাসে, মানে নভেম্বরের মাঝমাঝি এক আমেরিকান ডেপুটি সহকারী মন্ত্রী (সাউথ এশিয়া) কেলি কেইডারলিং বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন কোনো এক বহুরাষ্ট্রীয় সভায় যোগ দিতে। ফিরে যাওয়ার আগে তিনি ডেইলি স্টারকে এক সাক্ষাৎকার দেন যার প্রসঙ্গ হলো, তিনি দাবি করেন, আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টে বাংলাদেশ আলাদা গুরুত্ব লাভ করেছে, যে কারণে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এখন থেকে আর ভারতের সাথে একই ডেস্ক থেকে দেখাশোনা করা হবে না। এতে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে, একটা ঘটলে এর প্রভাব-পরিণতি স্থানীয় থাকছে না, বরং স্বতঃই গ্লোবাল হয়ে উঠছে।

তা হলে লেখক কী নিয়ে উদ্বিগ্ন? বাংলাদেশের সামর্থ্যবান হয়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন? সেটিই বা কেন? কারণ প্রধান প্রশ্ন, তা হলে এর মধ্যে আমেরিকান স্বার্থটা কী?

আসলে এখানে আমেরিকার সরাসরি কোনো স্বার্থ নেই। স্বার্থটা মূলত ভারতের আর এটিই আমেরিকার উদ্বেগের কারণ। এই হলো আমেরিকার ধরে নেয়া অনুমান বা নিজের স্বার্থসংক্রান্ত বুঝ। মানে আবার বোঝা যাচ্ছে তা হলে, আমেরিকার বাংলাদেশের জন্যও কোনো উদ্বেগ নেই।

নিজের নয়, কিন্তু ভারতের স্বার্থ নিয়ে আমেরিকা উদ্বিগ্ন কেন? জবাব হলো, আমেরিকা চীনের বিরুদ্ধে যা কিছু ভারতীয় স্বার্থ, এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন।

তা হলে দাঁড়াল যে, এই আর্টিকেলটা বাংলাদেশ নিয়ে মনে হলেও আসলে এটি ভারতের স্বার্থরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিকার পক্ষে লেখা এক আর্টিকেল। তার মানে, সেই একই কথাই হলো, এখানেও আসলে আমেরিকার ভারতীয় প্রিজমের ভেতর দিয়ে দেখা বাংলাদেশ- সেই পুরনো অভ্যাসের ধারাবাহিকতা। সেই ২০০৭ সাল থেকে চলে আসা আমেরিকার পুরনো কায়দাটাই।

তা হলে যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, 'বাংলাদেশ যদি চীন অথবা ভারত কোনোটার পক্ষ নেয় মানে নিজের কোনো ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়,... ভূরাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনবে'- এর মধ্যে সার কথা হলো, বাংলাদেশ যদি চীনের পক্ষ নেয় আর নিজের কোনো ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়- এসব ক্ষেত্রে এক উদ্বিগ্ন আমেরিকাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

চীন-ভারত দ্বন্দ্বের ইস্যুতে এমন দুটোর মধ্যে বাংলাদেশ কী করবে সেটি তো বাংলাদেশের একান্ত সিদ্ধান্ত এবং স্বভাবতই বাংলাদেশ চাইবে তার সার্বভৌম সিদ্ধান্ত নিজের কাছে রেখে দিতে। তবে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে সঠিক অবস্থান হবে কারো বিবাদে কোনো পক্ষ না নেয়া; এ বিষয়ে সবার থেকে দূরে থাকা।

'বাংলাদেশ ভারতের সৃষ্টি, ভারতেরই ফসল, কাজেই বাংলাদেশ ভারতের প্রভাব বলয়ের বাইরে যায় কী করে'- ভারত যখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করে তখন অলক্ষ্যে এ খামোখা বয়ানটাই তার কূটনীতিকরা তাই মনে মনে আওড়াতে থাকেন। অতএব চীন-ভারতের কোনো সঙ্ঘাতে বাংলাদেশ তো ভারতেরই, ভারতের প্রভাব বলয়ের জবাইযোগ্য এক নধর খাসি যেন! কাজেই বাংলাদেশ আর যাবে কোথায়! এই দুই সপ্তাহ ধরে ভারতীয় স্বার্থগুলো এসব বয়ানেরই জপ করতে থাকবে।

বাংলাদেশকে আর 'ভারতের চোখ দিয়ে' আমেরিকা দেখা বন্ধ করেছে। তাই কুগেলম্যান ও আনু আনোয়ারের যৌথ লেখাটা হলো, সেই বক্তব্যের গুরুত্ব আরো বিস্তারে তুলে ধরার লক্ষ্যে আরো বিস্তারিত একটি সাফাই।

ওই যৌথ লেখা নিয়ে সেন্সিবল বাংলাদেশের যে প্রতিক্রিয়া হবে সবার আগে তা শিরোনাম আকারে বলে রাখি। বাস্তবে এ আর্টিকেলে ভারতের চোখ দিয়ে আমেরিকার দেখার অভ্যাস ত্যাগ করা দূরে থাক, বরং আরো পোক্তভাবে ভারতের চোখ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখেছে। ভারতের তথাকথিত নিরাপত্তাস্বার্থ বাংলাদেশ কতটা দেখবে বা না, সেই আলোচনাই করা হয়েছে।

আগাম অনুমান

লেখা শুরু করার আগে লেখকের কিছু আগাম অনুমান সেখানে থাকে। সেই অনুমানটা আমরা এখানে দেখব। যেমন আনু লিখছেন, 'ভবিষ্যতের কোনো সঙ্কটে বাংলাদেশ যদি চীন অথবা ভারত কোনোটার পক্ষ নেয় মানে কোনো নিজের ভূমিকা নিয়ে হাজির হয়, তা সামরিক অথবা কূটনীতিক যাই হোক না কেন, তাহলে তা এ অঞ্চলে ভূরাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনবে।'

এখানে একটি কথা বলে রাখি। এ লেখাটায় জিও-পলিটিক্স সবটা যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। যারা 'জিও-পলিটিক্স' কথাটা ব্যবহার করে তাদের ওপর ভীষণ বিরক্তি লাগে। মনে হয় এসব মানুষের যখন কোনো কিছু বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে অক্ষমতা দেখা দেয়, তখন এরা সেখানে জিও-পলিটিক্স শব্দটা ব্যবহার করে। ফলে এক অর্থহীনতা তৈরি করে। অথচ তারা রাষ্ট্রের (কূটনৈতিক) সিদ্ধান্তগুলোর কারণে যখন স্থানীয় পড়শি রাষ্ট্রের উপরে প্রভাব পড়া শুধু নয়, আঞ্চলিকও নয় একেবারে গ্লোবাল প্রভাব পড়ে- এরা সেই গ্লোবাল প্রভাব কথাটাকে সম্ভবত জিও-পলিটিক্স বলে চালাতে চেয়েছে।

এর পেছনের মূল কারণ দুনিয়ায় ক্রমেই গ্লোবাল হয়ে ওঠা অর্থনীতি। এতে সব কিছুই এখন গ্লোবাল; মানে কোনো কিছুই আর স্থানীয় থাকছে না যেহেতু বাণিজ্য এখন গ্লোব-জুড়ে মানে গ্লোবাল হয়ে উঠেছে; ফলে পণ্য-বিনিময়ও গ্লোবাল রূপ নিয়েছে। তাই একটি ভূগোলে (জিও) কিছু

এখানে আবার আমেরিকা চাচ্ছে আমরা যেন ভারতের পক্ষে থাকি, যেটা অ্যাবসার্ড ও অলীক। আর সেটি কোন ভারত বা কোন আমেরিকা? যে আমেরিকা বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিয়েছে? সত্যি এ এক অদ্ভুত আবদার!

এ ছাড়া এই প্রসঙ্গে আরেকটা মজার দৃশ্যপট পরীক্ষা করা যাক। আসলেই কি চীন-ভারত কোনো সঙ্ঘাতে খোদ আমেরিকাই ভারতের পক্ষে দাঁড়াবে? যুদ্ধ করবে? দুই বছর আগে লাদাখে চীন-ভারত সীমান্ত সঙ্ঘাতে কমপক্ষে ২০ ভারতীয় সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়েছিল (যখি-নকার ভারতীয় সৈন্যদের কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা বা কান্নার দৃশ্যের ভিডিও প্রায়ই প্রকাশিত হতে দেখি), সেই উত্তেজনার সময়েও কি আমেরিকা ভারতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল? প্রশ্নই আসেনি। আমেরিকা আসেনি। এমনকি আমেরিকার পক্ষ থেকে ভারতকে কোনো সান্ত্বন-াবাণী দানের কথাও আমরা জানি না। তা হলে? আমেরিকা আসলে কার পক্ষে?

এ নিয়ে ইদানীংকালের প্রশাসন, বাইডেন প্রশাসনের দুর্গতি আরো ভয়াবহ। এটি সব ব্যাপারে আসলে লিম্ব মানে ঝুলে থাকে, পরিস্থিতি কোনো দিকে নড়ে না। যেমন আমেরিকান ঈঅঅঞঝঅ আইনে কেউ রাশিয়ান এস-৪০০ মিসাইল কিনলে সেই রাষ্ট্রের ওপর আমেরিকান অবরোধ আরোপ হবে। সে বিচারে এমন মিসাইল কেনায় ভারতের উপরে অবরোধ আরোপের কথা। কিন্তু তা কী অবস্থায় আছে কেউ ঠিক জানে না- ব্যাপারটা 'লিম্ব' হয়ে ঝুলে আছে।

আবার ওদিকে তাইওয়ান নিয়ে অযথা খোঁচাখুঁচি ব্যাপারটা আবারো একেবারে ছেচড়ামোর পর্যায়ে নেয়া হয়েছে। 'এক চীননীতি' মানে তাইওয়ান আলাদা দেশ নয়; একই চীনা ভূখন্ডের অংশ- এটি না মানলে সে রাষ্ট্রের সাথে চীন কূটনৈতিক সম্পর্ক করে না। সেই বিচারে ১৯৭১-৭৭ সাল পর্যন্ত নানান ইস্যুতে দীর্ঘ আপস আলোচনার পরে আমেরিকার এক চীননীতি মেনে নিয়েই চীন-আমেরিকা কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু করেছিল ১৯৭৮ সালের শুরু থেকে। ট্রাম্পের আমলে এসে প্রথম মানি-মানি না টাইপের লিম্ব তৈরি হতে শুরু হয়। শেষে গত মাসে অক্টোবরে এসে চীন তাইওয়ান ইস্যুতে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলে বাইডেন এবার তার নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলেভানিকে দ্রুত চীনের সাথে বৈঠকে বসেই সোজা ১৯৭৮ সালের এক চীননীতিটাই বাইডেনের আমেরিকা এখনো বজায় রেখেছে বলে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। এভাবে চীনের সব ক্ষোভ মিটিয়ে দিলেন। কিন্তু আবার দুই সপ্তাহ ধরে পুরনো চুলকানি! বাইডেন তার গণতন্ত্র সম্মেলনে এবার তাইওয়ানকেও রাষ্ট্র হিসেবে দাওয়াত করেছেন। তাই আবার খামোখা টেনশন! অর্থাৎ এ কালের আমেরিকা বারবার ঝুলে থাকতে সবচেয়ে ভালো পারে!

বাংলাদেশ কেন চীনের বিনিয়োগ পাওয়ার দিকে ঝুঁকেছে তা বর্ণনা করতে গিয়ে আনু বলছেন, 'চীনের অল্প সময়ের ভেতর বিপুল বিনিয়োগ সমাবেশ ঘটানো বা জোগাড়ের ক্ষমতা এবং তাও আবার তুলনামূলক অল্প কিছু শর্তে। যেটা নয়াদিল্লি তো বটেই ওয়াশিংটনেরও কম্ম নয়, তাদের এমন মুরোদ নেই।'

আমার মনে হয়, এত খোলাখুলিভাবে চীনের চেয়ে আমেরিকার অক্ষমতার কথা এই কঠিন সত্যকে প্রকাশ করা, কোনো আমেরিকান লেখায় আগে আসেনি। এটিই বুড়া সিংহের স্বীকারোক্তি!

তবু লেখক এখানেই থামেননি। পরামর্শ দিয়েছেন আমেরিকাকে আবার তার যৌবন কালের মতো নয়া অবকাঠামো বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনতে। সবাই জানে, আমেরিকার সে ব্যবসা মানে যোগ্যতা চলে গেছে বহু বছর আগেই। তবু 'গপ্প ফলিয়ে বেড়ানো' আমেরিকা ত্যাগ করেনি। গত জি-৭'কে বৈঠকে সবাইকে সাথে নিতে নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ আনবেন, যেটা নাকি আবার চীনা বেল্ট-রোডেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। কিন্তু এসবই গল্প যা এখন পর্যন্ত কোনো রকমের বাস্তব প্রকল্প হিসেবে শোনা যায়নি। তাই শেষে আনু নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, 'চীনের মতো দ্রুত আর বিশাল বিনিয়োগ আনার মুরোদ আমেরিকার নেই।'

তাই সার কথায় এ আর্টিকেলটা লেখা অথবা বাংলাদেশের আলাদা ডেস্কের কথা বলে লোভ দেখানো- এসবই আসলে লিপ সার্ভিস বা কথার কথা। সিংহ বুড়া হয়ে গেলে তবু এসব চাপাবাজি করেই চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে নাকি পরাশক্তি বলেই পরিচয় করিয়ে দিতে হয় আমেরিকাকে।

খামোখা কূটনৈতিক শোডাউন

গত মাসের শেষ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এ দিকে আরেক চাপাবাজি চলবে, একই কারণে। মানে ফরেন পলিসির আর্টিকেলের সাথে ঢাকায় ভারতের কূটনৈতিক নড়াচড়া সম্পর্কিত।

দোরাইস্বামীর প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধনের ৭ ডিসেম্বরে ঢাকা সফর- এসবই আগামী ১৬ ডিসেম্বর ভারতের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে।

'বাংলাদেশ ভারতের সৃষ্টি, ভারতেরই ফসল, কাজেই বাংলাদেশ ভারতের প্রভাব বলয়ের বাইরে যায় কী করে'- ভারত যখন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করে তখন অলক্ষ্যে এ খামোখা বয়ানটাই তার কূটনীতিকরা তাই মনে মনে আওড়াতে থাকেন। অতএব চীন-ভারতের কোনো সঙ্ঘাতে বাংলাদেশ তো ভারতেরই, ভারতের প্রভাব বলয়ের জবাইযোগ্য এক নধর খাসি যেন! কাজেই বাংলাদেশ আর যাবে কোথায়! এই দুই সপ্তাহ ধরে ভারতীয় স্বার্থগুলো এসব বয়ানেরই জপ করতে থাকবে। কিন্তু তাদের কাঙ্ক্ষিক্ষত ফলাফল, মানে রিটার্ন কী আসবে? না, আসবে না। বরং ফলাফল হবে শূন্য। এমনকি বর্তমান বাংলাদেশও ভারতের পক্ষে যাবে না, মুভ করার সে সুযোগটুকুও নেই। বাস্তবতা এমনই। কিন্তু তাই বলে সে বাস্তবতার কথা আবার ভারতের কাছে মুখে উচ্চারণও করা হবে না। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকা সফর উপলক্ষে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি-ডিয়াকে বলছেন, 'আমি ঢাকায় থাকলে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ হতে পারে।' কাজেই কী পরিমাণ প্রা-ণহীনভাবে এ দুই সপ্তাহ কাটবে, এখান থেকে অনুমেয়; অর্থাৎ কেবল মুখেই বলা হবে না যে, বাংলাদেশ ভারতের পক্ষে নেই। তা হলে ভারত চীনের কাছে তার 'হবু ও কথিত' শিলিগুড়ি করিডোর অথবা সাত রাজ্য হারানোর কথা যে লেখক আনু তুলেছেন, তার কী হবে?

আমেরিকান থিংকট্যাংকের দিগগজেরা আর কথিত 'পরাশক্তি' ভারত কী করে নিজেদের রক্ষা করবে, তা তো তাদেরই বিষয়। সাধারণভাবে বললে, এটি জবরদস্তিতে তোলা ইস্যুতে এক ভীষণ উত্তেজনা মাত্র। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এর ভেতরে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে না। তাই সাধারণ মানুষের কাছে এটি মৃত এক উদ্বেগ যাকে চাবুক মেরে জাগানোর চেষ্টা দেখছি আমরা। এমনকি তার শেখ হাসিনা সরকারের কাছেও কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। সত্য নয়।

তবুও ঢাকায় দুই সপ্তাহ ধরে নয়াদিল্লি-ঢাকা কত কাছাকাছি, কত নিকটাত্মীয় ও প্রভাবাধীন তা প্রদর্শনের এ ধরনের কিছু ইমেজ ফাঁপা ডেকোরেটেড উত্তেজনা তৈরি করা হতে দেখব অবশ্যই!

লেখক: রাজনৈতিক বিশ্লেষক

বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে

ড. আতিউর রহমান

বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ করতে পারছিল না। ৯ মাসের বন্দিজীবন থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখেন। লন্ডনেই তিনি তার সহনেতাদের কাছ থেকে জেনেছিলেন, হানাদার বাহিনী তার প্রিয় বাংলাদেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাইভস্মে পরিণত করে রেখে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনার বাংলা গড়ার। আত্মশক্তিতে বলীয়ান বঙ্গবন্ধু তাই বাহাত্তরের ১০ জানুয়ারী দিল্লিতে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, তিনি 'শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ' গড়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করছেন। সে ছিল 'অন্ধকার থেকে আলোর পথে' এবং 'নিরাশা থেকে আশার অভিমুখে' তার ঐতিহাসিক অভিযাত্রা। আশাকেই মস্ত সম্পদ হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি তার অর্থনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় পথযাত্রা শুরু করেছিলেন। একেবারেই শূন্য হাতে তার সেই অর্থনৈতিক লড়াই নিয়ে অনেক পর্যবেক্ষকই ছিলেন সন্দিহান। কিন্তু বাংলাদেশের পরিশ্রমী সংগ্রামী মানুষ ছিলেন তার স্বপ্নের সারথি। তাই দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে অহংকারী এক অন্যরকম বাংলাদেশ। রাস্তাঘাট, রেললাইন, বন্দর, ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক- কিছুই ছিল না। একটি প্রাদেশিক সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারে পরিণত করার বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ তো ছিলই। তদুপরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করা, কোটিখানিক শরণার্থীর পুনর্বাসন; সেনাবাহিনী, পুলিশ ও প্রশাসন পুনর্নির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে। বহুমাত্রিক প্রতিকূলতা পায়ে দলে কী করে এগিয়ে যাওয়া যায় সম্ভাবনার দিকে, তার এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেন বঙ্গবন্ধু সেই স্বল্পকালীন শাসনামলে। দ্রুততম সময়ে প্রণয়ন করেছিলেন জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অধিকারভিত্তিক সংবিধান। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঢেলে সাজানোর মতো কাজ বঙ্গবন্ধুকে করতে হয়েছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে। শুরু থেকেই তিনি কৃষি ও শিল্পের ওপর সমান গুরুত্ব দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। তবে আধুনিক কৃষির দিকেই ঝোঁক ছিল তার বেশি।

মাত্র চার বছরেরও কম সময়ে বহু বিশেষজ্ঞের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু তার বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দিয়েছিলেন। এত অল্প সময়ে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষুদ্র অর্থনীতির এমন করে ঘুরে দাঁড়ানোর ঘটনা ইতিহাসে খুবই বিরল। অল্প সময়েই তিনি দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিত্তিই শুধু দেননি; বরং দ্রুতগতির এবং জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়নের আগামীর পথনকশাও জনগণের সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর তাই জনমনে উন্নয়নে এক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। দ্রুত পুনর্বাসন শেষ করে তিনি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই অল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় প্রায় তিন গুণ বেড়ে ২৭৩ ইউএস ডলারে পৌঁছেছিল।

আমাদেরই দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অভিযাত্রা পরের দুই দশকে মন্থর হতে হতে প্রায় থেমে গিয়েছিল। দীর্ঘ ১৩ বছর লেগেছিল বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া মাথাপিছু আয়ের সীমানায় পৌঁছাতে। ১৯৯৬-এ দেশের শাসনভার হাতে নিয়েই বঙ্গবন্ধুকন্যা তার পিতার দেখানো পথে দেশকে সবার জন্য উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। তারও একই উদ্দেশ্য- দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়া। সামাজিক পিরামিডের নিচের অংশ ও সামাজিক সুরক্ষার পাটাতন আরও শক্তিশালী এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। বঙ্গবন্ধু এবং তার কন্যার অন্তর্ভুক্তিমূলক এই নেতৃত্বের পরম্পরায় বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বের কাছে উন্নয়নের 'পোস্টার চাইল্ড'-এ পরিণত হতে পেরেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তির সেই জোরেই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনা মহামারি মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সক্ষমতার প্রমাণ রেখে চলেছে আজকের বাংলাদেশ।

১৯৭৫-এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি ৭ গুণেরও বেশি। বিগত ১০-১২ বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নাটকীয় গতি এসেছে। ১৯৭৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাথাপিছু আয়ে যে বৃদ্ধি হয়েছে, তার ৭৩ শতাংশই ঘটেছে গত ১২ বছরে। একই কথা প্রযোজ্য প্রবৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রেও।

বেগবান এই অর্থনীতির গতিধারার পেছনে কাজ করেছে সুবিবেচনাপ্রসূত নীতি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা। ২০০০ সালের পর থেকে জিডিপিতে কৃষির অবদান কমে এলেও কৃষি উৎপাদন কিন্তু বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে কৃষিতে আধুনিকায়ন ও



উৎপাদনশীলতা। স্বাধীনতার পরপর আমরা বছরে গড়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতাম। কৃষি-জমির পরিমাণ খানিকটা কমলেও আমাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ এখন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭ মিলিয়ন টনেরও বেশিতে। (২০১৮-১৯ অর্থবছর) খাদ্য উৎপাদন সূচকের বিচারে আমরা পেছনে ফেলতে পেরেছি ভারত, চীন ও ভিয়েতনামের মতো দেশকেও। বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন সূচকের মান ২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে ১৪৫ দশমিক ৩, যা ভারত ও চীন থেকে বেশি। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ছে মানুষের আয়-রোজগার বাড়ার কারণে। একই সঙ্গে বিশ্ব ক্ষুধা সূচকেও বাংলাদেশ অসামান্য উন্নতি ঘটিয়েছে। ব্যাংকিং সেবা আধুনিক ও সহজ হওয়ায় শহর ও বিদেশ থেকে অর্থের প্রবাহ গ্রামগঞ্জে দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে। প্রবাসী আয়ের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে। ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হতে পেরেছে। মোবাইল ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ লেনদেন হচ্ছে। কৃষি ও এসএমই ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। এমএফআইগুলোও গ্রামে আনুষ্ঠানিক ঋণের প্রবাহ বাড়াতে ব্যাপক সহায়তা করছে। গ্রামীণ আয়ের বড় অংশটিই (৬০%+) আসছে অ-কৃষি খাত থেকে। দেশের গ্রামাঞ্চল একদিকে বর্ধিষ্ণু শিল্প ও সেবা খাতের কাঁচামাল এবং মূল্য সংযোজিত পণ্য বা সেবা সরবরাহ করছে; অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে মানুষের আয় বৃদ্ধির ফলে নতুন ভোক্তা হিসেবে তারা অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বৃদ্ধিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মোট কথা, গোটা অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটি বড় মাত্রার স্বনির্ভরতা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে কৃষি ও শিল্পের যুগপৎ বিকাশের ফলে। স্বদেশি অর্থনীতির এই বিকাশের পটভূমি শুরুতেই বঙ্গবন্ধু করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জিডিপির আকার বৃদ্ধি দ্রুত হয়েছে। বাহাত্তরের আট বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি এখন ৫০ গুণের বেশি বেড়ে ৪০০ বিলিয়ন ডলার পার হয়ে গেছে। তার চেয়েও বেগবান রয়েছে বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির ধারা। তাই বিনিয়োগ জিডিপির অনুপাত ক্রমশ বেড়েছে।

বাংলাদেশে বিনিয়োগ এখনও প্রধানত সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই নীতিনির্ধারকরা বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ বাড়াতে বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছেন। বিশেষ করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের গতি বাড়ানোর জন্য আমাদের নিয়মনীতি আরও স্মার্ট ও সহজ করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এদিকে এখন নজর দিচ্ছে। এসব ইতিবাচক উদ্যোগের কিছু সুফল ইতোমধ্যে দৃশ্যমান। তবে কর ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ব্যবস্থা এবং বন্দর ব্যবস্থাপনায় আরও উন্নতি করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

দ্রুত বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে। বিশেষত গত এক দশকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা আগের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এই গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনই যথেষ্ট নয়। দক্ষতার সঙ্গে এই বিদ্যুৎ উদ্যোক্তার কাছে পৌঁছাতে হবে। সেখানে কিছুটা ঘাটতি তো রয়েছেই। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনে আরও বেশি নীতি প্রণোদনা প্রয়োজন। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় 'রিনিউয়েবল্স' জ্বালানির দিকে আমাদের আরও বেশি করে ঝুঁকতে হবে।

নিঃসন্দেহে কৃষি ও শিল্প খাতের ধারাবাহিক বিকাশ বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ৩৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। অর্থাৎ এ সময়ে ১০০ গুণ রপ্তানি আয় বেড়েছে। যদিও কভিড-১৯ এর প্রভাবে উন্নত দেশে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্যের চাহিদা সংকুচিত হয়েছে। তবে হালে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির হার যথেষ্ট আশাজাগানিয়া বলে মনে হচ্ছে। বস্ত্র খাতের আধুনিকায়ন, ক্রেতাদের চাহিদামতো পরিবেশ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রেখে প্রতিযোগীদের চেয়ে কম দামে আমাদের পণ্য রপ্তানি করার সাফল্য অসামান্য। প্রবাসী আয় বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম ভরসার জায়গা হিসেবে কাজ করছে শুরু থেকেই। এ ক্ষেত্রে সরকারের দেওয়া প্রণোদনাও বেশ কাজ করেছে।

এসবের পাশাপাশি গত ১০-১২ বছরে বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে, সেটিও বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একই সঙ্গে বেগবান করেছে এবং এর ঝুঁকি সহনক্ষমতা বাড়িয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক পিরামিডের পাটাতনে থাকা প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তির উদ্ভাবনী নীতি উদ্যোগগুলো আশাতীত সুফল দিয়েছে।

বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যাপক রপ্তানি বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপরবর্তী দুরবস্থা কাটিয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করেছে এবং আরএমজির পাশাপাশি অন্যান্য রপ্তানি পণ্য থেকেও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত সুপরিকল্পিত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং আইসিটি পার্কগুলো বাংলাদেশের জন্য 'গেম চেঞ্জার' হয়ে উঠতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সামাজিক পিরামিডের একেবারে পাটাতনে থাকা সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য। সরকারি-বেসরকারি এবং এমএফআইগুলো মিলেই এ সাফল্য নিশ্চিত করেছে। নীতি সমন্বয়ের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। নীতিনির্ধারকরা এদিকে মনোনিবেশ করেছেন বলেই অতি ধনীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য কিছুটা বাড়লেও ভোগ বৈষম্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। এর ফলে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কভিড হামলায় সাময়িকভাবে হলেও দারিদ্র্য ও কর্মহীনতা বেশ খানিকটা বেড়েছে। আশা করা যায়, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া জোরদার করা গেলে এ সংকট কেটে যাবে। বিশেষ করে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, কর্ণফুলী টানেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রের মতো মেগা প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা গেলে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে আরও গতি আসবে। এ জন্য শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সে জন্য শিক্ষাব্যবস্থায় দ্রুত দক্ষতানির্ভর কার্যক্রমসহ ব্যক্তি খাতের সঙ্গে সমন্বয় করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব উপযোগী জনসম্পদ তৈরির উদ্যোগগুলো আরও জোরদার করতে হবে।

স্বাধীনতার পরপর প্রায় শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করতে হলেও এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বহুবিধ চ্যালেঞ্জ, বৈরী প্রকৃতি মোকাবিলা করে হলেও বাংলাদেশ স্বাধীনতার পাঁচ দশকে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। এক সময় যে দেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলা হতো, সেই দেশ আজ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে বিশ্বের সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। চ্যালেঞ্জ শুরুতে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বাংলাদেশ সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে সাহসিকতার সঙ্গেই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির আত্মবিশ্বাসকে আরও চাঙ্গা করার জন্য সবাই মিলে একাট্টা হতে হবে।

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর

ওমিক্রন: নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা চাই

গ্যাবি হিন্সলিফ

আমরা অবশ্যই লকডাউনে ফিরে যাইনি, এমনকি এর কাছাকাছিও কিছু ঘটেনি। কিন্তু এর পরও আমরা ফের অনিশ্চয়তার একটি খরগোশ গর্তে ঢুকে যাচ্ছি–সেই পরিচিত জগতে, যেখানে মনে হবে প্রতিটি পরিকল্পনাই ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

যেহেতু আমরা এখনো দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্রুত বিস্তার ঘটা কভিড-১৯-এর ওমিক্রন ভেরিয়েন্টটি সম্পর্কে খুব বেশি জানি না; তাই এর সম্পর্কে উদ্বেগের তথ্যগুলো মিথ্যা বিপৎসংকেত না-ও হতে পারে–এমন একটা আশা এখনো জিইয়ে আছে। সম্ভবত এটাই সত্য হবে, ধরনটি যে পরিমাণ আতঙ্ক ছড়িয়েছে তার চেয়ে কম সংক্রামক হবে, বিশেষ করে টিকাদানে এগিয়ে থাকা দেশগুলোতে। এটি সত্যি সত্যি বড় ইস্যু হবে কি না তা জানা কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার মাত্র। তবে যতক্ষণ না আমরা জানি, এর বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

ওমিক্রনকে কেন্দ্র করে যা-ই ঘটুক, বাস্তবতা হলো এর মধ্যেই ব্রিটেন তার ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) ড্যাশবোর্ডে লালবাতি জ্বালিয়ে কভিডের বিদ্যমান সংক্রমণ ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে শীতকালে প্রবেশ করছে। জরুরি বিভাগের বাইরে অ্যাম্বুল্যান্সের সারিবদ্ধ দৃশ্যগুলো হাসপাতাল পরিস্থিতির এমন একটি লক্ষণ, যা কভিড-বহির্ভূত রোগীদের জমে থাকা চিকিৎসা ও সামাজিক সেবার ক্রমবর্ধমান সংকটের লড়াইয়ের কথা বলছে। এই দৃশ্য আরো বিধি-নিষেধ আরোপে প্ররোচনা দিতে পারে যে শুধু কভিডে মৃত্যু নয়; বরং ক্রমবর্ধমান সংক্রমণের ফলে ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা চাপের মধ্যে পড়বে এবং এ চাপ সামলাতে না পারলে চিকিৎসাযোগ্য অসুস্থতা বা দুর্ঘটনায় জরুরি সেবার অভাবে মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হবে। ফলে একটি ঘাতক ভাইরাসের অন্তর্নিহিত আতঙ্কের চেয়েও আরো বিমূর্ত হুমকি তৈরি হতে পারে এবং তা বয়ে বেড়ানোর জন্য জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পক্ষে আরো জটিল হবে।



গত সপ্তাহে লকডাউনের আশঙ্কায় হল্যান্ডে দাঙ্গার পর ইংল্যান্ডের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা (সিএমও) ক্রিস হুইটি স্থানীয় সরকার সংস্থাকে বলেছেন, এখন তাঁর সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হচ্ছে যদি আরো বিধি-নিষেধের প্রয়োজন হয়, তাহলে তিনি তাঁর লোকদের কাছে পাবেন কি না। তবে এটা দৃশ্যত বিস্ময়কর যে বারবার ব্রিটেনবাসীরা তাদের জীবনে কঠোর সীমাবদ্ধতা সহ্য করতে বেশি ইচ্ছুক প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। তবে এই শীতে যদি আরো বেদনাদায়ক বিধি-নিষেধের প্রয়োজন হয়, তাহলে এটাকে কুসিত যুক্তি বলে মনে করার কারণ রয়েছে।

টিকার আগে লাখ লাখ মানুষ কভিডে মারা যাবে বলে ভয় ছিল; কিন্তু টিকা আমাদের সাহসী করে তুলেছে। টিকাই এবারের শীতকে গতবারের থেকে আলাদা করেছে। এখন এই সময়ে একটি সরকার যদি পাব, রেস্তোরাঁ বা সামাজিকতা বন্ধের চেষ্টা করে, তাহলে টিকা পেয়েও আতঙ্ক দূর না হওয়ায় মানুষকে ক্রোধের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। কারণ তারা মনে করবে, তারা তাদের কাজ করেছে, চাকরি পেয়েছে; তাহলে কেন তারা তাদের জীবিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে বসে থাকবে?

ইউরোপে কভিড-১৯-এর বর্তমান ঢেউ টিকাবিহীন মানুষের ওপরই ক্রমবর্ধমান আঘাত হানছে। অস্ট্রিয়ায় গত মাসে টিকাবিহীন ব্যক্তিদের লকডাউন করে রাখা হয়। লাটভিয়ায় যেসব আইন প্রণেতা টিকা প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁদের নতুন আইন প্রণয়নে ভোট দিতে ও বিতর্কে অংশ নিতে নিষেধ করা হয়েছে। সিঙ্গাপুরে টিকাবিহীন লোকদের বলা হয়েছে যে তাদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে, যা দায়িত্বহীনতার শাস্তি।

এখন পর্যন্ত বিষয়গুলো খুব তাত্ত্বিক বলে মনে হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক মানুষ ওমিক্রনের প্রতি বিশ্বের বাকি অংশের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে বিস্মিত। সম্ভবত কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরাও পেছন ফিরে তাকিয়ে উদ্বেগের জন্য লজ্জা বোধ করব। তবে যা-ই ঘটুক, টিকা-পরবর্তী যুগের দ্বিধাগ্রস্ততার ওঠানামা সম্পর্কে এখন থেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আর শুধু ভাইরাস থেকে নয়, এর ক্ষতি ও বিভ্রান্ত করার অস্বাভাবিক ক্ষমতা থেকেও এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হবে। এই মহামারি প্রায় দুই বছর ধরে আধুনিক অর্থনীতি ও সমাজের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আমরা যা ভেবেছিলাম, যা জেনেছিলাম, তার অনেক কিছুই তছনছ করে দিয়েছে।

লেখক : দ্য গার্ডিয়ানের (যুক্তরাজ্য) কলামিস্ট

সূত্র: দ্য গার্ডিয়ানে প্রকাশিত লেখকের নিবন্ধের সংক্ষেপিত ভাষান্তর

ব্যাটারি ছাড়াই চলবে বাংলাদেশের বাশিমা ইসলামের ডিভাইস

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ফোর্বস ম্যাগাজিনে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে বাশিমা ইসলাম। এই ম্যাগাজিনের '৩০ আন্ডার ৩০' অর্থাৎ তিরিশ বছরের কম বয়সী ৩০ জনের মধ্যে সায়েন্স ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক শিক্ষার্থী প্রকৌশলী বাশিমা। তাকে নিয়ে ফোর্বস ম্যাগাজিন লিখেছে, বাশিমা ইসলাম এমন ডিভাইসের উন্নয়নে কাজ করছেন, যা সৌরশক্তি এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে চার্জিত হবে। এ ছাড়া তার এসব ডিভাইস হবে শব্দভেদী। এসব ডিভাইস পথচারীদের নিরাপত্তা দিতে সহায়তা করবে। শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে যানবাহন থেকে পথচারীদের নিরাপদ রাখবে। এমন সব অদ্ভুত আবিষ্কার ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য ফোর্বস ম্যাগাজিন বাশিমাকে বেছে নিয়েছে। এসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে ফোর্বস ম্যাগাজিনে। এতে বলা হয়েছে, বাশিমা ইসলাম বর্তমানে ওরসেস্টার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে (ডব্লিউপিআই) সহকারী একজন প্রফেসর (ইনকামিং) হওয়ার পথে। তিনি ডব্লিউপিআই ওয়েবসাইটকে বলেছেন, আমার ইন্টারডিসিপ্লিনারি গবেষণার বিষয়বস্তু বহুমুখী। এর মধ্যে আছে মেশিন লার্নিং, মোবাইল কম্পিউটিং, এম্বেডেড সিস্টেমস এবং ইউনিকুইটাস কম্পিউটিং।

উল্লেখ্য, বাশিমা ইসলাম ২০২১ সালে চ্যাপেল হিলে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে অর্জন করেছেন পিএইচডি। এর আগে ২০১৬ সালে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়ে প্রফেসর রোমিত রয় চৌধুরী এবং প্রফেসর ন্যান্সি ম্যাকইলাইনের অধীনে ভিজিটিং পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণা সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। উল্লেখ্য, এ বছর '৩০ আন্ডার ৩০' তালিকা প্রকাশের এক দশক উদযাপন করছে ফোর্বস ম্যাগাজিন। এর অনলাইনে প্রকাশিত এক আর্টিকেলে বলা হয়েছে, এটা বাজি ধরা যেতেই পারে যে, আজ থেকে ১০ বছর পরে আমরা যে নতুন পৃথিবীতে বসবাস করতে যাচ্ছি, যে পৃথিবীকে আমাদের ৬০০ উদ্যোক্তা, আবিষ্কারক এবং এন্টারটেইনার কল্পনা করছেন আজ, তা হবে তাদের উদ্ভাবনী শক্তি।

উল্লেখ, আইওটি ডিভাইসগুলো প্রচলিত ডিভাইসের চেয়ে খানিকটা আলাদা। এগুলো ওয়্যারলেস সিগন্যাল ও সংযোগের মাধ্যমে কাজ করে থাকে। রিমোট সেনসিং, উপস্থিতি শনাক্তকরণ, কোনো বস্তু-অবস্তুগত সত্তার ব্যাপারে ব্যবহারকারীকে অবহিতকরণই মূলত আইওটি ডিভাইসগুলোর কাজ।

ব্রিটেনে নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকিতে বাংলাদেশিসহ লাখো মানুষ

(প্রথম পাতার পর)

পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তারা ব্রিটিশ নাগরিকত্ব হারাতে পারেন বলে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

গার্ডিয়ান জানায়, ওই বিল পাশ হলে ব্রিটেনে এথনিক মাইনোরিটি কমিউনিটি থেকে আসা প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন নাগরিকত্ব মর্যাদা হারানোর ঝুঁকিতে পড়বেন।

চলতি বছরের নভেম্বরের শুরুতে হালনাগাদ করা 'কোনো ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্তের নোটিশ' শিরোনামের ওই বিলে 'যৌক্তিকভাবে বাস্তবসম্মত' না হলে কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা বা কূটনৈতিক সম্পর্কের স্বার্থে অথবা জনস্বার্থে সরকারকে আগে থেকে কোনো নোটিশ দেওয়া ছাড়াই এথনিক মাইনোরিটি কমিউনিটি আসা নাগরিকের নাগরিকত্ব কেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সমালোচকরা বলছেন, সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটে যোগ দিতে স্কুল ছাত্রী হিসেবে ব্রিটেন থেকে পালিয়ে যাওয়া শামীমা বেগমের নাগরিকত্ব বাতিল নিয়ে ইতোমধ্যেই বিতর্ক উঠেছে। তাই নোটিশের ছাড়াই নাগরিকত্ব বাতিলের বিল পাশ হলে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতাকে আরও কঠোর করে তুলবে।

এ ব্যাপারে ইনস্টিটিউট অফ রেস রিলেশনসের সহ সভাপতি ফ্রান্সিস ওয়েবার জানান, নতুন এই অধ্যাদেশ কার্যকর হলে ব্রিটেনে জন্ম ও বেড়ে ওঠার পরও নির্দিষ্ট শ্রেণির নাগরিক দেশটিতে অভিবাসী হয়ে পড়তে পারেন। তাদের নাগরিকত্ব, এবং তাদের সব ধরনের অধিকারও অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

ট্রাম্পের বিনিয়োগ এসেছে এক

(প্রথম পাতার পর)

অংশীদার স্থানীয় সময় শনিবার বলেছে যে, বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ পাওয়ার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে। গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

জানা গেছে, ট্রাম্প মিডিয়া অ্যান্ড টেকনোলজি গ্রুপ (টিএমটিজি) চলতি বছরের অক্টোবরে চালু করেছেন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট। টুইটার এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ট্রুথ সোশ্যাল নামে একটি নতুন মেসেজিং অ্যাপের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছেন ট্রাম্প। চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি মার্কিন ক্যাপিটলে হিংসাত্মক ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় বয়কট হওয়ার জেরে এ পরিকল্পনা হাতে নেন ট্রাম্প।

জো বাইডেনের কাছে ভোটে হেরে যাওয়ার পরেও ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক মিথ্যা দাবি করছিলেন ট্রাম্প। একপর্যায়ে ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালায় তার সমর্থকরা।

টিএমটিজি জানিয়েছে, বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগকারী দলের কাছ থেকে এক বিলিয়ন ডলার তারা পেতে যাচ্ছে। টিএমটিজির প্রধান হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম শোনা যাচ্ছে।

খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা বড় বাধা

(প্রথম পাতার পর)

নানামুখী তৎপরতা। সরকার চায় রাজনৈতিক সমঝোতা, আর নিঃশর্ত বিদেশ গমন চায় বিএনপি। সাজাপ্রাপ্ত সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে সহজেই 'বিশেষ বিবেচনায় ছাড়' দিতে নারাজ ক্ষমতাসীন দল। নির্বাহী আদেশের সুবিধা পেতে খালেদা জিয়া তথা বিএনপিকেও কিছুটা রাজনৈতিক ছাড় দেওয়ার শর্ত সামনে আনছে সরকারপক্ষ।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সরকারি মহল থেকে পাসপোর্টে খালেদা জিয়ার ১৫ আগস্ট জন্ম তারিখটি পরিবর্তন, দুর্নীতির দায় স্বীকার করে রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং রাজনীতি থেকে ইস্তফা নেওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় এমন ছাড় দিয়ে কঠিন শর্ত তিনটিতে কোনোভাবেই রাজি নয় বিএনপি এবং খালেদা জিয়া। দ্বৈপক্ষের এই অনড় অবস্থানের কারণে ঝুলে আছে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার অনুমতি পাওয়ার সিদ্ধান্ত। অবশ্য এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শীর্ষপর্যায়ে নেতারা।

বিএনপি হাইকমান্ড আশা করেন, খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসার ইস্যুতে এরই মধ্যে দেশি-বিদেশিদের সমর্থন বাড়ায় সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে; পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে বিএনপির লাগাতার কর্মসূচিতে জনমত আরও পক্ষে আসবে এবং এ অবস্থায় বাধ্য হয়েই সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেবে সরকার।

অন্যদিকে সরকারি দলের নীতিনির্ধারক মহল মনে করেন, বিএনপি খালেদা জিয়ার অসুস্থতা নিয়ে রাজনীতি করছে। তারা আসলে খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা চায় না। মানবিক তথা বিশেষ বিবেচনায় রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতাবলে সাজা মওকুফ পেতে হলে বিএনপিকেই এগিয়ে আসতে হবে। নেত্রীর সুচিকিৎসার কথা বিবেচনায় এনে 'কিছু পেতে' বিএনপিরও 'কিছু ছাড়' দেওয়া উচিত।

যোগাযোগ করা হলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গতকাল শনিবার বলেন, 'এ মুহূর্তে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় প্রয়োজন উন্নত চিকিৎসা পাওয়া। এটা তার সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার। সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি। বিএনপি চেয়ারপারসন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। বিষয়টিতে আমরা বারবার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছি।'

রাজনৈতিক সমঝোতার শর্তের বেড়াজালে খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি আটকে আছে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, তাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজা দেওয়া হয়েছে। তারপরও ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারায় সরকার খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দিতে পারে। বিএনপি ও খালেদা জিয়ার পরিবার সব রকম চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এখানে শর্তের বিষয় কেন আসবে? তিনি বলেন, 'তারপরও আমরা আশা করছি, দেরিতে হলেও সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসার সুযোগ দেবে।

অন্যদিকে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গতকাল বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়ার আবেদনটি গুরুত্বসহকারে সরকার পর্যালোচনা করছে। আলাপ-আলোচনা করে যতটুকু সম্ভব সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, তা নেওয়া হবে। খালেদা জিয়ার বিষয়ে রাজনৈতিক কোনো সমঝোতার প্রক্রিয়া চলছে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না বলে জানান।

উচ্চ পর্যায়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং বিএনপির শীর্ষ নেতারা এ নিয়ে আইনি ব্যাখ্যা দিয়ে বাগ্যুদ্ধ চালালেও পর্দার আড়ালে রয়েছে ভিন্ন চিত্র। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা প্রত্যাশা করছে সরকারের উচ্চ মহল। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাছে দুর্নীতির দায় স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি সামনে আনা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিএনপির উচ্চ পর্যায়ের নেতারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও করেছেন। তবে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নষ্ট করে কোনো সমঝোতার মাধ্যমে বিদেশে উন্নত চিকিৎসা নেওয়ার পক্ষে সায় নেই স্বয়ং খালেদা জিয়ার। কিছুটা সুস্থ থাকার সময়ে তিনি সাফ জানিয়েছেন- কোনো মিথ্যা অভিযোগের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। বিদেশে চিকিৎসা তার মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার।

চেয়ারপারসনের এমন কঠোর মনোভাবে দলের শীর্ষ নেতারাও ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা এখন নিঃশর্তে খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করছেন।

সূত্র জানায়, রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলেও খালেদা জিয়াকে বিদেশে যেতে অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি আটকে আছে। বর্তমানে নির্বাহী আদেশে শর্তসাপেক্ষে যেভাবে তিনি জামিনে মুক্ত থাকছেন, বিদেশে গিয়ে সে শর্ত কতটুকু মানবেন- তা নিয়ে চিন্তিত সরকারপক্ষ। অতীতে বিদেশে গিয়ে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের বাইরে অনেক নেতা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বিদেশিদের সঙ্গে প্রকাশ্যে বৈঠক ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা গুরুতর অভিযোগ এনে বহির্বিশ্বের জনমত অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

সূত্রমতে, এ ধরনের আশঙ্কা থেকে সরকারের উচ্চ মহল বিএনপির পক্ষ থেকে খালেদা জিয়া দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাজনীতি করবেন না- এমন ঘোষণা দেওয়ারও প্রত্যাশা করছে। এ বিষয়টিও কোনোভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে স্পষ্ট জানিয়েছে বিএনপির শীর্ষ মহল। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, খালেদা জিয়া তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশের প্রচলিত আইন-কানুন মেনে চলছেন। আমৃত্যু তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন। এখানে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার মতো কোনো ঘোষণা আপসহীন নেত্রীর পরিচয়ে খ্যাতি পাওয়া খালেদা জিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়।

সূত্র আরও জানায়, খালেদা জিয়ার বিদেশে যাওয়ার পথে আরও একটি ইস্যু সামনে আনা হয়েছে। তা হচ্ছে খালেদা জিয়ার জন্মদিন ১৫ আগস্ট হিসেবে উল্লেখ করে পাসপোর্ট নবায়ন না করা। ২০১৯ সালে তার পাসপোর্ট মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সবেমাত্র গত ৫ মে নবায়ন করতে তা পাসপোর্ট অধিদপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। জন্মতারিখ প্রশ্নেই সাত মাসেও পাসপোর্টটি নবায়ন করে ফেরত দেওয়া হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ মনে করে, খালেদা জিয়ার প্রকৃত জন্মদিন ১৫ আগস্ট নয়। হাতে সুযোগ আসায় সরকারপক্ষ ১৫ আগস্ট জন্মতারিখটি পরিবর্তন করে প্রকৃত জন্মদিন উল্লেখ করে পাসপোর্ট নবায়ন করতে চাপে রেখেছে। তবে এ বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নিচ্ছে না বিএনপি। দলীয় নেতারা মনে করেন, ব্যক্তিগত বিষয়ে এরূপ চাপ সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণ।

উন্নত চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তার ছোট ভাই শামীম এস্কান্দার গত ১১ নভেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর আবেদন করেন। পরদিন আবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইনগত মতামতের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। আইন মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর মতামতের অপেক্ষায়।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তাকে (শেখ হাসিনা) গ্রেনেড মেরে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন খালেদা জিয়া। এর পর দুর্নীতির দায়ে সাজাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানবিকভাবে যতটুকু করার, সবই করা হয়েছে। খালেদা জিয়াকে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। আইনগত কারণে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়।

২৩ নভেম্বর বিএনপির আইনজীবীরা আইনমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি দিয়ে আসেন। সে সময় আইনমন্ত্রী বলেছেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

চাপ বাড়ছে, আশাবাদী বিএনপি: পর্দার আড়ালে সমঝোতার তৎপরতা চললেও প্রকাশ্যে সরকারের ওপর চাপ তৈরি করার কৌশল নিয়েও এগোচ্ছে বিএনপি। মাঠে লাগাতার রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে জনমত তৈরি এবং বিদেশিদের সমর্থন পেতে কূটনীতিকদের সঙ্গেও দেখা-সাক্ষাৎ চলছে। দলের নেতারা বলছেন, সরকার খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার প্রতি গুরুত্ব না দিলেও ইতোমধ্যে দেশি-বিদেশিদের অনেকে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে খালেদা জিয়াকে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন। ক্ষমতাসীন জোটের বাইরে সব রাজনৈতিক দল, মানবাধিকার ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট নাগরিকরা খালেদা জিয়ার মুক্তি ও উন্নত চিকিৎসা করতে বিদেশে পাঠানোর আহ্বান জানিয়ে পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিএনপি নেতারা জানান, ক্রমেই সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ স্পষ্ট হচ্ছে। ঢাকায় কর্মরত প্রায় সব দেশের কূটনীতিক গত ৪ ডিসেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বিএনপি চেয়ারপারসনের বিদেশে চিকিৎসা বিষয়ে সরকারের অবস্থান কূটনীতিকদের অবহিত করেন।

ইহুদিদের ভুল ভাঙতে

(প্রথম পাতার পর)

পবিত্র এ ধর্মগ্রন্থ নিয়ে ইহুদি প্রাচ্যবিদরা আগে ভুল ব্যাখ্যা দেয়ায় মিসর এ উদ্যোগ নিয়েছে। মিসরের প্রতিভা ও বৃত্তি বিষয়ক (এনডোমেন্ট) মন্ত্রণালয় স্থানীয় সময় এ প্রকল্প গ্রহণের কথা জানায়। এক সংবাদ সম্মেলনে মিসরের ওই মন্ত্রণালয় জানায়, হিব্রু ভাষায় আগে ইহুদিরা পবিত্র কোরআনের যে অনুবাদ করেছে, তাতে অনেক ভুল আছে। এ কারণে তারা ইহুদিদের ভুল ভাঙার জন্য এবার সঠিক তথ্যসহ হিব্রু ভাষায় পবিত্র কোরআন অনুবাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মিসরের এ সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত মোহাম্মদ মোক্তার গোমা বলেন, আমরা বেশ উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করেছি-আগের হিব্রু ভাষায় অনুবাদ করা কোরআন শরীফে অনেক ভুল ব্যাখা দিয়েছেন ইহুদি প্রাচ্যবিদরা। এ কারণে বিশ্বের ১ কোটি ৪০ লাখ হিব্রুভাষী ইহুদির মাধ্যে পবিত্র কোরআনের সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিসর এ উদ্যোগ নিয়েছে। আরব নিউজ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর ইমিগ্র্যাশন নীতিতে

(প্রথম পাতার পর)

খবর এএফপি ও রয়টার্সের।

অভিবাসী ঢল থামানোর নাম করে অভিবাসী সুরক্ষা চুক্তি-এমপিপি নামে নীতি চালু করেন ট্রাম্প। সরকারি নাম এমপিপি হলেও ওটাকে রিমেইন ইন মেক্সিকো বা 'মেক্সিকোয় থাকো' কর্মসূচি বলতেন তিনি। ওই নীতি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় তাদের মেক্সিকোতে অপেক্ষা করতে হবে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের প্রবেশ সীমিত করতেই ওই নীতি করা হয়। সেই সময়ে ওই নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চাওয়া মধ্য যুক্তরাষ্ট্রের লাখ লাখ ব্যক্তিকে মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শুরু থেকেই এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন বাইডেন ও মানবাধিকারকর্মীরা।

নির্বাচনী প্রচারে এমপিপিকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে তা পরে বাতিলের ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ডেমোক্র্যাট নেতা। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরপরই কর্মসূচিটি বাতিলের উদ্যোগ নেন বাইডেন। জুনে প্রথা মেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেজান্দ্রো মায়োরকাস নীতিটি বাতিল করে দেন। তবে আগস্টে কেন্দ্রীয় আদালত ট্রাম্পের নিয়োগ করা বিচারক ম্যাথু ক্যাকসমারিক রায় দেন, বাতিলের প্রক্রিয়াটি যথাযথ ছিল না। ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে বাইডেন প্রশাসন।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট তার অতীত অবস্থানে অটল রয়েছেন। তবে আমরা আইন অনুসরণেও বিশ্বাস করি।'

আদালতের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে হোয়াইট হাউস জানায়, এমপিপি কর্মসূচি পুনর্বহালের উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কাউন্সিল বলেছে, এটা যুক্তরাষ্ট্রের ও আইনের শাসনের জন্য একটি অন্ধকার দিন ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস) স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশে আগামী ৬ ডিসেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ে ওই কর্মসূচি চালু করা হবে।

ডিএইচএস জানায়, 'মানবিক পরিস্থিতির কারণে এমপিপি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তদের গ্রহণ করতে মেক্সিকো চূড়ান্ত ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ওই নীতি বাস্তবায়নে প্রস্তুত হবে ডিএইচএস।' বৃহস্পতিবার মেক্সিকো জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় আদালতের তারিখের অপেক্ষায় থাকা মধ্য আমেরিকার নাগরিকদের নিজ দেশে পাঠানো হবে না। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, মানবিক কারণে অস্থায়ীভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেক্সিকো।

এমপিপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর সর্বশেষ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার ও অভিবাসী সংস্থা। তারা বলছে, মেক্সিকোয় থাকো কর্মসূচি পুনর্বহাল করা হলে সীমান্তে শরণার্থী শিবিরগুলোতে অপরাধ ও সহিংসতা বাড়বে। অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। এর আগেও মাসের পর মাস ধরে সেখানে অপেক্ষা করা আশ্রয়প্রার্থীরা প্রায়ই সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের শিকারে পরিণত হয়।

দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিউমান রাইটস ফার্স্ট জানিয়েছে, মেক্সিকোয় পাঠিয়ে দেওয়া অভিবাসীদের ওপর এক হাজার ৫০০-এরও বেশি অপহরণ, ধর্ষণ, নির্যাতন এবং অন্যান্য নিপীড়নের ঘটনা নথিবদ্ধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ তালিকা অনেক লম্বা।

ওমিক্রন কি করোনা শেষের ইঙ্গিত?

(প্রথম পাতার পর)

থাকতে হবে এবং করোনা পরীক্ষা করাতে হবে।

করোনার চতুর্থ তরঙ্গের মধ্য অবস্থায় রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগের তিনটি ওয়েভে ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ফ্রিডল্যান্ড বলছেন, ওই ভয়ংকর পরিস্থিতি আবার সৃষ্টি হবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বলেন, 'যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো তাহলে ওই সময়ের মতো হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা বাড়ত। সুতরাং আমি মনে করি, এখানে একটি রূপালী আস্তরণ তৈরি হয়েছে যা করোনা সমাপ্তির সংকেত হতে পারে। নতুন ধরণটি গুরুতর মনে হলেও তা গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে না। স্প্যানিশ ফ্লুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে।'

১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লুতে আনুমানিক আড়াই থেকে পাঁচ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিলো। ১৯২০ সালের মধ্যে এটি কম মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ফ্লুতে রুপ নেয়।

ফ্রিডল্যান্ড বলেন,' আমরা দেখতে পাচ্ছি টিকা নেওয়া মানুষরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তবে সে সংক্রমণগুলো দেখছি তা হালকা থেকে মাঝারি।' তিনি বলেন,'যদি আমরা এমন একটি ভ্যারিয়েন্ট পায় যা ডেল্টাকে ছাড়িয়ে যায় এবং যা গুরুতর অসুস্থতার কারণ না হয় তাহলে আমরা একে ওই স্প্যানিশ ফ্লুর সাথে তুলনা করতে পারি। ওই ফ্লুর ক্ষেত্রে আমরা একই দেখেছি।'

এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটারসরান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশেষজ্ঞ ইমিউনোলজিস্ট শাবির মাধী ফ্রিডল্যান্ডের সাথে একমত। তিনি বলেন, হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার কথা থাকলেও রোগীর সংখ্যা কম। বেশিরভাগ ওমিক্রন রোগীর লক্ষণ মৃদু।

২০২১ সালে বিশ্বের ব্যয়বহুল ২০ শহর

(প্রথম পাতার পর)

গবেষণায় জানানো হয়েছে, গত ৫ বছরের মধ্যে এই ব্যয় বৃদ্ধি সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। তবে এরমধ্যেও কোনো কোনো শহর অন্য শহরগুলোর তুলনায় এই পরিবর্তন বেশি প্রত্যক্ষ করছে। কোভিড মহামারির দু বছরে বিশ্বজুড়ে সবথেকে ব্যয়বহুল শহরের তালিকায়ও বড় পরিবর্তন এসেছে। ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) সেই তালিকায় প্রকাশ করেছে বুধবার।

গবেষণা বলছে, বর্তমানে বিশ্বের সবথেকে ব্যয়বহুল শহর হচ্ছে ইসরাইলের শহর তেল আবিব। এবারই প্রথমবারের জন্য ইসরাইলের কোনো শহর এই তালিকায় শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত বছর এ অবস্থানে ছিল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস। বর্তমানে প্যারিস সিঙ্গাপুরের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ইআইইউ বলছে, তেল আবিবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও যাতায়াতের খরচ বেড়েছে। একইসঙ্গে মার্কিন ডলারের বিপরীরে দেশটির মুদ্রা শেকেলের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ বছর বিশ্বের ১৭৩টি শহরের বিভিন্ন ইনডেক্স বিশ্লেষণ করে এই গবেষণার ফল তৈরি করেছে ইআইইউ। গত বছরের তুলনায় এ বছর যুক্ত করা হয়েছে আরও ৪০টি শহরকে। এই তালিকা তৈরি করতে গিয়ে শহরগুলোতে ২০০ দিনের বেশি বাস করতে নানা ধরণের খরচের হিসাব তুলে আনা হয়েছে।

এ বছরের তালিকায় ইসরাইলি শহর তেল আবিবের পরেই আছে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ও সিঙ্গাপুর। এরপরে ৪র্থ ও ৫ম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের জুরিখ ও হংকং। মার্কিন শহর নিউ ইয়র্ক ও লস এঞ্জেলস রয়েছে ৬ষ্ঠ ও ৯ম স্থানে। ৭ম স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা, ৮ম স্থানে আছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন। তালিকায় ১০ম স্থানে রয়েছে জাপানের শহর ওসাকা। এছাড়া তালিকার প্রথম ২০ শহরের মধ্যে রয়েছে, দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল, জাপানের রাজধানী টোকিও, অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ও মেলবোর্ন, ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকি, বৃটেনের রাজধানী লন্ডন, আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন, জার্মানির ফ্রাংফুট ও চীনের সাংহাই।

এখন আপনাদের আরো কাছে এবং ব্যাপক পরিসরে কাবাব কিং এর পার্শ্বে

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

Bangla Travel

JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আপনার নিশ্চিত ভ্রমনের বিশ্বস্ত আয়োজক

আমরা IATA অনুমোদিত

আমরা ARC অনুমোদিত

KUWAIT AIRWAYS

Biman BANGLADESH AIRLINES

সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি

$৬৪৯+

JFK-Dhaka-JFK Return

Emirates

ETIHAD AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

DELTA AIR LINES

AmericanAirlines



ঢাকা এয়ারপোর্টে আমাদের রয়েছে নিজস্ব Help Office
যারা ইমিগ্রেশন, লাগেজ পিকআপ সহ সকল সহযোগিতা করবে।

Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO



আমরা সকল এয়ারলাইন্সের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট
সবচেয়ে কম দামে
আমাদের কাছেই পাবেন।

উত্তর আমেরিকার ট্রাভেল ব্যবসায়
সবচেয়ে অভিজ্ঞ ট্রাভেল টিম
শুধুমাত্র ডিজিটাল ওয়ান ট্রাভেল-এ
পাবেন, যারা সর্বদা আপনাদের সেবায় প্রস্তুত



আবু তাহের খান
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
২৬ বছরের অভিজ্ঞ



কাঞ্চন
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
১২ বছরের অভিজ্ঞ



পুষ্প
ট্রাভেল কনসালটেন্ট
৫ বছরের অভিজ্ঞ

7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
(কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজায়)

Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

Price Can Be Change Anytime. digitalonetravel@gmail.com www.digitalonetravel.com OPEN 7 DAYS: 11AM -10PM *Terms & Condition may apply. See store for details.



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With
Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655
718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

IJ CREATIVE SOLUTIONS
Building Brilliant Brands

১ ঘন্টায় ব্যানার
বিজনেস কার্ড এবং ফ্লায়ার
SAME DAY PICKUP

এখন জ্যামাইকাতে

আপনার ব্যবসা প্রসারে আমাদের ফ্রি পরামর্শ নিন



- ডিজিটাল ব্যানার
- বিজনেস কার্ড
- পোস্টকার্ড
- ফ্লায়ার
- ক্যালেন্ডার
- ডিজিটাল প্রিন্ট অন প্লাস্টিক বোর্ড
- সাইন
- পোস্টার
- ম্যাগাজিন
- স্টিকার প্রিন্ট
- লেমিনেশন
- টি-শার্ট
- আইডি কার্ড
- মেন্যু
- রিসিট বুক
- লেটার হেড
- ইনভাইটেশন কার্ড
- রোল আপ ব্যানার
- সাইড ওয়াক সাইন
- পাসপোর্ট ফটো

WEB DESIGN
PASSPORT PHOTOS
CONSTRUCTION JOB PROPOSAL WRITTEN



আমরা বিয়ে, জন্মদিন বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফী এবং ভিডিওগ্রাফী করি

100% BEST QUALITY

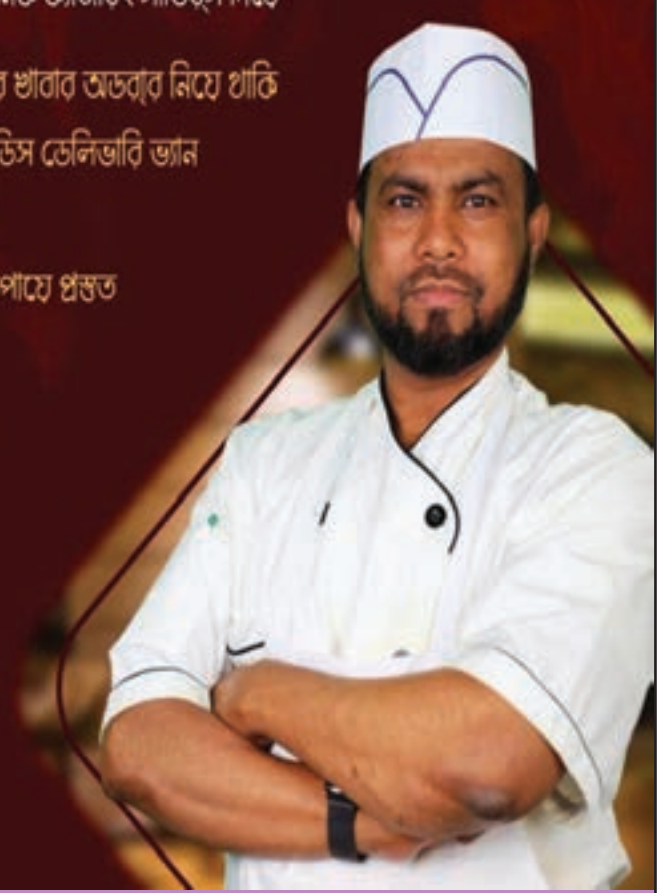
929-372-7445, 845-793-4580 www.ijcreative.solutions
159-07 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432 callijventures@gmail.com

orderkhalilsfood /

খলিল"স ক্যাটারিং

সামার শেষের বাকি দিন গুলি হয়ে উঠুক জমজমাট
খলিল'স ফুড এর নান্দনিক ক্যাটারিং সার্ভিস দিয়ে

- ২০-২০০০ মানুষের খাবার অর্ডার নিয়ে থাকি
- সর্বাধুনিক মাসেরডিস ডেলিভারি ভ্যান
- খাবার গরম থাকে
- ১০০ ভাগ হালাল উপায়ে প্রস্তুত
- স্বাদ মাশাল্লাহ!



Khalil's Food

For order or online:
www.khalilsfood.com

Place Order:
646-763-5073
347-621-2884

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing (QA) Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
October 19, 2019	October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM	6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from	Selenium Starting from
November 16, 2019	November 26, 2019

www.piit.us

GOLDEN AGE HOME CARE

Licensed Home Health Care Agency



HHA/ PCA Service

CDPAP Service

Skilled **Nursing**

Most Popular Home Health Care Agency

প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে
আপনজনকে সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন

MAKE MONEY BY SERVING
YOUR RELATIVES AT HOME
WITHOUT TRAINING

JACKSON HEIGHTS HEAD OFFICE
71-24 35th Avenue Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834

BROOKLYN OFFICE
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 347-781-2778
Fax: 917-396-4115

JAMAICA OFFICE
164-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-674-6002
Fax: 917-396-4115



Email: info@goldenagehomecare.com
www. goldenagehomecare.com

Shah Nawaz MBA
President & CEO
Ph: 646-591-8396

নিউইয়র্কে হাসানুল হক ইনু এমপি

দুর্নীতি-লুটপাট-বৈষম্যের অবসানে সুশাসন সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে







বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ৪৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক তথ্য মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় জাসদ সভাপতি হাসানুল হক এমপি বলেছেন, ১৯৭১ সালের পূর্ব পাকিস্তান ও ২০২১ সালের বাংলাদেশ এবং ২০২১ সালে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক মানবিক উন্নয়নের সূচনাগুলো তুলনা করলে বাংলাদেশের ঘোরতর শত্রুও স্বীকার করবে স্বাধীনতা বংলাদেশের উন্নয়নের স্বর্ণ দুয়ার খুলে দিয়েছিল। ৫০ বছরে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক- মানবিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের উদ্যোগে গত ২৮ নভেম্বর রোববার সন্ধ্যা ৬ টায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস জুইস সেন্টারে এই আলোচনাসভা ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘদিন পর দলীয় সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি এ আলোচনাসভা ও পুনর্মিলনীতে উপস্থিত থাকায় কারণে এ আলোচনা সভা ও পুনর্মিলনী যুক্তরাষ্ট্র জাসদের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মিলনমেলা উৎসবে পরিণত হয়। নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও শহর থেকে বিপুল সংখ্যক জাসদের নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং প্রবাসী বাংলাদেশী এ মিলনমেলায় যোগদান করেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদ-এর সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুনর্মিলনীতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাসদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বিশিষ্ট নারী নেত্রী আফরোজা হক রীণা, জাসদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন বাবলু ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম জিকু, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড যুক্তরাষ্ট্র ইনকের কামান্ডার আব্দুল মুকিত চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ আনসারী, কর্ণেল তাহের সংসদ যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক জাসদ নেতা কবি ফকির ইলিয়াস, জাসদ নেতা অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ নেতা আমিনুর রহমান পাপ্পু, আবুল ফজল লিটন, শরিফুল হক মনজু প্রমুখ।

সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, পাকিস্তানপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে অশান্তি-অস্থিতিশীলতা তৈরি না করলে, উন্নয়নের পথে কাঁটা না বিছালে, দুর্নীতিবাজ-লুটেরা গোষ্ঠী ঘরকাটা ইঁদুর-উইপোকার মত উন্নয়নের সুফল খেয়ে না ফেললে বাংলাদেশ আরও বহুগুণ এগিয়ে যেতে পারতো। পাকিস্তানপন্থীরাই মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে, স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে, সংবিধানকে অস্বীকার করে, মীমাংসিত বিষয়কে অমীমাংসিত করে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য রাজনীতি করে দেশে বিরোধ-সংঘাত-অস্বাভাবিকতা- অশান্তি তৈরি করে রেখেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বিএনপি গণতান্ত্রিক রাজনীতির পথে না হেঁটে পাকিস্তানপন্থার রাজনীতির ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। বিএনপি পাকিস্তানপন্থার রাজনীতির ট্রেনে ওয়ানওয়ে টিকেট কেটে স্বাভাবিক রাজনীতির পথ থেকে নিজেই সরে গিয়েছে।

হাসানুল হক ইনু এমপি আরো বলেন, স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সহঅবস্থান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু যখন খোদ রাষ্ট্র-সংবিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, যখন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও সংবিধান রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হয়, সেই যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি, গণতন্ত্র বিরোধী শক্তিকে শক্ত হাতে মোকাবেলা করাই গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হিসাবে দাঁড়ায়। ইনু বলেন, বৈশ্বিক মহামারী করোনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ধ্রুপদি পুঁজিবাদ তথা মুক্তবাজার অর্থনীতি মানুষের জীবন বাঁচাতে পারেনা। মুক্তবাজার অর্থনীতি বৈষম্য ছাড়া কিছুই দিতে পারেনা। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে আরেক ধাপ লাফিয়ে উঠতে হলে 'জাতীয় উল্লম্ফন' ঘটাতে হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চিরশত্রু পাকিস্তানপন্থা মোকাবেলার পাশাপাশি দুর্নীতি-লুটপাট-বৈষম্যের অবসান করতে সুশাসন-সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

ইসমাইল খান আনসারীর প্রতিবাদ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য, এশিয়ান আমেরিকান ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স (এএডিএ)-এর চীফ কো-অর্ডিনেটর, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারী এক বিবৃতিতে বলেছেন-

'আমি এই মর্মে প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে, আমার অজান্তে কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই কে বা কাহারা উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন তথা আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করবার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির প্রস্তুতি কমিটিতে আমার নাম অন্তভূর্তি করেন, যা নিতান্তই হাস্যকর। তা ছাড়া বর্তমানে আমি বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য। এ প্রসংঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে আমি জাতীয় পার্টির



চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর একান্তই প্রিয় সৈনিক ছিলাম। আজ তিনি বেঁচে নেই, দলে আমার আদর, স্নেহ, মূল্যায়ন কোন কিছুই নেই। সুতরাং আমিও নেই। তাছাড়া জাতীয় পার্টি এখন কেবলই গৃহপালিত বিরোধী দলমাত্র। আমি দলীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করবো তারা যেন অচিরেই এই ভুল সংশোধন করে আমাকে লিখিতভাবে অবশ্যই অবহিত করেন।'



ডিএমটি গ্লোবাল এখন আমেরিকায়

নিউইয়র্ক: পাকভারত উপমহাদেশের সুনামধন্য প্রতিষ্ঠান 'ডিএমটি গ্লোবাল' এখন আমেরিকায়। আমেরিকার স্থানীয় অফিস বাংলাদেশীদের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে খ্যাত জ্যাকসন হাইটসের ৭২-৩০ ব্রডওয়ে। উল্লেখ্য, ডিএমটি গ্লোবাল দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বাংলাদেশীদের সেবা করে আসছে। ডিএমটি গ্লোবালের উল্লেখ্যযোগ্য সেবা সমুহ হলো- কিডনী, লিভার ও বুনম্যারো প্রতিস্থাপন, ক্যান্সার ও প্লাষ্টিক সার্জারী, অর্থোপেডিক্স ও হীপ রিপলেসমেন্ট, নিউরোলজি ও কার্ডিওলজি, ডেন্টাল ও আইভিএফ, ইএনটি ও ইন্টারনাল মেডিসিনসহ অনেকগুলো সেবা। ডিএমটি গ্লোবালের সেবা সরাসরি কেউ ভারতে নিতে চাইলে তাদের জন্য থাকবে নিজস্ব গেষ্ট হাউজে থাকা ও খাবার ব্যবস্থা। এছাড়াও এয়ারপোর্ট থেকে পিক-আপ-ড্রপআপ, দোভাষী গাইডসহ ভারতীয় ভিসা ও ভিসা এক্সটেনশনের ব্যবস্থা করা হয়। ডিএমটি গ্লোবাল সর্ম্পকে বিস্তারিত তথ্য জানতে ৬৪৬-৫২৫-৭৪৮৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি





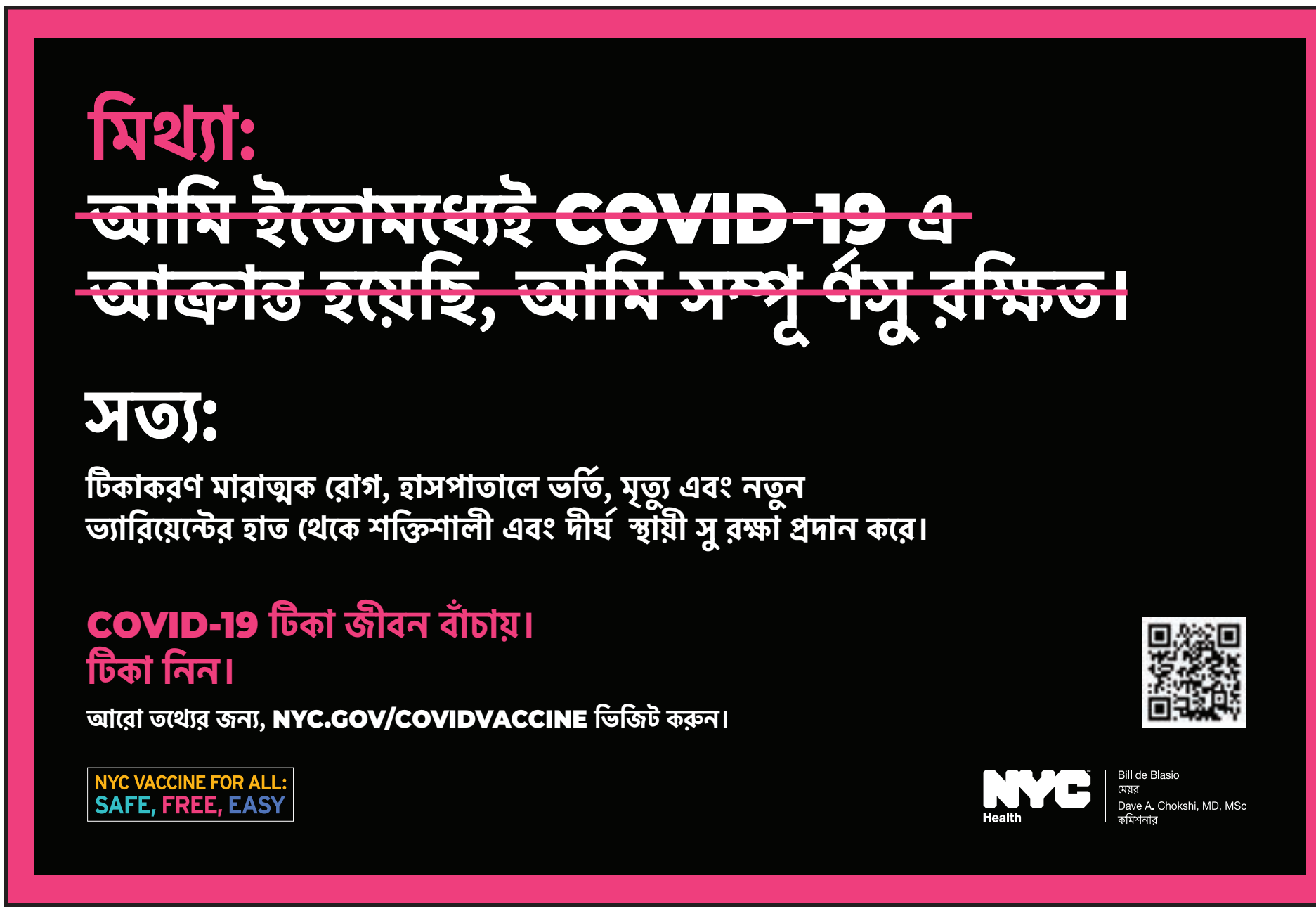
আঞ্জুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটির দায়িত্বশীলদের জরুরি সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: আঞ্জুমানে আল ইসলাহ নিউইয়র্ক ষ্টেট কমিটির দায়িত্বশীলদের জরুরি সভা গত ১ ডিসেম্বর বুধবার ফুলতলী ইসলামিক সেন্টারে রাত ৭:৩০ ঘটিকায় কমিটির সভাপতি মাওলানা শাব্বির আহমদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা কাওসার আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় আঞ্জুমানে আল ইসলাহ ইউএসএ'র স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নিউইয়র্ক স্টেট কমিটির অন্যতম উপদেষ্টা আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক ছাড়াও দায়িত্বশীলদের মধ্যে সহ সাধারণ সম্পাদক কারী খালেদ মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক হাফিজ নজম উদ্দিন আহমেদ, প্রচার সম্পাদক মালিক শেখ, যুব সম্পাদক সৈয়দ সায়েম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ ছালিক আহমদ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা আতাউল মোস্তফা সিদ্দিকী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আতিকুল হক বেলাল, নির্বাহী সদস্য যথাক্রমে রুকন হাকীম, এম এ কাশেম, শাহ নেওয়াজ উপস্থিত ছিলেন । সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আগামী ১৬ জানুয়ারী রোববার পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)'র ঈসালে সাওয়াব মাহফিল আয়োজন, অবশিষ্ট চাপ্টার কমিটি গঠন ও সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিগত মাহফিলগুলোর হিসাব নিরীক্ষণ । এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয় ।

পরিশেষে আল্লামা সৈয়দ সাজেদুল হক এর দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে সভার সমাপ্তি হয় । -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।





সাহিত্য সাময়িকী

অশ্রুতে লেখা চিঠি

জাহাঙ্গীর ফিরোজ

হৃদয়ে অতল বেদনা সকল
দু'চোখে বইছে ধারা
বাঁধার প্রাচীর কারা।

রুদ্ধ জলের আঘাতে আঘাতে
ঝঞ্ঝা মুখর জলধি
ফুঁসে ওঠে নদী
ভেঙে পড়ে জল
রোদসী কাঁদছে তারই কল্লোল
শুনতে পাওনা কবি?
আমি নরাধম আঁকতে বসেছি ছবি।

জীবনে যতেক প্রেম ঘৃণা ছল
প্রবাহিত নদী
সাগর অবধি
বয়ে চলে স্মৃতি হাসে খলখল
পাথরে পাথরে ঝরনার জল
নেচে নেচে নামে গিরির দুহিতা সতী;

তার পথে কেন এতো এতো যতি!
থেমে গেছে গান, ক্রন্দন অতি
কান পেতে শোন নদীর আকুতি
বুকভাঙা হাহাকার।

বেদনা তোমার বেদনা আমার
বিষাদ কেবলি দিঠিতে
নদীর অশ্রু লিখে যাই এই চিঠিতে।

লোবানের গন্ধ

জেবুন্নেছা জোৎস্না

আমার নিস্পৃহ বিজনে, তোমার নিশ্চিত হরণ-
অভিধান বলে, পতন নয়তো পশ্চাৎ গমন!

লেবাসের লোবানে তোমার উৎকট গন্ধ
ভাবনায় ভুল পড়শী, সৌরজগতে দ্বন্দ্ব!
মিথ্যে কিছু সময় গেল, অহেতুক সব গল্প
প্রহেলিকার কুন্তলে রাবণের বিধ্বংসী দর্প।

দ্যুতি-কিরণের ক্ষয়ে যাওয়ার এ আর্তি
সৌরজগতে তুমিই একচ্ছত্র অধিপতি!
জন্মের ঘর্ষণে স্ফূরিত যে অনিন্দ্য সুন্দর
জ্বালামুখের ক্রুদ্ধ লাল, আমার নিয়তি!

ভাগ্যলিপিতে যা খুশি দেবে, তাই-ই বরাদ্দ
রসে ভরা রসগোল্লা ময়দারই তাল তো।
আমাদের যা নয় তারই ধাবন আস্ফালনে
নশ্বর পদভূমিতে চারণ নৈতিকতার স্খলনে।

পাকানো পেশী, রক্ত-বমি হাড্ডি গুড্ডি ছাড়িয়ে
চেটেছো সর্বাঙ্গে নৈতিকতার সাইনবোর্ড টাঙিয়ে।
সঙ্গনিরোধের সংলাপে, বদলাইনি ক্যামোফ্লেজে,
সরিসৃপী চলনে প্রয়োজন বড় আজ অভিযোজনে

হে সবুজ শিমুলবালিকা

সায়ীদ আবুবকর

প্রেমহীন এ নগর। নগরের নিটোল নটীরা
পেতে রাখে পথে পথে ইস্ত্রি করা শরীরের জাল।
কামনায় নেচে ওঠে পুঁজিবাদী মৎস্যদের শিরা;
লাফিয়ে লাফিয়ে তাতে ধরা পড়ে রুই ও বেতাল।

তুমি কেন প্রেমময়ী হে সবুজ শিমুলবালিকা,
কুসুম ফোটাতে এলে রুক্ষ এই নরকনগরে?
এখানে আকাশে দ্যাখো ধোঁয়া ধোঁয়া আগুনের শিখা,
বাতাসে সীসার বিষ, প্রস্তর মাটির স্তরে স্তরে।

এখানে শরীরী সব, শরীরেরই চলে বেচাকেনা;
কুসুমও আহার যেন, মূল্যহীন তার ঘ্রাণ-রঙ;
হৃদয় লুকিয়ে রাখো, এর মর্ম কেউ বুঝবে না,
চারদিকে নির্হৃদয় মাংসাশী রোবট ও সঙ।

পালাও, পালাও, মেয়ে, অমূল্য হৃদয় নিয়ে দ্রুত;
এ কোনো আশ্রয় নয়, দাউদাউ নরক বস্তুত।

সব দুর্বোধ্য থেকে যাক

আবদুর রাজ্জাক

ধীর এক শূন্যতায় কেটে যায় দিন-দিনের ওই হুহু
ডাক কেনো আমি নিতে পারি না?
নদী না-হয়েও জোয়ারের মুখ শূন্যতার ঢেউ হয়ে ওঠে।

সকলেই ফিসফাস করে বিবর্ণ ঘাসের সাথে,
দিনশেষে সন্ধ্যাপ্রপাতে বৃক্ষের ছায়ারাও আশ্রয়ে থাকে স্বল্পকাল।
আমার ভেতরে কোনো ক্রোধ কিংবা কোনো মিশ্রণ
কাজ করে না, তুমি এসে নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে সকল
শূন্যতা কেড়ে নিলে,
তারপরও দূর্বোধ্যই রয়ে গেলে।

দূর্বোধ্য দূর্বোধ্যই থাক....এবং তা থেকে যাওয়া ভালো।
ঘাসের সাথে কিংবা তোমার সাথে সবই তুলনারহিত,
যেহেতু কোথাও একখন্ড ভালোবাসা নেই,
সামঞ্জস্য নেই, প্রাণের সাথে প্রাণের মিল নেই, কোনো।

কেনো তুমি তোমাকে ফেলে এতো দূর এলে!
এসব নিঃশ্ব ক্ষরণ কখনই শেষ হবে না, তারপরও শুরু
হয়, শেষ হয় না।

তুমি কি জানো! কে আমাকে নিঃশ্ব করেছে?

দংশনকথা

নাসরীন জাহান

রাতে আঘাতের আগুনবিলাস,
দিনে আসিস বেড়ালের মতো মুখ করে?
ভয়ে রাখিস ঈশ্বরের শ্লোকে প্রায়শ,
আর আলতো শাড়ির ওড়াল অবসরে?
দিনরাত্রির ক্লিশে
আর কাহাতক বিষে?

এভাবেই প্রস্থানকাল অগ্নি দর্শন আমি জানতাম?
এমনভাবে চিপসে দিলি,
আমি যেন তোর খোসার বাদাম।
ছিঁড়ছিস কত আর শালিখপাতা নুয়ে পড়েছে ফুল।
অদ্ভুত অন্ধকার ভয়ে প্রকৃতি আকুল!

ঝরছিনা শূন্যে আমি উড়ে যা বাদুড়ের দল।
দূরের দীঘির জলে চাঁদ হয়ে করি টলমল।

ছবির ক্যানভাস

বারী সুমন

প্রথম ভোরে কুড়িয়ে আনি শিউলি
রোদের বুকে আলিঙ্গন করে সবুজ গালিচা
আঁধারের বুক চিরে আসে নতুন আলো
যেখানে পুব অম্বরে জ্বলে উঠে রবি।
কলাপাতার দোলনায়, দোল খায় বাদুড়
হারিয়ে যাওয়া শৈশবকে খুঁজে ফিরি
পুরোনো দিনের ছবির ক্যানভাসে, যেখানে
মনের রঙে আঁকা প্রকৃতির ছবি।

আমার ছেলে, আমার গর্ব, আমার যোগ্য উত্তরসূরি : অমিতাভ

বিনোদন ডেস্ক: সমালোচকেরা এমনিতেই রসিকতা করে বলতেন, বেকার ছেলেকে নিয়ে অমিতাভের বড় চিন্তা। ঘরে তাঁর একমাত্র ছেলে, বেকার!

তারকার সন্তান হওয়া যে সহজ নয়, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন অভিষেক বচ্চন। প্রথম ছবি 'রিফিউজি'র (২০০০) আগে থেকেই শুনতে হয়েছে, তিনি 'যোগ্য পিতার অযোগ্য সন্তান', 'বাবার নাম ভাঙিয়ে খান' ইত্যাদি। এমনকি ২০০৭ সালে যখন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ও বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সঙ্গে বিয়ে হলো, তখনো তাঁকে একঝুড়ি সমালোচনা হজম করতে হয়েছে।

লোকে বলাবলি করেছে, ঐশ্বরিয়া যে অভিষেক বচ্চনকে বিয়ে করলেন, তার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণও তিনি অমিতাভ বচ্চনের ছেলে। এমনকি 'রাবণ', 'সরকার রাজ', 'যুবা', 'গুরু'র মতো ছবি দিয়ে নিজের প্রতিভা চেনালেও বন্ধ হয়নি সমালোচকদের মুখ।

বারবার বাবার সঙ্গে তাঁর তুলনা টানা হয়েছে। এবার ছেলের হয়ে সমালোচনার জবাব দিয়ে দিলেন বিগ বি খোদ। বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের কবিতা উদ্ধৃত করে অভিষেককে নিজের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করলেন। বললেন, 'আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

সত্যি সত্যি এবার অভিষেকের অগ্নিপরীক্ষা। শুক্রবার মুক্তি পেলো 'বব বিশ্বাস'। নাম ভূমিকায় অভিষেক বচ্চন। কলকাতায় শুটিং হওয়া ছবিটি নানা কারণে গত ১ বছর আলোচনায় ছিল। অনেকেই বলছেন, অভিষেকের জন্য আরেকটি মাইলফলক হতে পারে এই ছবি। এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ছবির বিজ্ঞাপন, ট্রেলার ও স্থিরচিত্র। অমিতাভ নিজেও 'বব বিশ্বাস'এর ট্রেলার দেখে প্রশংসা করেছেন ছেলের। বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ছবি



মুক্তির আগের দিন ছেলেকে এক বড়সড় স্বীকৃতি দিলেন অমিতাভ। অভিষেকের বাবা হিসেবে যে তিনি গর্বিত, সে কথা জানিয়ে দিলেন।

টুইটারে অভিষেকের দাদা, অর্থাৎ নিজের বাবার একটি কবিতার লাইন উদ্ধৃত করেছেন অমিতাভ। হিন্দিতে লেখা সে লাইনের বাংলা অনেকটা এমন, 'আমার ছেলে হলেই সে আমার উত্তরাধিকারী হবে না। যে আমার উত্তরাধিকার হবে, সেই আমার ছেলে হবে।' বাবা হরিবংশ রাই বচ্চনের লেখা কবিতার এই লাইন উদ্ধৃত করে ইংরেজিতে জুড়ে দিয়েছেন আরেকটি বাক্য। লিখেছেন, 'আমার ছেলে, আমার গর্ব, আমার যোগ্য উত্তরসূরি।' টুইটারে এই মন্তব্যের পাশে নিজের একটি আবৃত্তির ভিডিও শেয়ার করেন।

বাবার উজাড় করা প্রশংসা অভিষেকেরও নজর এড়ায়নি। বাবার টুইট করা সেই ভিডিও পোস্ট করে তিনি দাদা হরিবংশ রাই বচ্চনের আরেকটি কবিতা উদ্ধৃত করে শপথ নিয়েছেন। লিখেছেন, 'ব্যস আর কী চাই। কিন্তু তুমি কখনো ক্লান্ত হয়ো না, কখনো থেমে যেয়ো না, ওয়াদা করো।'

সুজয়কন্যা দিব্যা অন্নপূর্ণা ঘোষের পরিচালনায় শুক্রবার আসছে 'বব বিশ্বাস'। ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে ছবির ট্রেলার। সেখানে বলিউড অভিনেতাদের পাশাপাশি দেখা গেছে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রজতাভ দত্তের মতো একাধিক জনপ্রিয় মুখ।

এ ছবির ট্রেলারে বোঝা যাচ্ছে, স্মৃতিশক্তি হারিয়েছে ভাড়াটে খুনি বব বিশ্বাস। যদিও পুলিশের সন্দেহ, তাঁর স্মৃতিভ্রম পুরোটাই নাটক। পুরোনো দিনের কোনো কথাই বব বিশ্বাসের মনে নেই, এমনকি স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তানকেও ভুলে গেছেন। স্মৃতি হারালেও মানুষ খুনের ব্যবসায় ফিরতে হবে বব বিশ্বাসকে। আর সেই নিয়েই এগোবে ছবির গল্প। আগামীকাল জিফাইভে মুক্তি পাবে শাহরুখ খান, গৌরী খানের রেড চিলিজের এই ছবি।

বাথরুমে মিলল 'দঙ্গল' অভিনেতার লাশ

বিনোদন ডেস্ক: ভারতের মুম্বাইয়ের ভারসোভা এলাকায় নিজ ফ্ল্যাটে এক বলিউড তারকা রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। বাথরুম থেকে উদ্ধার হয়েছে তার পচাগলা দেহ। এ অভিনেতার নাম ব্রহ্ম মিশ্র, মির্জাপুর ওয়েবসিরিজে ললিত চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।



হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, গত ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ভারতের মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাট থেকে ব্রহ্ম মিশ্রের অর্ধ পচাগলা দেহ উদ্ধার করে মুম্বাই পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ কুপার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের ধারণা, হত্যা বা আত্মহত্যা নয়, হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৬ বছর বয়সি এই অভিনেতার। কারণ সম্প্রতি হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তিনি। গত ২৯ নভেম্বর বুকে যন্ত্রণা নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন মিশ্র। ডাক্তার তাকে বেশ কিছু ওষুধ দেয়। গত দু-তিন দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তার।

পুলিশ জানিয়েছে, অটোপসি রিপোর্ট এলেই অভিনেতার মৃত্যুর কারণ এবং সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে দু-তিন দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে তার, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

ব্রহ্ম মিশ্রের বাড়ি ভোপালে। ছোটবেলা থেকেই অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে অভিনয় নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ব্রহ্ম। বলিউডে জায়গা করে নিতে মুম্বাইয়ে এসে বসবাস শুরু করেন তিনি। অভিনয়ের শুরুটা হয় মঞ্চ থেকে।

২০১৩ সালে 'চোর চোর সুপার চোর' ছবি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় মিশ্রের। এরপর বদ্রিনাথ কি দুলহানিয়া, কেশরি, দঙ্গল, সুপার ৩০-র মতো বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। তবে তাকে জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছে মির্জাপুর ওয়েবসিরিজের ললিত চরিত্রটি।

আমি বিনা দোষে দোষী হয়েছি-মেহেদী

বিনোদন ডেস্ক: পাগল মন, শুধু তোমারই, গরীবের প্রেম, বালিকা বধূ কিংবা শত জনমের প্রেম- এসব সিনেমায় যার অভিনয় দর্শকদের পছন্দের জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল সেই চিত্রনায়ক মেহেদী দীর্ঘ ৭ বছর পর সম্প্রতি রাজু চৌধুরী পরিচালিত 'অনেক কষ্ট অনেক ব্যথা' সিনেমায় অভিনয় করছেন। এক সময়ের এই ব্যস্ত অভিনেতা সময়ের স্রোতে অশ্লীল সিনেমায় গা ভাসিয়ে ছিলেন। যার অভিষেক হয়েছিল 'পাগল মন'-এর মতো হিট সিনেমা দিয়ে। সেই তিনি সস্তা সিনেমায় নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। মেহেদী এখন কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। ভালোই আছি। এখন সাভারে ডিপজল ভাইয়ের ফাহিম স্টুডিওতে শুটিং করছি।



আপনি দীর্ঘদিন কেন রূপালী পর্দায় নেই? উত্তরে মেহেদী বলেন, কোনো শিল্পীই ইচ্ছে করে এমন বিরত থাকে না। সময় ও পরিস্থিতি মাঝে মাঝে বাধ্য করে। একটা সময় মাসের ৩০ দিনই শুটিং করেছি। এখন তো নতুনদের সময়, তাদের রাজত্ব সিনেমায়। প্রযোজক-পরিচালকদের সময় কই আমাকে নিয়ে ভাবার। এটাই নিয়তি। একটা সময় জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। আপনার শুরু সৃজনশীল সিনেমা দিয়েই। সেইসব সিনেমায় আপনি শাবনূর, পপিদের মতো নায়িকাদের সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন। কিন্তু হঠাৎ সেই জায়গায় অশ্লীল তকমাটা জুড়ে গেল। এমনটা কেন হয়েছিল? এ নায়ক বলেন, সত্যি বলতে সেই সময় কিছু লোভী, কুরুচিপূর্ণ প্রযোজক-পরিচালক আমার ডামি ব্যবহার করে ঐসব অশ্লীল দৃশ্য জুড়ে দিয়েছে। তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু আমি বিনা দোষে দোষী হয়েছি। বিনা দোষে কেন দোষী হলেন? প্রতিবাদ তো করতে পারতেন? মেহেদী বলেন, আমার একার প্রতিবাদে কিছুই হতো না। যদি সম্মিলিতিভাবে করা হতো তাহলে কাজ হতো। মেহেদী-ঝুমকা অথবা মেহেদী-ময়ুরী মানেই সেই সিনেমা অশ্লীলতায় ভরপুর। আপনার অভিমত জানতে চাই? এ নায়ক বলেন, এই বিষয়ে কী আর বলবো। সবই ভাগ্যের দোষ। কিছুই করিনি, অযথা বদনামের ভাগীদার হয়েছি। সিনেমা থেকে গত ৭ বছর দূরে ছিলেন। সময় কীভাবে কাটতো? মেহেদীর উত্তর- সিনেমায় ব্যস্ত থাকার সময়ই আমি ব্যবসা করতাম। এই অবসর সময়টুকু ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই পার করেছি। আপনার সফল জুটি ঝুমকা, ময়ূরী, মুনমুন এদের সঙ্গে কী যোগাযোগ হয়? এ অভিনেতা বলেন, এখন সবাই যার যার জীবন জীবিকা নিয়ে সংগ্রাম করছে। শুনেছি ঝুমকা আমেরিকায় সেটেল্ড। পর্দায় দর্শক আপনাকে শেষ কবে দেখেছিল? মেহেদী বলেন, পর্দায় দর্শক সবশেষ আমাকে দেখেছেন 'বুলেট বাবু' সিনেমায়। আমার অভিনীত ৪০০ সিনেমা এরইমধ্যে মুক্তি পেয়েছে।

জ্যোতিকা জ্যোতির চাওয়া

বিনোদন ডেস্ক: আগামী ১০ই ডিসেম্বর মুক্তি পেতে যাচ্ছেন জ্যোতিকা জ্যোতি অভিনীত ছবি 'লাল মোরগের ঝুঁটি'। নুরুল আলম আতিক পরিচালিত এ ছবিতে দিপালী সাহা চরিত্রে অভিনয় করেছেন এ অভিনেত্রী। ভালো মানের কাজ না হলে করবেন না, এমন সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছেন জ্যোতি। এ কারণেই বেছে বেছে কাজ করছেন। পাশাপাশি নিজের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বিষয়টি নিয়ে জ্যোতি বলেন, এই ছবিটিতে আমার চরিত্রের নাম দিপালী সাহা। প্রথাগত মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র নির্মাণশৈলী ও গল্প বর্ণনা থেকে এই ছবি আলাদা। দর্শক হলে আসবে, সিনেমাটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করবে সেই আশায় গল্প সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। প্রতিথযশা সব অভিনয়শিল্পীরা আমার কো-আর্টিস্ট ছাড়াও এ ছবিতে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছেন দীপক সুমন। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে অবশেষে সিনেমাটি মুক্তি পেতে যাচ্ছে। পরিচালক তাই বলছেন এটা সিনেমার মুক্তিযুদ্ধ, আর আমরা সকলে একেকজন মুক্তিযোদ্ধা! আমি সবাইকে এ সিনেমাটি হলে এসে দেখার অনুরোধ করছি। সবাই হলে এসে ছবিটি দেখুক- এটাই আমার চাওয়া। আমার বিশ্বাস এই সময়ে ছবিটি সবাইকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন তৃপ্তি দেবে। এদিকে জ্যোতি বর্তমানে নিজের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেহাউজ নিয়েও ব্যস্ত সময় পার করছেন। এখান থেকে নতুন বছরেই নতুন নির্মাণে নামবেন বলে জানালেন। তারই উদ্দেশ্যে নতুন গল্পও খুঁজছেন তিনি। জ্যোতি বলেন, প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের কাজ টুকটাক করে এগিয়ে নিচ্ছে। নতুন বছরই আমাদের টার্গেট। এরইমধ্যে অনেক গল্প পেয়েছি। আরও ভালো ও ভিন্নধর্মী গল্প ও চিত্রনাট্য চাই আমরা। তাহলেই মনের মতো করে নতুন বছরে নির্মাণে নেমে যাবো। নতুন ছবির বিষয়ে এ অভিনেত্রী বলেন, কথা চলছে কয়েকটি ছবির কাজ নিয়ে। তবে এখনো কোনোটি পাকাপাকি হয়নি। খুব ভেবে-চিন্তে কাজ হাতে নিচ্ছি। কারণ দর্শকদের কিছুটা হলেও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে আমাকে নিয়ে। সেই প্রত্যাশাটা পূরণ করতে চাই। একদম মনের মতো হলেই নতুন ছবিতে পাওয়া যাবে আমাকে।



সালমান এবার ব্ল্যাক টাইগার

বিনোদন ডেস্ক: সদ্য মুক্তি পেয়েছে 'অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ'। সালমান খানের নতুন ছবি বক্স অফিসে ভালই সাড়া ফেলেছে। এই মুহূর্তে বলিউডের ভাইজান বিভিন্ন লোকেশনে ঘুরে প্রোমোশন করছেন ছবির। এর মাঝেই নতুন প্রোজেক্টের ঘোষণা করলেন তিনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে ইতিমধ্যেই খবরটির সত্যতা স্বীকার করেছেন সালমান। জানিয়ে দিয়েছেন, ভারতীয় গুপ্তচর রবীন্দ্র কৌশিকের বায়োপিকে তাকে দেখা যাবে। তিনিই 'ব্ল্যাক টাইগার' নামে পরিচিত ওই গুপ্তচরকে ফুটিয়ে তুলবেন রুপালি পর্দায়। শাহরুখ খানের 'পাঠান' ছবিতে ক্যামিও ভূমিকায় রয়েছেন সালমান। পাশাপাশি আসছে 'টাইগার ৩'। এবার জানা গেল, ভাইজানের এই স্বপ্নের প্রোজেক্টের কথাও। তবে ছবির কাজ এখনও একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তৈরি করা হয়েছে চিত্রনাট্য। ফলে ছবি নিয়ে এখনই বিশদে কিছু জানার সুযোগ নেই। করোনার ধাক্কা সামলে গত ২৬ নভেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে সালমান খান ও আয়ুষ শর্মা জুটির 'অন্তিম: দ্য ফাইনাল ট্রুথ'। মারাঠি ক্রাইম ড্রামা 'মুলশি প্যাটার্ন'-এর অনুপ্রেরণায় তৈরি হয়েছে 'অন্তিম'।



পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকরের ছবিতে শিখ পুলিশ অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সালমান। ছবি ঘিরে ভাইজানের অনুরাগীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। তার মধ্যেই মিলল এই সুখবর।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠন

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন আসন্ন। আগামী বছরের মার্চ মাসের মধ্যে সংগঠনের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবধকতা রয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। গঠন করা হয়েছে ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন। আর এই নির্বাচন ঘিরে প্রবাসীদের মাঝে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা আর নানা সমীকরণ। আগামী ২৬ ডিসেম্বরের ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সিলেটের চার জেলার ৩৯ উপজেলার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন এই নির্বাচনে। বিভিন্ন কারণে বিগত দুই টার্ম ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না। ২০১৭ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গত রোববার সন্ধ্যায় সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এসোসিয়েশনের কার্যকরী পরিষদের সভায় ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার- আতাউর রহমান সেলিম, কমিশনার যথাক্রমে মোশারফ আলম (সুনামগঞ্জ, নিউজার্সী), সাব্বির হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার) ও আহমদ হাকিম (সিলেট)।

অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মৃত্যুতে মুক্তধারার শোক



বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক, 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের ইন্তেকালে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে উল্লেখ করে মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক এক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছে। শোক বার্তায় আরো বলা হয়, অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে জাতি তার এক উজ্জ্বল সন্তানকে হারালো। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের বটবৃক্ষের মত আশ্রয় দিয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে প্রথমে বাংলা একাডেমীর সভাপতি ড. আনিসুজ্জামান, পরে শামসুজ্জামান খান এবং অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের প্রয়াণে আমরা একে একে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছি।

২০২০ নিউয়ইয়র্ক বাংলা বইমেলার উদ্বোধন করেছিলেন বরেণ্য এই জাতীয় অধ্যাপক। মুক্তধারার পক্ষে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা ২০২২ সালের আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভুঁইয়া, মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফেরদৌস সাজেদীন ও প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা।

MW
জ্যামাইকায় Grand Opening
বাংলাদেশীদের মুখরোচক খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
MY SECOND WIFE
Steaks & Kabab palace 100% zabiha Halal
169-04, Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-480-6866, E-mail: mysecondwife@gmail.com
-: মুখরোচক খাবারের মধ্যে রয়েছে :-
* Afghan Kabab
* Chicken / Beef Adana Kabab (Turkish)
* Chicken Kadai
* Chicken Tikka Masala
* Butter Chicken
* Chapli Kabab
* Iranian Beef Kabab
* Steaks
* We serve Pakistani and Indian gravy deshes also.
Lunch Special from 10.00 AM to 4.00 PM $7.99
বিশেষ আয়োজনে:.....
বিয়ে-শাদী, প্যাকেট সিন্নি, জন্ম উৎসব সহ যেকোন অনুষ্ঠানে চাহিদা অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। তাই এখনই আপনার/আপনাদের মুখরোচক খাবারের খোঁজ করুন- Mohammed
For Catering Call- 917-497-0774

ঘরে বসেই কোভিডের টিকা পাবার সুযোগ!

কোনও খরচ ছাড়ায় স্বাস্থ্য পেশাজীবীরা আপানার বাসায় এসে আপনি সহ ও আপনার পরিবারের সবাইকে টিকাদান করতে পারবে।
প্রথম ডোজের টিকা নিলে $100 ডলার পাবেন।
বিনা খরচে এবং কোনও স্বাস্থ্যবিমার প্রয়োজন নেই।
মিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনকিছু যাচাই করা হবে না।
NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY
877-829-4692 নম্বরে বা NYC.gov/homevaccine এ আরও জানুন।
NYC

কোন দেশে আছি মন চাইছে আত্মহত্যা করি ফেসবুক পোস্টে মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার

ঢাকা ডেস্ক: ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, কোন দেশে আছি? মন চাইছে আত্মহত্যা করি। তারিখ ও মাসের নাম বাংলায় লেখার কারণে একটি ব্যাংক ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের চেক ফেরত দিয়েছে। এ নিয়ে ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী। বৃহস্পতিবার (২ ডিসেম্বর) মন্ত্রী তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ নিয়ে একটি পোস্ট দেন। সেখানে তিনি লেখেন, মন চাইছে আত্মহত্যা করি। একটি চেকে আমি ডিসেম্বর বাংলায় লিখেছি বলে কাউন্টার থেকে চেকটি ফেরত দিয়েছে। কোন দেশে আছি? মন্ত্রীর এই বক্তব্য পোস্ট করার পর এটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত প্রায় ৫০০ বার শেয়ার করা হয়েছে পোস্ট। এছাড়া শতাধিত মন্তব্য করেছে ফেসবুক ব্যবহারকারীরা। প্রায় ৩ হাজার ২১ ফেসবুক ব্যবহারকারী রিয়্যাক্ট দিয়েছে।

মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলা লেখা দেখলে যারা চেক ফিরিয়ে দেয়, তাদের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন। চুপচাপ বসে থাকলে ধারাবাহিকতা হয়ে যাবে। তারা প্র্যাকটিস করবে। মনে করবেন না যে, আমি মন্ত্রী হয়েছি বলেই প্রতিবাদ করেছি। মন্ত্রী না থাকলেও প্রতিবাদ করব। আমি জন্ম থেকেই প্রতিবাদ করছি। এ প্রতিবাদ আমার রক্তের মধ্যে আছে।

তিনি আরও বলেন, আমার দেশটা তৈরি হয়েছে বাংলা ভাষার জন্য। এই দেশের সাংবিধানিক রাষ্ট্রভাষা বাংলা। 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তো বায়ান্ন সাল থেকে বাংলায় বক্তব্য দিয়ে আসছেন। আমরা তার উত্তরসূরি হিসেবে কেমন করে বাংলা ভাষার বাইরে যেতে পারি? এটা চিন্তারও বাইরে।

ডিজিটাল প্লাটফর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহার রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, আগে সবাই বলতো বাংলা সব জায়গায় ব্যবহার করা যায় না। আমি বলি, এমন কোনো ডিজিটাল ডিভাইস নেই যেখানে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা যায় না। তাহলে বাংলা আমি ব্যবহার করব না কেন?



বাংলা ভাষা ব্যবহার আসলে মানসিকতার বিষয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যদি আমি বাংলা ভাষা ব্যবহার না করি তাহলে সেটা আমার মানসিকতা। এই মানসিকতা দূর করা দরকার। যত জায়গায় সম্ভব, যত জায়গায় আমি প্রতিবন্ধকতা পাই, তত জায়গায় প্রতিবাদ করি। কোনো অবস্থাতেই আমি ছাড় দিই না। যে অবস্থাই থাকুক, আমি প্রতিবাদ করবই। আমি যে পজিশনেই থাকি, প্রতিবাদ করবোই।

মন্ত্রী বলেন, যেদিন থেকে ব্যাংকে চেক লিখি, কোনো দিন আমি ইংরেজি হরফ ব্যবহার করিনি। স্বাক্ষরও বাংলায় দিই। অতএব এ অবস্থায় আমি কমপ্রোমাইজ করব না।

জানা গেছে, মন্ত্রী তার পরিচিত একজনকে একটি চেক দেন। তাতে ডিসেম্বর মাসের বানানটি বাংলায় লেখা ছিল। রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোডে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় জমা দিলে চেকটি প্রথমে ফেরত দেওয়া হয়। ওই পরিচিত জন বাসায় ফিরে মন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করেন। তারপর মন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে নিজে ব্যাংকের ওই শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। পরে ব্যাংকের শাখা থেকে পুনরায় চেকটি অনার করা হয়। মন্ত্রীর হিসাব ব্যাংকটি মতিঝিলের প্রধান শাখায়। অতীতে চেক প্রধান শাখায় বাংলায় লিখে দিলেও কোনো সমস্যা হয়নি।

ফেসবুকে মন্ত্রীর অসয়াত্ব প্রকাশের পর বিভিন্নজন মন্তব্য করেছেন। ইরফান আহম্মেদ শরীফ লেখেন, 'চেক বাংলায় লিখার নিয়ম করা হোক'। ইসরাত জাহান রাখি নামে এক ফেসবুক ব্যবহারকারী মন্তব্যের ঘরে লিখেছেন, 'স্যার, আপনাকে যদি এতোটা নির্যাতন করে, একবার ভাবুন আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে কতটা সহ্য করতে হয়। আপনার প্রতি অনুরোধ থাকল, এসব পরিবর্তন করে দিন।' মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল নোমান নামে আরেক ফেসবুক ব্যবহারকারী লেখেন, 'অগ্রহায়ণ ১৪২৮, লিখলে হয়তো জেলে নিতো'। আতাউর রহমান লেখেন, 'আপনারা চাইলেই এর সমাধান নিয়ে আসতে পারেন স্যার। বাংলা নিয়ে তো অন্য কোনো মন্ত্রীর তেমন আগ্রহ নেই, যেটা আপনি করেন।' জাকিয়া আফরোজ মুক্তি নামে একজন লেখেন, 'সর্বত্র বাংলা ভাষা চালু হোক।' জি. এম. পানাউল্লাহ লেখেন, 'ব্যাংকের কাউন্টারে যারা দায়িত্ব পালন করেন তারা ব্যাংকের নীতিমালা ও কার্যপ্রণালীতে প্রশিক্ষিত, এর বাইরের দুনিয়া তাদের অচেনা। খোলনলচে পাল্টে সঠিক পদ্ধতি অধিষ্ঠিত ও চালু না করা পর্যন্ত এর ব্যত্যয় হবে না। এটি নীতি নির্ধারণী বিষয়-যেদিকে দ্রুত নজর দেওয়া প্রয়োজন।' শাইখ সিরাজী লেখেছেন, 'সব অফিসিয়াল কাজে বাংলা ভাষাকে আরো বেশি প্রাধান্য দেওয়ার কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে আমাদের'।

ওই পোস্টের কমেন্টে মন্ত্রী আবার লেখেন, আপনারা অনেকেই আমার দুর্দশায় সংহতি প্রকাশ করেছেন। ধন্যবাদ। কেউ কেউ হা হা করেছেন। তাহারা 'কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি'। সুখবর হলো অবশেষে চাপে পড়ে চেকটির কোনো পরিবর্তন ছাড়াই টাকা দেওয়া হয়েছে ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্থ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর এক্সিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটির 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e.file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্ভীয়
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখলাক, ফিক্হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
- বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
- অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
- সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
- সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
- ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা

ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ *শায়েখ মুফ্তি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্*
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning · Reflecting · Celebrating

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

আমিনবাজারে ছয় ছাত্র হত্যা : ফাঁসির আদেশ ১৩ আসামিরঃ আরও ১৯ জনের যাবজ্জীবন

ঢাকা ডেস্ক: রাজধানীর সাভারের আমিনবাজারে ডাকাত তকমা লাগিয়ে ছয় ছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা মামলায় ১৩ আসামির মৃত্যুদ- এবং ১৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদ- হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ইসমত জাহান এ রায় ঘোষণা করেন। এছাড়া রায়ে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৫ জনকে খালাস এবং তিন আসামি মারা যাওয়ায় তাদের মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উচ্চ আদালতের অনুমোদনসাপেক্ষে মৃত্যুদ-প্রাপ্তদের ফাঁসিতে লটকিয়ে রায় কার্যকরের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুদ-প্রাপ্ত আসামিরা হলেন-আব্দুল মালেক, সাঈদ, আব্দুর রশিদ, ইসমাইল হোসেন রেপু, নিহর ওরফে জমশের আলী, মীর হোসেন, মজিবুর রহমান ওরফে বরিশাইল্যা মুজিবুর, আনোয়ার হোসেন, রজব আলী, আলম, মো. রানা, আব্দুল হামিদ ও মো. আসলাম মিয়া। মৃত্যুদ-ে পাশাপাশি এদের প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া অপর এক ধারায় প্রত্যেক আসামিকে সাত বছর করে কারাদ- ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদ- দেওয়া হয়। মৃত্যুদ-প্রাপ্ত ১৩ আসামির মধ্যে শুধু মজিবুর রহমান ওরফে বরিশাইল্যা মুজিবুর পলাতক।

যাবজ্জীবন দ-প্রাপ্ত আসামিরা হলেন- শাহিন আহমেদ, মো. ফরিদ খান, মো. রাজিব হোসেন, মো. ওয়াসিম, সাত্তার, মো. সেলিম, মনির হোসেন, আলমগীর, মোবারক হোসেন, অখিল খন্দকার, বশির, রুবেল, নূর ইসলাম, শাহাদাত হোসেন, টুটুল, মাসুদ, মোকলেস, টোটন ও সাইফুল। যাবজ্জীবন কারাদ-ে পাশাপাশি প্রত্যেক আসামিকে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া অপর এক ধারায় এদের প্রত্যেকের ৭ বছর কারাদ- ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদ- দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাদ-প্রাপ্ত ১৯ আসামির মধ্যে সাত্তার, টোটন, শাহিন আহমেদ ও মোবারক হোসেন পলাতক।

রায় ঘোষণা উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আদালত চত্বরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। বেলা ১১টা ১০ মিনিটের দিকে আসামিদের আদালতে তোলা শুরু হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিচারক এজলাসে প্রবেশ করেন এবং রায় ঘোষণা শুরু করেন। বেলা ১১টা ৪৭ মিনিটে বিচারক সংক্ষিপ্ত রায় ঘোষণা করেন। এদিন কারাগারে থাকা ৪৫ আসামিকে আদালতে হাজির করা হয়।

এদিকে চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছে ভুক্তভোগী পরিবার। তবে রায় দ্রুত কার্যকর হওয়াই তাদের একমাত্র দাবি। নিহত টিপু সুলতানের মা কাজী নাজমা সুলতানা বলেন, সব আসামির ফাঁসি আশা করেছিলাম। তাহলে আরও খুশি হতাম। তবে এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। এতেও শুকরিয়া আদায় করছি। আসামিদের যত দ্রুত সম্ভব মৃত্যুদ- কার্যকরের দাবি করেন তিনি।

নিহত পলাশের বাবা মজিবুর রহমান বলেন, রায়ে সন্তুষ্ট।



ন্যায়বিচার পেয়েছি। এখন দ্রুত এ রায় কার্যকর করা হোক। নিহত ইব্রাহিম খলিলের বাবা আবু তাহের বলেন, এ রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। আসামিরা যেন উচ্চ আদালতে পার না পায়। দ্রুত এ রায় কার্যকর করা হোক।

নিহতদের সঙ্গে থাকা বন্ধু আল-আমিন গুরুতর আহত হলেও পরে প্রাণে বেঁচে যান। রায়ের পর তার বাবা হবি ব্যাপারী আদালত প্রাঙ্গণে বলেন, আল আমিনের তো আর কিছুই নেই। ওরে এমনভাবে মারছে যে স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরতে পারেনি। ওরে পিঠে, মাথায় এমনভাবে কুপিয়েছে যে ১০ বছরেও পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। ওই সময় তো ভেবেছিলাম মারাই গেছে। চার বছর আগে বিয়ে করেছে আল আমিন। আরাফাত রহমান নামের একটি ছেলে আছে তার। অটো চালিয়ে কোনোমতে জীবনধারণ করছে। তিনি বলেন, অনেক আশা ছিল ছেলেকে আইনজীবী বানাব। কিন্তু তা আর হলো না। ওকে এমনভাবে মারছে যে, সেই ঘটনা মনে পড়লে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এখনো ঘুমের ঘোরে আঁতকে ওঠে। জানি না, কবে যে ছেলেটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরবে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আনন্দ চন্দ্র বিশ্বাস ও শাকিলা জিয়াছমিনা মিতু বলেন, রায়ে আমরা সন্তুষ্ট। এ মামলায় ৯১ জন সাক্ষীর মধ্যে ৫৪ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ করা হয়।

আর ১৪ আসামি দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছে। সবকিছু বিবেচনা করে আদালত সুন্দর, সুচিন্তায় এ রায় ঘোষণা করেছেন। খালাস দিয়েছেন ২৫ জনকে। সাজা দিয়েছেন ৩২ জনকে। মারা যাওয়ায় তিনজনকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মৃত্যুদ-প্রাপ্ত ও যাবজ্জীবন কারাদ-প্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে ৫ জন পলাতক আছে। বাকিরা রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায় ঘোষণার পর তাদের সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবী শিউলী আক্তার খান ও শেখ সিরাজ উদ্দিন বলেন, রায়ে আসামিরা ন্যায়বিচার পায়নি। এ রায়ের বিরুদ্ধে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করবেন। তারা বলেন, মামলাটি গণপিটুনির।

এ মামলায় কোনো চাক্ষুস সাক্ষী নেই। মামলার তদন্তও ঠিক হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে। উচ্চ আদালতে এ সাজা টিকবে না বলে আমরা আশাবাদী। এদিকে রায় ঘোষণা শেষে কয়েকজন আসামির স্বজনদের আদালত প্রাঙ্গণে আহাজারি করতে দেখা যায়।

২০১১ সালের রাতে ১৭ জুলাই শবেবরাতের রাতে সাভারের আমিনবাজারের বড়দেশী গ্রামের কেবলাচরে ডাকাত সন্দেহে মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজের তিন শিক্ষার্থীসহ ছয় কলেজছাত্রকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

নিহতরা হলেন- তৌহিদুর রহমান পলাশ, ইব্রাহিম খলিল, কামরুজ্জামান কান্ত, টিপু সুলতান, সিতাব জাবির মুনিব ও শামস রহিম শামীম। নিহতদের সঙ্গে থাকা বন্ধু আল-আমিন গুরুতর আহত হলেও পরে প্রাণে বেঁচে যান।

ঘটনার পর কথিত ডাকাতির অভিযোগে বেঁচে যাওয়া আল-আমিনসহ নিহতদের বিরুদ্ধে সাভার মডেল থানায় একটি ডাকাতি মামলা করেন স্থানীয় বালু ব্যবসায়ী আবদুল মালেক। ওই সময় পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা গ্রামবাসীকে আসামি করে সাভার মডেল থানায় আরেকটি মামলা করে।

পুলিশ, সিআইডির হাত ঘুরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে চাঞ্চল্যকর এ মামলার তদন্তভার র‍্যাবের হাতে দেওয়া হয়। তদন্ত শেষে ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারী র‍্যাবের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শরীফ উদ্দিন আহমেদ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়, আসামিরা নিরীহ ছাত্রদের হত্যার উদ্দেশ্যে মারধর করে জখম করে। পরে হত্যার ঘটনা ধামাচাপা দিতে মসজিদের মাইকে সবাইকে ডাকাত আসার ঘোষণা দেয় এবং থানায় মিথ্যা মামলা করে। বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে তাদের হত্যা করা হয়।

২০১৩ সালের ৮ জুলাই ৬০ জনের বিরুদ্ধে এ মামলায় অভিযোগ গঠন করেন আদালত। ওই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ভিকটিম আল-আমিনকে একই ঘটনায় করা ডাকাতি মামলা থেকে সেদিন অব্যাহতি দেওয়া হয়। মামলায় ৯২ জন সাক্ষীর মধ্যে ৫৫ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। ২২ নভেম্বর রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে রায় ঘোষণার এ দিন ধার্য করেন আদালত।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশ সরকারের দরপত্রে স্বচ্ছতা চায় যুক্তরাষ্ট্র : রাষ্ট্রদূত মিলার

ঢাকা ডেস্ক: আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (অ্যামচ্যাম, বাংলাদেশ) ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার বলেছেন, বাংলাদেশ সরকারের দরপত্রে আরো স্বচ্ছতা চায় যুক্তরাষ্ট্র। একইসাথে সব ব্যবসায়ীর জন্য ন্যায্য ও সমান সুযোগ আশা করে। এ সময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে বেসরকারি খাত ও বিনিয়োগবিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান উপস্থিত ছিলেন।



আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বলেন, বিনিয়োগ ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করার অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করছে অ্যামচ্যাম ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস। অ্যামচ্যাম উন্নত ব্যবসা পরিবেশের জন্য স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া ও সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে চায়, যেখানে সফলতার ভিত্তি হবে মেধা, অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নয়।

তিনি বলেন, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৯০ কোটি ডলার। ২৫ বছর আগে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ২৫ বছরে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বেড়েছে ৫০০ শতাংশ। বাংলাদেশ থেকে মূলত রফতানি হয়েছে তৈরী পোশাক। আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে রফতানি হয়েছে কৃষিপণ্য ও যন্ত্রপাতি। তবে এখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে লোকোমোটিভ (রেলইঞ্জিন), বাণিজ্যিক এয়ারক্র্যাফট, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও নদীখননের যন্ত্রপাতি আসছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতের কোম্পানি, অনলাইন শপিংয়ের সাথে জড়িত অর্থনৈতিক সেবাদাতা কোম্পানি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো বাংলাদেশকে বিশ্বের সাথে যুক্ত করছে।

রাষ্ট্রদূতের 'দরপত্রে স্বচ্ছতা' প্রসঙ্গের দিকে না গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল মোমেন তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশের শ্রমিকরা খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। এখানে জ্বালানি খাতে খরচও তুলনামূলকভাবে কম। বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সব উপাদানই বাংলাদেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা এই সুবিধাগুলো নিতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার খুবই ব্যবসাবান্ধব। আমরা বিনিয়োগ সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। বিনিয়োগকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অনুবিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীদের সহায়তা দিতে এই অনুবিভাগ প্রস্তুত রয়েছে। রোহিঙ্গা সঙ্কট এবং করোনা মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশকে দেয়া সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেডস্নার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49/lb
লাইভ বাকেলো $3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99/lb
দেশী রুই $1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49/lb
Porgy $1.49/lb
শাইড কাটকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যালিবু, প্রিন্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ
স্পেশাল
রেশমী বাসমতি রাইস $17.99
আমিল বাসমতি রাইস $17.99
আমিল পারবয়েলড রাইস $9.99
ছোলার বাসমতি রাইস $18.99
সাধার বাসমতি রাইস $13.99
সুপারফাইন বাসমতি রাইস $12.99
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❋ ফিজিক্যাল এক্সাম ❋ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❋ টিএসি এক্সাম ❋ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❋ ডায়াবেটিস ❋ উচ্চ রক্তচাপ ❋ থাইরয়েড ❋ এজমা ❋ বাতের ব্যথা ❋ গ্যাষ্ট্রো ❋ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে ব্লক পরীক্ষা, ইকেজি, শ্বাইরোমেট্রি, মেগোগ্রাফি, টিবি টেষ্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, HIS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্সুরেন্স নেই তাদের জন্য ল্যসফ্রেড মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্সুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. ফ্রী স্ট্রে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালটেন্ট

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এষ্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংড়ভরধ খড়পধারড়হ
২৮-৫৭ ঝাবরহধু ঝাবরবহ,
অংড়ভরধ, ঘঢ
ঘ রসবহ ড়ভ ৩০ অব. ঝাবরড়হ
ওবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights



রোনালদোর অনন্য রেকর্ডে ম্যানইউর জয়

স্পোর্টস ডেস্ক: অনন্য এক অর্জনে নাম লেখালেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ও জাতীয় দল মিলিয়ে ৮০০ গোলের কীর্তি গড়লেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা। বৃহস্পতিবার (২ ডিসেম্বর) ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে আর্সেনালের বিপক্ষে জোড়া গোলের সুবাদে মাইলফলকটা ছুঁয়ে ফেলেন রোনালদো। ম্যাচে ৩-২ গোলের জয় কুড়ায় ম্যানইউ। ঘরের মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরুটা ভালো ছিল না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। ম্যাচের ১৩তম মিনিটে ধাক্কা খায় স্বাগতিকরা। এমিল স্মিথ রোয়ের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। বিরতির আগেই অবশ্য ম্যানইউ শিবিরে স্বস্তি ফেরান রোনালদোর স্বদেশি ব্রুনো ফার্নান্দেজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রোনালদো চমক। ৫২তম মিনিটে ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ডের অ্যাসিস্টে ক্যারিয়ারের ৮০০তম গোলটি করেন তিনি। দুই মিনিট বাদে মার্টিন ওডেগার্ডের গোলে সমতা এনেছিল আর্সেনাল। তবে ম্যানইউর জয় রুখতে পারেনি। ৭০তম মিনিটে পেনাল্টি পায় স্বাগতিকরা। স্পটকিক থেকে গোল করে রেড ডেভিলদের জয় এনে দেন রোনালদো। ফুটবল ক্যারিয়ারে ১০৯৭ ম্যাচ শেষে পর্তুগিজ যুবরাজের গোল দাঁড়ালো ৮০১টি।

এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলের সাতে উঠে এসেছে ম্যানইউ। ১৪ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ২১ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আর্সেনাল আছে পাঁচ নম্বরে।

বৃহস্পতিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগের অপর ম্যাচে এভারটনকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেয় লিভারপুল। জোড়া গোল করেন মোহাম্মদ সালাহ। এছাড়া অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ২-১ গোলের জয় কুড়ায় ম্যানচেস্টার সিটি। ১৪ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ম্যানসিটি। মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে তিনে লিভারপুল।

মিরপুর টেস্টে টিম ডিরেক্টর সুজনকে পাচ্ছে না দল

স্পোর্টস ডেস্ক: দলের সঙ্গে বোর্ডের সম্পর্কটা ঠিক রাখতে টিম ডিরেক্টর হিসেবে খালেদ মাহমুদ সুজনকে দায়িত্ব দেয় বিসিবি। কিন্তু জৈব সুরক্ষাবলয়ে থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর একটি টেস্টে দায়িত্ব পালন করেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক! মিরপুর টেস্টে দলের সঙ্গে থাকবেন না তিনি। সুজন এরই মধ্যে দলের জৈব সুরক্ষাবলয়ও ছেড়ে গেছেন। বিসিবি'র ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান মিরপুর টেস্টে সুজনের দলের সঙ্গে না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'পারিবারিক কারণে ও মিরপুর টেস্টে থাকবে না। যেহেতু ঘরের মাঠে খেলা, খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আর নিউজিল্যান্ডে গিয়ে তো তাকে অনেক দিন (জৈব সুরক্ষাবলয়ে) থাকতে হবে।'



টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজের আগে টিম ডিরেক্টরের দায়িত্ব নেন জাতীয় দলের সাবেক এই অধিনায়ক। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর চট্টগ্রামে প্রথম টেস্টেও দলের সঙ্গে ছিলেন তিনি। সুজন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পর প্রধান কোচ রাসেল ডমিঙ্গোর দায়িত্ব যে সংকুচিত হয়ে এসেছে, সেটা মোটামুটি দৃশ্যমানই। দায়িত্ব পেয়ে বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আলাদা করে ডেকেছিলেন তিনি। নতুন চেহারার দলে ছাপ ছিল সেটির। যদিও মাঠের সুজনের কতৃত্ব খুব একটা ফুটে উঠেনি। দল নির্বাচনেও তিনি যে খুব একটা প্রভাব ফেলতে পে‡রছেন তাও মনে হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই-ই হতে হয়েছে। চট্টগ্রাম টেস্টেও বাংলাদেশ হেরেছে বড় ব্যবধানেই। আগামীকাল মিরপুরে শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষেই নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়বে বাংলাদেশ। সূচি অনুযায়ী ঘরের মাঠের এই সিরিজ শেষ হবে আগামী ৮ ডিসেম্বর। এরপরের দিনই নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা করবে টাইগাররা। বৃহস্পতিবার মিরপুরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাহী নিজামউদ্দিন চৌধুরী সুজন বলেন, ৯ ডিসেম্বর সকালে যাত্রা করবে দল। এবার কিউই সফরে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দু'টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। কোয়ারেন্টাইন ইস্যুতে নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'আমাদের শেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে যে প্রটোকল ছিল, সেটা থেকেও কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। তিন থেকে চারদিনের রুম কোয়ারেন্টিন করতে হবে।' নতুন বছরের প্রথমদিন মাউন্ট মঙ্গানুইতে আতিথেয়তা নেবে বাংলাদেশ। ৯ জানুয়ারী ক্রাইস্টচার্চে হবে দ্বিতীয় টেস্ট। নিউজিল্যান্ডে কঠোর কোয়ারেন্টিন প্রটোকলের কারণে বাংলাদেশকে আগেভাগে যেতে হচ্ছে।

ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন ইয়াসির



স্পোর্টস ডেস্ক: অভিষেক টেস্টে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতা হয় ইয়াসির আলীর। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন এই ব্যাটসম্যান। পরে তার 'কনকাশন সাব' হিসেবে নামেন নুরুল হাসান সোহান। ইয়াসির জানিয়েছেন, মাথায় আঘাত পাওয়ায় ভয় ধরে গিয়েছিল তার মনে।

অনেক জল্পনা কল্পনা ও অপেক্ষার পর টেস্ট অভিষেক ডান-হাতি ব্যাটসম্যান ইয়াসিরের। ঘরোয়া লীগের এই নিয়মিত পারফর্মার চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে সুবিধা করতে পারেননি। ব্যক্তিগত ৪ রানে বোল্ড হন হাসান আলীর বলে। তবে দারুণ লড়াই করেন দ্বিতীয় ইনিংসে। বাংলাদেশের ব্যাটিং লাইনআপ মুখ থুবড়ে পড়লে লিটন দাসের সাথে জুটি বাঁধেন ইয়াসির। খেলছিলেন বেশ সাবলীলভাবে। ব্যক্তিগত ৩৬ রানে শাহীন আফ্রিদির লো বাউন্সারে আহত না হলে ইনিংসটাকে হয়তো আরো বড় করতে পারতেন ইয়াসির।

মেডিকেল রিপোর্টে নিশ্চিত হওয়া গেছে তার আঘাত গুরুতর ছিল না। এরই মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। শনিবার সিরিজ নির্ধারণী দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হয় মিরপুরে। এই ম্যাচ সামনে রেখে বৃহস্পতিবার জাতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ইয়াসির। এদিন ব্যাটিং অনুশীলন করেননি। মিরপুরের শরীর চর্চা কেন্দ্রে সময় কেটেছে তার। এরই ফাঁকে সংবাদ মাধ্যমকে প্রথম টেস্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলেছেন ইয়াসির। ক্রিকবাজকে তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, বল মাথায় আঘাত হানার পর আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এটা একটা মিশ্র অনুভূতি।'

ইয়াসির মাঠ ছেড়ে যাওয়ার পর ছন্দপতন হয় বাংলাদেশের। তার বদলি হিসেবে নামা সোহান ১৫ রান করে ফেরেন সাজঘরে। ১৫৩ রানে তার বিদায়ের পর স্কোরবোর্ডে মাত্র ৪ রান যোগ করে পারে বাংলাদেশ। এ নিয়ে নিজের আক্ষেপ লুকাননি ইয়াসির। তিনি বলেন, 'এটা খুব হতাশার ছিল। আমি যেভাবে ব্যাটিং করছিলাম, এভাবে চালিয়ে যেতে পারলে দলের অবস্থান আরো ভালো থাকতো। উইকেটে এসেই রান করা নতুন ব্যাটসম্যানের পক্ষে সব সময় কঠিন। আমি আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর আর কেউ দলের হাল ধরতে পারেনি, এটা সত্যিই হতাশার।'

আলাদাভাবে অনুশীলনে ঘাম ঝরালেন সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক: মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক'দিন ধরেই অনুশীলন করছিলেন সাকিব আল হাসান। গত ২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারও দ্রুতই মাঠে হাজির হন তিনি। মিরপুরে বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম থেকে ফেরা বাংলাদেশ দলের অনুশীলন ছিল দুপুর দেড়টা থেকে। কিন্তু সাকিব চলে এলেন বেলা ১১টায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা মিরপুরের ইনডোরে নিবিড় ব্যাটিং অনুশীলন চালিয়ে যান সাকিব।



তিনজন পেস বোলার সাকিবকে নেটে বোলিং করেন। ছিলেন বাঁহাতি স্পিনার, অফ স্পিনার আর লেগ স্পিনারও। সাকিব তার একাডেমি থেকেই এই ছয়জন বোলার নিয়ে এসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক ব্যাটিং অনুশীলন শেষে সাকিব ড্রেসিংরুমের দিকে আসেন। পুরোটা সময় টেস্ট মেজাজের ব্যাটিং করেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। সাকিব বাংলাদেশ দলের জৈব সুরক্ষা বলয়ের বাইরে ছিলেন। যে কারণে এককভাবে অনুশীলন করেন তিনি। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে করোনাভাইরাস পরীক্ষার জন্য নমুনা দেয়ার পর বিশ্রামে ছিলেন সাকিব। দেড়টার দিকে মাঠে এসে অনুশীলন শুরু করে বাংলাদেশ দল। নেগেটিভ রিপোর্ট পাওয়ার পর তাদের সঙ্গে যোগ দেন সাকিব। ইনডোরে বোলিং মেশিনে কিছুক্ষণ ব্যাটিং করে বাইরে এসে আড্ডা দেন সতীর্থদের সঙ্গে। জাতীয় দলের নেটে এ দিন আর ব্যাটিং করেননি সাকিব। পরে করেন স্রেফ দুই বল, দীর্ঘদিনের সতীর্থ মুশফিকুর রহীমকে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝপথে পাওয়া হ্যামস্ট্রিং চোটের কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাকিবকে পায়নি বাংলাদেশ। এরপর প্রথম টেস্টের দলে থাকলেও সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়ায় শেষ মুহূর্তে বাদ পড়েন সাকিব। তবে আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া মিরপুর টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মাঠে ফেরার জন্য কয়েক দিন থেকেই নিজের মতো করে অনুশীলন করছেন সাকিব। তার ঘনিষ্ঠ কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিনের সঙ্গেও কয়েকটি সেশনে কাজ করেছেন ব্যাটিং নিয়ে। সব ঠিক থাকলে পাকিস্তানের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট দিয়ে গত ফেব্রুয়ারীর পর প্রথমবারের মতো দেশের মাটিতে টেস্ট খেলবেন সাকিব। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সবশেষ ৬ টেস্টের মাত্র দুটিতে খেলেন তিনি। বছরের শুরুতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষ চট্টগ্রাম টেস্টের মাঝপথে চোট পেয়ে ছিটকে যান। খেলতে পারেননি মিরপুরে পরের টেস্টে। পরে আইপিএলের জন্য খেলেননি শ্রীলঙ্কায় দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে। জুলাইয়ে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দিয়ে ফেরেন এই সংস্করণে। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাওয়া হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের জন্য খেলতে পারেননি পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্টে ব্যাট হাতে দারুণ সফল সাকিব। ৪ টেস্টে ৮ ইনিংসে এক সেঞ্চুরি ও তিন ফিফটিতে তার সংগ্রহ ৪১২ রান। সর্বোচ্চ ১৪৪। গড় ৬৮.৬৬। টেস্টে কোনো দলের বিপক্ষে এটাই তার সর্বোচ্চ গড়। তবে বিপরীত চিত্র বোলিংয়ে। ৬ ইনিংসে নিতে পেরেছেন কেবল ৯ উইকেট। সেরা ৮২ রানে ৬ উইকেট। গড় ৬৩.৮৮। বোলিংয়ে কেবল পাকিস্তানের বিপক্ষেই তার গড় পঞ্চাশের বেশি। একাধিক টেস্ট খেলেছেন এমন দেশের মধ্য কেবল তাদের বিপক্ষেই বাঁহাতি এই স্পিনারের উইকেট দুই অঙ্কে যায়নি।

ঐচ্ছিক অনুশীলনে ঘাম ঝরলো বাবর-আজহারদেরও

ঢাকা টেস্ট রেখে বৃহস্পতিবার ছিল পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়দের ঐচ্ছিক অনুশীলন। সেখানে যোগ দেননি দলের সব ক্রিকেটার। তবে অধিনায়ক বাবর আজমের সঙ্গে আজহার আলী, ফাওয়াদ আলম, সৌদ শাকিল ও কামরান গুলামরা সকাল থেকেই মিরপুরের একাডেমি মাঠে অনুশীলনে ঘাম ঝরান। সিরিজের প্রথম টেস্টের দলে ছিলেন না সৌদ শাকিল ও কামরান গুলাম। আর বাবর, ফাওয়াজ, আজহাররা দলে থাকলেও ব্যাট হাতে প্রত্যাশা মতো রান করতে পারেননি। চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রথম ইনিংসে 'গোল্ডেন ডাক' মারেন আজহার আলী। বাবর আজম ১০ ও ফাওয়াদ আলম করেন ৮ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে চাপমুক্ত অব¯'ায় ক্রিজে গিয়ে দলের আট উইকেটের জয়ে আজহার ২৪ ও বাবর ১১ রানে অপরাজিত থাকেন। আগামীকাল মিরপুরের শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট। ম্যাচ সামনে রেখে আজ পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করবে সফরকারী পাকিস্তান দল।









দি অপমিষ্টস'র ফান্ড রেইজিং ও কমিউনিটি পূনর্মিলণী অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

ও অপটিমিষ্টস কমিউনিটির পূনর্মিলণী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অবহেলিত শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ব্যাঙ্কুইটে ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের আযোজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান করোলিন মেলোনী ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমার। কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য অনুষ্ঠানে টাইম টেলিভিশন-কে বিশেষ সম্মাণনা প্রদান করা হয়। কংগ্রেসওম্যান করোলিন মেলোনীর কাছ থেকে টাইম টেলিভিশন-এর পক্ষে অ্যাওয়ার্ডটি গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির সিইও এবং বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের। এছাড়াও অনুষ্ঠানে টিবিএন২৪, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইন্ক ও বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি-কেও সম্মাণনা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দি অপটিমিষ্টস-এর সভাপতি শাহেদুল ইসলাম। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন দি অপটিমিষ্টস-এর বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের প্রধান মেজর জেনারেল (অব:) আব্দুস সালাম চৌধুরী। যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মিনহাজ আহমেদ সাম্মু ও ফাতেমা শাহাব রুমা। অনুষ্ঠানে দি অপটিমিষ্টস-এর কর্মকান্ড ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয় এবং বাংলাদেশ সেবা গ্রহণকারী কয়েকজন কিশোর-কিশোরীর অভিমত ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে অপটিমিষ্টস-এর ফান্ড রেইজ করতে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী তাজুল ইমাম ও ড. ওবায়দুল্লাহ মামুন -এর একটি করে চিত্রকর্ম এবং শিল্পী আখতার আহমেদ রাশা'র হাতে তৈরী একটি চিত্রকর্ম নিলামে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে দি অপটিমিষ্টস-এর সাবেক সভাপতি রানা চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটি'র সভাপতি মোহাম্মদ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আমিন মেহেদী, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক সোহেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, কোধাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য রুবেল আহমেদ, ফাহিমুজ্জামান, এই-এইচ ড্রিম ফাউন্ডেশন ইনক'র সভাপতি আলী হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।











দর্শকদের হতাশ করলো ১৯তম ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড

(শেষের পাতার পর)

কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন। আর দর্শকদের দৃষ্টিতে ছিলেন 'কিং অব বাংলাদেশ' খ্যাত এই সময়ের জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান।

অনুষ্ঠানে আরো যেসব তারকা যোগ দেন তারা হলেন- চিত্র নায়িকা আজমেরী হক বাঁধন, বিদ্যা সিনহা মিম ও শবনম ইয়াসমিন বুবলী, চিত্র নায়ক বাপ্পি চৌধুরী। অপরদিকে পূর্ব ঘোষিত তারকাদের মধ্যে যারা অনুপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন- বলিউডের চিত্র নায়িকা নার্গিস ফাকরী, কলকাতার জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী মিতালী মুখার্জী, সঙ্গীত শিল্পী সেলিম চৌধুরী, টিভি অভিনেতা জিয়াউল হক অপূর্ব, চঞ্চল চৌধুরী, জিয়াউল হক পলাশ ও মিশু সাব্বির, অভিনেত্রী শাবিলা নূর ও তানজিন তিশা, মিরাক্কেল খ্যাত কমেডিয়ান আবু হেনা রনি প্রমুখ। তাদের না আসার কারণে আয়োজক আলমগীর খান আলম দু:খ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, করোনার কারণে নানান জটিলতা দেখা দেওয়ায় তারা আসতে পারেনি। তবে আগামীতে তিনি আরো ভালো আয়োজনে পরবর্তী অনুষ্ঠান করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে জনপ্রিয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন-কে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন রাহাত মুক্তাদির। এছাড়াও 'সেরা অভিনেতা'র পুরস্কারপ্রাপ্ত চিত্র নায়ক শাকিব খানের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন উৎসব ডট কম-এর সিইও রায়হান জামান। মিম-এর হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন আলমগীর খান আলম।

জনপ্রিয় চিত্র নায়ক শাকিব খান অ্যাওয়ার্ড হাতে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ১৯ বছর ধরে ঢালিউডি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং তার অ্যাওয়ার্ডটি নায়কের ভক্ত-দর্শক ও সমর্থকদের উৎসর্গ করে বলেন এই অ্যাওয়ার্ড আমার নয়, আপনাদের জন্যই। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সিনেমা হলগুলোতে বাংলা ছবি চলছে, হলে গিয়ে আমনা বাংলা ছবি দেখুন, আগামী দিনে আরো ভালো বাংলা ছবি হবে।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান, এটর্নী মঈন চৌধুরী, শাহ নেওয়াজ, গিয়াস আহমেদ, তারেক হাসান খান, আসিফ বারী টুটুল, ফাহাদ সোলায়মান, জাকারিয়া চৌধুরী, আহসান হাবিব, খলিলুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিলো দেশ ও প্রবাসের শিল্পীদের নৃত্য, সঙ্গীত আর অ্যাওয়ার্ড ও প্ল্যাক বিতরণ।





‘অন্যের কল্যাণে কাজ করুন, আপনার কল্যাণ নিশ্চিত থাকবে’

নিউইয়র্ক: কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ’র জ্যামাইকাস্থ কার্যালয়ে নিয়মিত সাপ্তাহিক সাদাকায়ন প্রোগ্রাম গত ২৭ নভেম্বর শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ মেডিটেশন ‘সামাজিক মেডিটেশন’ দিয়ে প্রোগ্রামটি শুরু হয়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটির দায়িত্বশীল মোঃ এমদাদ উল্লাহ ভূঁইয়া। বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় আলোচক ছিলেন আবুল কালাম আজাদ টিপু। আলোচনার বিষয় ছিল- ‘অন্যের কল্যাণে কাজ করুন, আপনার কল্যাণ নিশ্চিত থাকবে’।

আলোচনার শুরুতে আলোচক বলেন- আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর কাউকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু যখন আমরা তাঁর সৃষ্টির সেবা করি, যখন আমরা অন্যের উপকার করি, আসলে তখন আমরা তাঁরই সেবা করি এবং তিনিই প্রতিদান দেন। এজন্যেই তো স্বামীজী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, জীবে দয়া করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। আরেকভাবে যদি দেখি-অন্যের কল্যাণ করা মানে প্রভুর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালন করা। কাজেই তখন প্রভুর দায়িত্ব হয়ে যায় তাকে ভালো রাখা। এজন্যে যিনি অন্যের কল্যাণ করেন তার নিজের কল্যাণ নিশ্চিত হয়ে যায়।

এরপর তিনি বলেন, আর অন্যের কল্যাণে কিছু করার নাম সাদাকা। কাউকে দেখে আগে সালাম দেয়া এবং হাসিমুখে সে সালামের জবাব দেয়ার যে চর্চা আমরা করেছি, সেটা অনেক বড় একটি সাদাকা, কল্যাণকর কাজ। কিন্তু এই সাদাকার জন্যে অত সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই। একইভাবে আরো অনেক সাদাকার কথা নবীজী (স) আমাদেরকে বলে গেছেন, যেগুলোর জন্যে অত পূর্বপ্রস্তুতি লাগে না। যেমন-হাসিমুখে কথা বলা, ভালো কাজে উৎসাহিত করা, কাউকে পানি ঢেলে খাওয়ানো, গাছ লাগানো, কোনো ব্যক্তিকে যানবাহনে ওঠাতে বা মাল ওঠাতে সাহায্য করা, সুন্দরভাবে কারো প্রশ্নের উত্তর দেয়া, মানুষের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টিকারী কাঁটা, পাথর বা বাধা সরিয়ে ফেলা সাদাকা। অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং গিয়ে তাকে বলা যে, ইনশাল্লাহ দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন-এটা সাদাকা। তিনি আরো বলেন, এই সাদাকার বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব প্রকাশিত হচ্ছে এখন। বিজ্ঞানীরাই এখন বলছেন যে, কীভাবে সাদাকার মাধ্যমে আপনি গড়ে তুলতে পারেন আপনার সুস্বাস্থ্য, শক্তিশালী করে তুলতে পারেন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব বিহেভরিয়াল মেডিসিনে প্রকাশিত একটি পেপারে ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর প্রফেসর স্টিফেন জি পোস্ট প্রমাণ করেছেন যে কীভাবে সমমর্মিতা, সমব্যথিতা ও অন্যের সাহায্য ও উপকার করার মনোভাব একজন মানুষের সুস্বাস্থ্য গড়ে তুলতে সরাসরি প্রভাব ফেলে এবং তাকে দীর্ঘায়ু হতে সাহায্য করে। এরমধ্যে একদল গবেষক বেশ কয়েকজন বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন প্রাপ্তবয়স্কদের ওপর একটি এক্সপেরিমেন্ট চালান। এর পুরো ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে ক্লিনিকেল সাইকোলজি জার্নালে। গবেষকরা ঠিক করেন যে তারা দু’ভাবে চেষ্টা করবেন সেই মানুষদের বিষণ্নতা ও উদ্বেগ কাটাতে-

১) বিষণ্নও উদ্বিগ্নরা চেষ্টা করবেন অন্যদের কাছে নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপন করতে, যে তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা বা দুর্বলতা নেই। তারা অন্যের কাছে নিজেদের একটি ইমেজ দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন।

২) আরেক দল বিষণ্ন ও উদ্বিগ্ন মানুষ অন্যের সাহায্যে কিছু করবেন।

দেখা গেছে যে যারা প্রথম উপায়টি অবলম্বন করেছেন তারা মানসিকভাবে আরো দুর্বল হয়ে গেছেন। আর যারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেছেন তাদের মধ্যে ডিপ্রেশন উদ্বেগ অনেক কমে গেছে। এবং সেইসাথে তাদের আশপাশের মানুষদের সাথে সম্পর্কও আরো ভালো হয়েছে যা তাদের দীর্ঘদিন ধরে ভালো থাকতে আরো সাহায্য করবে।

পরিশেষে তিনি বলেন, কোয়ান্টামে আমাদের প্রত্যয়নের শেষ বাক্যটা কী? তা হল; জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করব। এই মানুষের কল্যাণ করার মধ্য দিয়ে নিজের কল্যাণ হয়। অর্থাৎ অন্যের কল্যাণে যত কাজ করবেন তত আপনি সুস্থ থাকবেন, তত সুন্দর থাকবেন, তত সুখী জীবনের অধিকারী হবেন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই। কোয়ান্টামে আমরা খুব ভাগ্যবান আমরা মানুষের জন্যে কাজ করছি। এবং মানুষের জন্যে কাজ করছি বলে আল্লাহ আমাদেরকে এত ভালো রেখেছেন! আসলে অন্যের কল্যাণে কাজ করার জন্যে শুধু ইচ্ছাটাই যথেষ্ট যে, আমি কাজ করব। পরম করুণাময় আমাদেরকে সৎকর্মের জন্যে কবুল করুন, এই প্রার্থনা রেখে আলোচক আলোচনা শেষ করেন।

মেডিটেশন, জীবন ঘনিষ্ঠ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন এবং আলোচনা দিয়ে সাজানো এই অনুষ্ঠানে অনসাইট এবং অনলাইনে লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে আমেরিকার ৭টি স্টেট, কানাডার একাধিক প্রভিন্সসহ মোট ৬টি দেশের অর্ধশতাধিক মানুষ প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। অনলাইনে অংশগ্রহণ করতে ভিজিট করুন: qms-usa.org/sadakayon

-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

‘সোসাইটির অচলবস্থা দূরীকরণে কর্মকর্তদেরকেই

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটির অচলাবস্থা নিরসনে সংগঠনটির কার্যকরী কমিটি বা ট্রাস্টি বোর্ডের কোন উদ্যোগ গ্রহনের খবর পাওয়া যায়নি। সবাই তাকিয়ে আছে আদালতের দিকে। নতুন মাসের গোড়ার দিকে আদালতে এ বিষয়ে শুনানি হবার কথা রয়েছে। মামলার নতুন তারিখ পড়েছে আগামী ৬ জানুয়ারী। সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ধরেই নিয়েছে পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকেই দায়িত্বে থাকতে হবে! এ ব্যাপাওে তারা মোটামুটি নিশ্চিত। এ ব্যাপারে বিপরীত কিছু তারা ভাবতে পারছেন না! অপরদিকে সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড একধাপ এগিয়ে সোসাইটির বিরুদ্ধে করা মামলা মোকাবেলার কথা জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সোসাইটির কার্যকরী কমিটি দায়িত্বে থাকার পরও টাস্টি বোর্ডকে মামলা কেন মোকাবিলা করতে হবে এ প্রশ্নের উত্তর কোন পক্ষেও কাছেই নেই। এ বিষয়ে সোসাইটির কার্যকরী কমিটির একটি অংশ মনে করে যে, ট্রাস্টি বোর্ড অযাচিতভাবে এ কাজে এগিয়ে এসেছে। তারাই যদি করবে তাহলে আমরা দায়িত্বে আছি কেন?

তাদের অনেকেই মনে করেন, যে কার্যকরী কমিটির একটি অংশের পরোক্ষ ইঙ্গিতে বা সহযোগিতায় সোসাইটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে বা হচ্ছে। যাতে বর্তমান কমিটি আরো বেশী সময় ক্ষমতায় থাকতে পারে।

সোসাইটি প্রেমী অনেক সাবেক কর্মকর্তার অনেকেই একই মত পোষন করেন। তাছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী অনেক প্রার্থীই একই মত পোষন করেন!

অতীতে সোসাইটির বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা মোকাবেলার পাশাপাশি মামলাকারীর সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালিয়েযাওয়া হয়েছে। এ বছরে এটি অনুপস্থিত! ফলে সবাই আদালতের দিকে তাকিয়ে আছে!

বাংলাদেশ সোসাইটি একটি নট ফর প্রোফিট অর্গানাইজেশন। প্রবাসের সকল বাংলাদেশী ভাই-বোনদের কল্যাণে কাজ করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য। সে কারনে সোসাইটির কার্যক্রম আরও গণমুখি এবং গতিশীল করা উচিত। সোসাইটির কার্যকরী কমিটি শুধুমাত্র তিনটি বা চারটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্তত ১০ জেলা বা ৭ বিভাগের প্রতিনিধিত্ব করে এমন সদস্যকে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা উচিত! এছাড়া সোসাইটির বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগই আমলে নিয়ে খন্ডন করা উচিত সোসাইটির কর্মকর্তাদের! বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতি বছর মামলা পরিহার করার জন্য বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। সর্বোপরি সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড এবং নির্বাচন কমিশন গঠনে কর্মকর্তাদের আরো বেশী সচেষ্ট হতে হবে! কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। এটাও খুব জরুরী।

এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোসাইটির কর্মকর্তাদের এখনই অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। সোসাইটিকে গণমুখী করার বাস্তব প্রতিশ্রুতি দিয়ে একদল লোককে এখুনি এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে মামলা প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাদীর আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে!

সোসাইটির অচলাবস্থার দূর করার জন্য সোসাইটির কর্মকর্তাদের শুধুমাত্র আদালতের দিকে না তাকিয়ে কমিউনিটির অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা যেতে পারে। সোসাইটির প্রাক্তন কর্মকর্তাদেরও পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। তাদেরকে যুক্ত করে এ অচলাবস্থা থেকে উত্তোরণের পথ খোঁজা যেতে পারে।

‘কাঁচা বাদাম’ খ্যাত ভুবন কিডন্যাপের ভয়ে থানায়

(শেষের পাতার পর)

তার গাওয়া গানের নাম ‘কাঁচা বাদাম’। ভুবন বাদাম বিক্রি করেন, ভাজা বাদাম নয়, কাঁচা বাদাম। ভাজা বাদামের অপকারিতা আর কাঁচা বাদামের উপকারিতা নিয়ে একটি গান বেঁধেছেন তিনি। এই গানের কথা যুক্ত হয়েছে টাকা ছাড়াও কিসের বিনিময়ে বাদাম বিক্রি করেন, যেমন ভাঙা মোবাইল, সিটি গোল্ডের পুরনো জিনিস, মাথার চুল ইত্যাদি। গানের কথায় এসব আর অদ্ভুত সুর তরুণরা ইন্টারনেটে পাওয়া মাত্রই লুফে নেয়। এতে নতুন বিড়ম্বনায় পড়েছেন ভুবন বাদ্যকর। বীরভূমের দুবরাজপুর ব্লকের অন্তর্গত লক্ষ্মীনারায়ণপুর পঞ্চায়েতের কুড়ালজুড়ি গ্রামের বাসিন্দা তিনি। এখন প্রতিনিয়ত অসংখ্য ভক্ত, ইউটিউবার আসছে তার কাছে। তুলতে চাইছে ছবি। জানতে চাইছে তার সম্পর্কে। ‘খ্যাতির বিড়ম্বনায়’ পড়ে এবার হেলমেট মাথায় দিয়ে থানায় উপস্থিন ভুবন বাদ্যকর। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দ বাজার।

আনন্দ বাজার বলছে, থানায় পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে যান ভুবন। ভুবনের অভিযোগ, এই গান নেচে-গেয়ে অনেকেই লক্ষ লক্ষ রোজগার করে ফেলছেন। কিন্তু তাঁর হাত খালি। তাই নিয়ে দুবরাজপুর থানায় নালিশ জানালেন ‘বাদাম-গান’-এর স্রষ্টা ভুবন।

ভুবনের দাবি, তাঁর গান ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নেটমাধ্যমে সেই গান আপলোড করে প্রচুর টাকা রোজগার করছেন অনেকে। সে কারণেই পুলিশের দ্বারস্থ তিনি। ভুবন বলেন, ‘গানটি ভাইরাল হওয়ার পর প্রচুর মানুষ বাড়িতে ভিড় করছেন। সকলেই আমার গান ভিডিয়ো করতে চান। তার পর সেই গান নেটমাধ্যমে ছেড়ে অনেক টাকা আয়ও করছেন। অথচ আমার হাত খালি।’ ইউটিউবে তাঁর গানের স্বত্ব ‘সংরক্ষিত’ হিসাবে দেখাচ্ছে। অথচ ভুবন বলছেন, ‘আমার কোনও ইউটিউব অ্যাকাউন্টই নেই!’ ভুবনের দাবি, পুলিশ-প্রশাসন তদন্ত করে প্রাপ্য টাকা তাঁকে পাইয়ে দিক।

অন্য দিকে, গান জনপ্রিয় হওয়ায় রীতিমতো খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়ে গিয়েছেন বাদাম বিক্রেতা ভুবন। রাতারাতি তারকার মর্যাদা পাচ্ছেন। রাস্তায় বেরোলেই অনেকেই ছুটে এসে ছবি তোলার আবদার করছেন। তাতেই বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছেন ভুবন। এই কারণে শুক্রবার থানায় যাওয়ার সময় মাথায় হেলমেট পরে বাড়ি থেকে বেরোন তিনি। যাতে কেউ চিনতে না পারেন। ভুবনের সন্দেহ, কেউ তাঁকে অপহরণ করতে পারে। থানায় পৌঁছেও জনপ্রিয়তার মাসুল গুনতে হয়েছে তাঁকে। সেখানেও অনেকেই ভুবনকে চিনতে পেরে ছবি তোলার আবদার করেন। হাসিমুখে অবশ্য সে আবদার মেটান ভুবন বাদ্যকর।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১১

(শেষের পাতার পর)

দুদিন দেরি হওয়াতে গত শনিবার বেশ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হলাম, ট্রেনে সবাই বেশ আরাম ২/৩ সিট নিয়ে বসেছে। পাশাপাশি দুজন মহিলার মাঝখানে দুটো সিট ফাঁকা দেখে আমি বললাম- ক্যান আই হ্যাভ এ সিট? ডানপাশের মাঝবয়েসী মহিলা খুব বিরক্ত হয়ে সরে বসল একটুখানি। বসলাম ঠিকই কিন্তু হাতের ভারী ব্যাক প্যাকটা ভীষণ জ্বালাতন করছিল। যাইহোক, অর্ধেক পথ যাবার পর সেই বিরক্ত মহিলা বাংলায় জিজ্ঞেস করল কই যাব? বললাম। বলল কই কাজ করেন? আমি কখনোই অপরিচিত কাউকে নিজের সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে পছন্দ করি না। কিন্তু সে বাঙালী বলেই কিনা বলে ফেললাম একটা ক্লিনিকে কাজ করি, বলল নার্স, নার্সদের তো অনেক বেতন তবে অন্যের ময়লা (আসল শব্দটা আর দিলাম না) সাফ করতে হয়।

আবার জিজ্ঞেস করল, কি পোস্টে জব করেন বললাম রিসেপশনিস্ট। সে খুব তাচ্ছিল্যের সাথে বলল ‘ও’। তা দেশ থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে এসেছেন? কিছু বলার আগেই, ‘অন্তত গ্র্যাজুয়েশন করে আসলে একটা ভালো জব পেতেন।’

তাকে বলতে ইচ্ছে করল না যে আমি ইডেন থেকে ইকোনমিকস-এ মাস্টার্স করার পর লন্ডন থেকে এমবিএ করেছি নিজের টাকায় আর সেখানে ম্যানেজার হিসেবে জব করেছি সাড়ে ৩ বছর, তারা আমাকে ওয়ার্ক পারমিট দিয়েছিল কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছেয় দেশে চলে গিয়েছিলাম আর সে ২০০৩ (যখন স্টুডেন্ট ছিলাম) থেকে হাই প্রোফাইল জব করেছি বড় বড় পজিশনে।

ভালোবাসা, ঘৃণা, প্রতিযোগিতা সব কিছুই সমানে সমানে হওয়া উচিত। অযথা যাকে তাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত না। তারপর সে নিজে থেকেই কোথায় কাজ করে বলল, আমি ভালো করে শুনিওনি, ২য় বার জিজ্ঞেসও করিনি। সে নিজেই বলল আমি কিন্তু সেলসম্যান না, সিকিউরিটি না কি বলল বুঝিনি। আবার বলল, আমি কিন্তু সেলসম্যান না। আর থাকতে না পেরে বললাম সেলসম্যান হলেই কী!! তারা কি মানুষ না!? চুরি ডাকাতি করার চেয়ে, কারো কাছে হাত পাতার চেয়ে, কষ্ট করে উপার্জন করলে সেটা নিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত।

ভেবেছিলাম এবার থামবে কিসের কি। বলল আগামী মাসের ৩ তারিখ দেশে যাচ্ছি, বাড়ি অমুক জেলায় কিন্তু গেলে ঢাকায়ই থাকি। ঢাকায় আমার বড় ভাশুরের ২/৩ টা বাড়ি, ননদের বাড়ি, দেবরের বাড়ি আছে আলাদা আলাদা। আমার থাকার অভাব নেই।

আরও বলল, তার নাকি কোন কিছুর অভাব নেই তাও নাকি বর বলে, ঘরে বসে থাকবা কেন, কাজ কর। তার বর কত ভালো!

আরও কি কি বলত জানি না, আমার গন্তব্য চলে আসায় আমি নেমে গেলাম।

ট্রেনে পাশের সিটে বসা অচেনা অজানা আরেকজন মহিলাকে তার সোকল্ড শো অফ করে কি লাভ হল জানি না।

ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে তেমনি কিছু কিছু মানুষ (!) দেশের বাইরে / বড় শহরে (!) এসেও একটু বদলায়নি!!

ফেরার পথে আরেক মজার ঘটনা দেখলাম। ট্রেনে এক লোক সমানে অনেক উঁচু গলায় পুরো সিস্টেমের পোস্ট মর্টেম করছিল আর বলেই যাচ্ছিল, আমার এই ছিল আমার ওই ছিল। আমি কারো কাছে ভিক্ষা চাই না। কেউ হেল্প করলে হেল্প নেই।

বেশ কতক্ষণ পর সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সবার সামনে গিয়ে বলছিল, ডু ইউ ওয়ান্ট হেল্প? আই এ্যাম নট ব্যাগিং, ইফ ইউ হেল্প, আই উইল টেইক হেল্প । পুরো বগীতে ঘুরল হাত পেতে কিন্তু কেউই তাকে, ৩ হেল্পচ করতে রাজি হল না ।

সিরিয়াসলি, নিউইয়র্ক এক অদ্ভুত শহর আর এই শহরের মানুষগুলো আরও অদ্ভুত!

পাপনের বক্তব্যের পর সাকিবের ছুটির চিঠি!

(শেষের পাতার পর)

৬টা নাগাদ আসন্ন নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ১৮ সদস্যের দল ঘোষণা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। কিন্তু এর এক ঘণ্টা পর চিঠি দিয়ে সাকিব নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ছুটি চান।

দল ঘোষণার ঘণ্টাখানেক পর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পারিবারিক কারণ’ দেখিয়ে নিউজিল্যান্ড সিরিজ থেকে ছুটি চেয়ে আবেদন করেছেন বিশ্বসেরা এই অলরাউন্ডার। বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন বিসিবি পরিচালক জালাল ইউনুস। তবে এর আগে, বিসিবি সভাপতি নাজমুল হোসেন পাপন শনিবার বিকেলে বলেন, সাকিব এখনো লিখিতভাবে বোর্ডে কোনো কিছুই জানাননি।

বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরীকে পাঠানো চিঠিতে সাকিব জানিয়েছেন, জরুরি পারিবারিক কারণে তিনি ৯ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া নিউজিল্যান্ড সফরে যেতে চান না। সাকিব তাই অনুরোধ করেছেন তাঁকে দলের বাইরে রাখতে। ৭ দিনের কোয়ারেন্টিনসহ মোট ৪০ দিনের সফরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ দল। প্রথম টেস্টের ভেন্যু মাউন্ট মঙ্গানুই ও দ্বিতীয় টেস্টটি হবে ক্রাইস্টচার্চে। সিরিজের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে বাংলাদেশ দল।

এ বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে সীমিত ওভারের ম্যাচ খেলতে নিউজিল্যান্ড গিয়েছিল বাংলাদেশ। তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছিল টাইগাররা।

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ২৮ ডিসেম্বর

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটি ও বোর্ড অব ট্রাষ্টির যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনজুর হোসেন চৌধুরী জগলুলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশন সহ চার জেলার প্রত্যেকটি থেকে একজন করে সদস্য মনোনয়ন পুর্বক মোট পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা করা হয়।

গঠিত নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম। কমিশনারগণ হলে-আহমেদ এ হাকিম (সিলেট), মোশারফ আলম, (সুনামগঞ্জ), সাব্বীর হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভী বাজার)।

সভায় বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য আজমল হোসেন কুনু ও এডভোকেট মোঃ নাসির উদ্দীন, সহ সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন, মো: জোসেফ চৌধুরী, শফি উদ্দীন তালুকদার সহ সাধারণ সম্পাদক লোকমান হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক বোরহান উদ্দীন, আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পাদক শামীম আহমেদ মনির, ক্রীড়া সম্পাদক শাহীন কামালী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জামিল আনসারী, মহিলা সম্পাদিকা সুতিপা চৌধুরী, কার্যকরী কমিটির সদস্য হেলিম উদ্দীন, রোকন হাকিম, মিজানুর রহমান মিজান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আগামী ২০ ডিসেম্বর যথাযত মর্যাদায় বিজয় দিবস উদযাপন ও ২৮ ডিসেম্বরে সাধারণ সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভাদাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100

- স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
- জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
- মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
- Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা



আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন **ডেন্টাল সার্জন**

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

---

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এমডি আহসানুল হক

(৪৬ পাতার পর)

স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বহু টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ ছাড়াও বেতার এবং ইন্টারনেটে কাজ করেছেন।

জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল এনটিভি-র জন্য ২০০৬ সাল থেকে এ নাগাদ নিয়মিত অনুষ্ঠান করে যাচ্ছেন। বর্তমানে এ অনুষ্ঠানটির নাম 'হ্যালো আমেরিকা'। আগে এর নাম ছিল ওয়াশিংটন বার্তা।

বাংলাদেশে প্রতি রোববার রাতে এটি সম্প্রচারিত হয়। এ ছাড়া আরটিভি-তে 'আমেরিকার রাজনীতি' অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত ইংরেজি ভাষায় সাক্ষাৎকার নেন। এর আগে এটিএন বাংলার জন্য 'সরাসরি আমেরিকা' অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা-উপস্থাপনা করেছেন।

১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তিনি বিবিসি বাংলায় খন্ডকালীন কাজ করেছেন। মাঝখানে কয়েক বছর লন্ডনভিত্তিক বাংলা টিভিতে হেড অফ নিউজ পদে ছিলেন। স্নাতক এবং মাস্টার্স করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে। লন্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজে (সোয়াস) ভারতীয় চলচ্চিত্রের ওপর স্নাতকোত্তর পড়ালেখা করেছেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

রোগ প্রতিরোধে পেঁপে

(শেষের পাতার পর)

কাঁচা পেঁপের দাম সবচেয়ে কম। সেই পেঁপেকে সবজি হিসেবে খুব কম মানুষ খায়। পাকা পেঁপের দাম একটু বেশি হলেও সবাই সেভাবে খায় না। পেঁপে হার্টের সুস্থতা রক্ষায় উপকারী, ডায়াবেটিস, হার্ট ডিজিজ হওয়া আটকায়, মল নির্গমন পথে ক্যান্সার হওয়া রোধ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের গবেষক বিজ্ঞানী ডা. সুম্যান হেয়ায়াতি জানিয়েছেন, খাবারের মাধ্যমে শরীর যদি পর্যাপ্ত পটাশিয়াম না পায় তাহলেও ব্লাড প্রেসার হাই হয়ে যায়। তার আক্ষেপ, ডাক্তাররা সোডিয়াম ক্লোরাইড তথা লবণকেই হাই ব্লাড প্রেসারের জন্য দায়ী করেন, অথচ রোগীর রক্তে পটাশিয়ামের পরিমাপ করাটা জরুরি। পটাশিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সেসব খেতে বলতে হবে যেগুলোয় সোডিয়াম কম, পটাশিয়াম বেশি। পেঁপেতে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। যেমন ক্যারোটিন, ভিটামিন-বি, ফ্ল্যাভনয়েভ। পটাশিয়াম ছাড়াও ম্যাগনেশিয়াম থাকে। খাদ্যআঁশ, হজমকারক উৎসেচক পাপাইন, খানিকটা ভিটামিন-ই থাকে। পেঁপেতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কোলেস্টেরলের কারণঘটিত ক্ষতি আটকায়। কাজটি করে পেঁপেতে থাকা প্যারা-অক্সনেজ উৎসেচক এবং ভিটামিন সি ও ই মিলে। ফলে রক্তনালীতে খারাপ কোলেস্টেরলের আস্তরণ হতে পারে না। পেঁপেতে থাকা খাদ্যআঁশের গুণে খারাপ কোলেস্টেরলের আধিক্য হ্রাস পায়।

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
ডিভোর্স কন্সিলিয়েশন
এভিডেন্সিয়ারি অব সাপোর্ট
বিনা শর্তসাপেক্ষে সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুপাস
ডিপোর্টেশন, এসাইলম, গ্রীনকার্ড রিমিট

AUTHORIZED e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্স ক্যাব ও ফুড ট্রেডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

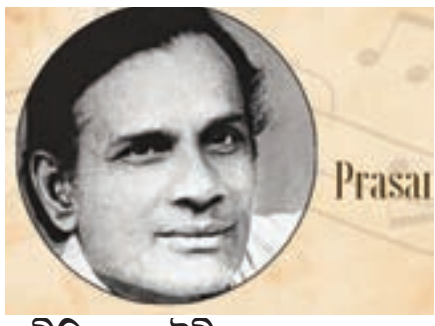
প্যাকেজ-২
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
ষ্ট্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম উৎসব ৬ ডিসেম্বর

আশরাফুল হাবিব মিহির: আগামী ৬ ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হল মিলনায়তনে 'গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার স্মরণ সংসদ, নিউইয়র্ক' এর উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দুই বাংলায় সমানভাবে জনপ্রিয় গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম উৎসব ।

আয়োজক সংগঠনের পক্ষে গোপাল সান্যাল জানান, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গান আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অনেক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা বাংলাদেশীরা সবসময় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে । তিনি আরো জানান, তাঁর লিখা গান দিয়ে যুদ্ধের সময় মানুষের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন তা আগামী প্রজন্মকে তাঁর সম্পর্কে অবহিত করতে হবে । বাংলাদেশের পাবনার ভূমিপুত্র গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের স্মৃতি সংরক্ষণের দাবী জানানোর পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমরা আরও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানান ।

অনুষ্ঠানে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা ও তাঁর লেখা গান গাইবেন ৭১ এর কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায়, শহীদ হাসান সহ বিশিষ্ট জনেরা । তাঁর লেখা 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' ২০০৪ সালে বিবিসির জরিপে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ২০টি বাংলা গানে ঠাঁই পেয়েছিল ।

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে ২০১২ সালে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' জানানো হয় । তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে-'শোন একটি মজিবরের কণ্ঠ থেকে লক্ষ মজিবরের কণ্ঠে সুরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি, আকাশে-বাতাসে ওঠে রণি', 'বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ', 'মাগো, ভাবনা কেন, আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে', 'এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হতো তুমি বলো তো', 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই সে যে ডাকাতিqা বাঁশি', 'এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন', 'ও নদীরে একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে', 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে', 'এই সুন্দর স্বর্ণালি সন্ধ্যায়, এ কী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু' এবং 'প্রেম একবার এসেছিল নীরবে' প্রভৃতি যা মানুষের মনকে আজও উজ্জিবিত করে ।

উল্লেখ্য, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ১৯২৫ সালে ৫ ডিসেম্বর পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৯৮৬ সালের ২০ আগস্ট তিনি কলকাতায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন ।

বাংলাদেশকে ভুটান ও ভারতের স্বীকৃতি

(প্রথম পাতার পর)

অবস্থা ততই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পাকিস্তানীদের পরাজয় সুনিশ্চিত করতে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে চলে বাংলার দামাল ছেলেরা । দিশেহারা হয়ে পড়ে পাকিস্তানীরা । তাদের মনোবল তলানিতে ঠেকে । পাকিস্তানী অনেক সৈন্য পালাতে শুরু করে ।

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বরও ছিল সোমবার । এদিন মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে যুক্ত হয় আরেক মাইলফলক । এদিন বাংলাদেশকে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশ ভুটান ও ভারত স্বীকৃতি দেয় । এটা পাকিস্তানীদের জন্য অনেকটা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়ায় ।

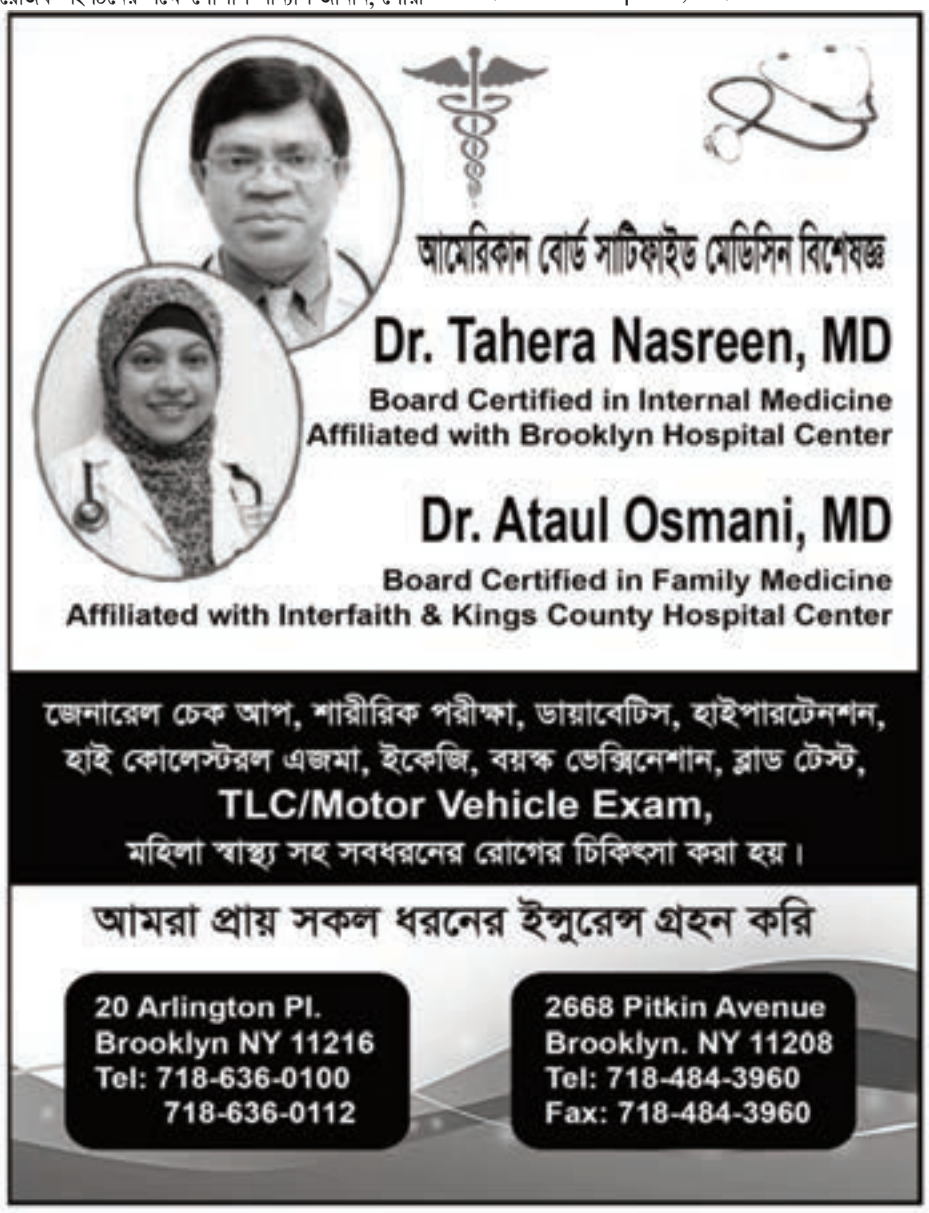
ভারতের স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'তে ঘোষণা করা হয়-বাংলাদেশকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত । তবে ইতিহাস বলে ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগে তারবার্তার মাধ্যমে ভুটান প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ।

ভারতের পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রস্তাব উত্থাপন করে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বাংলাদেশের সব মানুষের ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ এবং সেই সংগ্রামের সাফল্য এটা ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, তথাকথিত মাতৃরাষ্ট্র পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ।

ইন্দিরা গান্ধী বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিশাল বাধার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রাম এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে । সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করার পর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তার বক্তব্য শেষ না হতেই ভারতের সংসদ সদস্যরা হর্ষধ্বনি আর 'জয় বাংলাদেশ' ধ্বনিতে ফেটে পড়েন ।

এর আগে ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যুগ্মভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি দেন ।

ভারতের স্বীকৃতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে । এ স্বীকৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারত-পাকিস্তান' যুদ্ধের পরিচিতি থেকে মুক্তি দেয় । এ স্বীকৃতির ফলে মুক্তিযুদ্ধের গতি আরও বেগবান হয় ।







জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক

ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি

গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি

ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

রুমমেট আবশ্যক

এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়ে স্ট্রীট সাবওয়ের পাশে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এ পহেলা ডিসেম্বর থেকে তিনজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৩৪-২১৬-৫২০৬
ন-২২/২৯

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

আবশ্যক

টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

রুম ভাড়া

করোনা এলাকায় সেভেন ট্রেনের কাছে একটি এপার্টমেন্টে একটি আলাদা রুম ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। কেবলমাত্র পুরুষরা যোগাযোগ করুন। মাসিক ভাড়া ৩৫০ ডলার। কোন অতিথি আনা যাবে না। ফোন: ৭১৮-৫০৭-৪১৬৯
অ-২৫/ন-০১

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে-এর ৯৩ এভিনিউ এবং ২১০ প্লেস-এ এক বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই কিউ১১০, কিউ৭৭, কিউ৩৬ আর কিউ১ এর বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯১৭-২২৬-৪৪২৩ (বাবলু)
অ-২৫/ন-০১

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীনের এফ ট্রেনের বেলপার্কওয়ে সাবওয়ে ষ্টেশন ও বি৬ বাস স্টপ একই ব্লকের মধ্যে ১ রুমের বাসা ভাড়া হবে। আলাদা লিভিং ও কিচেন। যোগাযোগ: ৭১৮-৮৫৯-৫১৪৯ অথবা ৭১৮৫৫২৬৯৩১
অ-২৫/ন-০১/০৮

কন্ডো বিক্রয়

ব্রঙ্কস, পার্কচেস্টার, নিউইয়র্ক, ১ বেডরুমের কন্ডো বিক্রয় হবে। ৬ ট্রেন সাবওয়ে এবং মেসির নিকটে। Asking price $210000. Please contact #
934-234-7361

সেমিবেসমেন্টভাড়া

ব্রঙ্কস পার্কচেস্টার কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ সেমিবেসমেন্ট ২ বেড রুমের বাসা ভাড়া হবে। **যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭**

রুম ভাড়া

কুইন্সের পার্সন্স বলেভার্ড ও হিলসাইড এভিনিউ এলাকায় কর্মজীবি সিঙ্গেল অথবা স্বামী স্ত্রী'র কাছে একটি প্রাইভেট হাউজের রেনোভেটেড রুম ভাড়া হবে (দুটি ফুল বাথরুম আছে)। নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যোগাযোগ: ৯১৭-৮০৬-৪৩৮৮
আ-০২

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ডিসেম্বর মাস থেকে দ্বিতীয় তলায় তিন রুম, ১ বাথরুম, লিভিং রুম, এবং ডাইনিং ও কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে। যোগাযাগে: ৭১৮-৬০০-৬০৫৮
ন-৮/১৫

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের ৮৮ এভিনিউ এবং ২১২ প্লেসে ডুপ্লেক্স বাড়ী ভাড়া হবে, ১লা নভেম্বর থেকে। ৩ বেডরুম, ১ বাথরুম (সেকেন্ড ফ্লোর), ১/২ বাথরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন (ফানস্ট ফ্লোর)। এফ ট্রেন এর লাস্ট স্টপেজ (১৭৯ স্ট্রীট)। বাস কিউ১, কিউ৩৬ ও কিউ৪৩। যোগাযোগ: ড্যানী (৬৪৬) ৫২৯-৫২৪০।
অ-০৪/১১

বাড়ী ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে (১৪৬৮ হোয়াইট প্লেইন্স রোড, ফাস্ট ফ্লোর) তিন বেডরুম ও ২ বাথরুমের বাড়া নভেম্বর মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৬৭-৮১২৯ অথবা ৭১৮-৫৬১-০৬৯৯
ন-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে ১২৮ স্ট্রীট ও ১১১ এভিনিউতে সম্পূর্ন রেনুভেটেড দুই বেডরুমের বাসা নভেম্বর থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-৩৫৯-৪০৪৪ অথবা ৩৪৭-৫৯২-৬৮৫২
ন-০১/০৮

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কস কেসেলহিল সাবওয়ের কাছে ৬ ট্রেনে ২২৫৭ নিউ বল্ড এভিনিউ বেড রুমের সেমিবেসমেন্ট রুম ভাড়া ও রুমমেট আবশ্যক।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৮৬৪-৭৩৬৭

আবশ্যক

ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী পরিবারের একটি দশ বছরের বাচ্চাকে সোমবার থেকে শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত দেখাশুনা করার জন্য একজন বাংলাদেশী মহিলা প্রয়োজন। ইংলিশ জানা ৩৫ থেকে ৪৭ বছরের মধ্যে। প্রতি ঘন্টা ১৭ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৫-৩৭৯৪ আবশ্যক ৩৪৭-৫৭৯-৯৮৭৮
অক্টো-১১/১৮

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৭ স্ট্রীট এবং ১০৫ এভিনিউর কর্নারে বাজার, মসজিদ ও সাবওয়ের সন্নিকটে পৃথক লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথসহ ২ বেডরুমের বাসা এবং বেসমেন্ট টিপটপ কন্ডিশনের ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ
৬৪৬-৪২৭-৩১২২

আবশ্যক

হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সাহায্যকারী আবশ্যক

নিউজার্সীর নিউ ব্রুন্সউইক-এ বসবাসরত একজন বয়স্কা প্যারালাইজড মহিলা রোগিনীকে সবসময় দেখাশুনা করার জন্য রোগিনীর বাসায় থাকতে আগ্রহী মহিলা সাহায্যকারী দরকার। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৯৭৩-৯৩১-৬০৫৯ (কলি)
অ-২৫/ন-০১/০৮/১৫

সেমি বেইসমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের নিকটে ৭০ স্ট্রিটে নর্দান বুলেবার্ড, মসজিদ সংলগ্ন সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ন নতুন ২ বেডরুম, ১ লিভিং, ১ কিচেন ও ১ বাথরুমের একটি সেমি বেইসমেন্ট বাসা পহেলা ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: পাভেল (৯২৯) ৪২৪-৭৮৮১ অথবা (৬৪৬) ৯৫৭-৫১৫৪
ন-১৫/২২

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪**

ফ্লোরিডায় গ্রোসারীতে লোক আবশ্যক

ফ্লোরিডায় একটি গ্রোসারী স্টোরে জরুরী ভিত্তিতে আকর্ষনীয় বেতনে ক্যাশিয়ার বা সেলস ক্লার্ক আবশ্যক।
ফোন অথবা টেক্সট করুন: ৭৮৬-৮৩৮-৭৬৫৭
ন-০৮/১৫/২২/৩৯

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



আবশ্যক

ফ্লোরিডার কিওয়েষ্ট-এ গ্রোসারী স্টোরে কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। ভালো সুযোগ-সুবিধা সহ থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। শান্তিপ্রিয় এলাকা, জিরো ক্রাইম, যাতায়াতের জন্য গাড়ীর প্রয়োজন নেই। বাসা থেকে স্টোর হাঁটা পথ। প্রার্থীর কমপিউটার ব্যবহার জানা থাকলে ভালো।
যোগাযোগ: ৩০৫-৮৯৬-৯৫৪৭
জুন-২১/২৮

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444



বাংলাদেশ সোসাইটি'র মামলার পরবর্তী তারিখ ৬ জানুয়ারী

(শেষের পাতার পর)

প্রেক্ষিতে আদালত এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। ফলে আবারো অনিশ্চিত হয়ে পড়লো সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে সোসাইটির মামলা এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বাদী নিরু এস নীরা গত ১ ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনে মামলা পরিচালনায় সোসাইটির এটর্নীর সময়ের প্রয়োজনের আবেদনকে রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, সোসাইটির এটর্নী তিন পেজ অর্ডার শো-কোজের

জবাব দিতে পারেননি। কিন্তু কেনো। মামলার শুনানীর একদিন আগে সোসাইটির এটর্নী আদালতকে জানিয়েছেন যে, তাকে দুই একদিন পূর্বে রিটেইন করা হয়েছে। এবং এই মামলা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না।

সংবাদ সম্মেলনে নিরা অভিযোগ করে বলেন, সোসাইটির মামলা পরিচালনায় সময় ক্ষেপন এটা পাতানো খেলা। তিনি আবারো জোর দিয়ে বলেন, আমরা সোসাইটর বিরুদ্ধে নই। সোসাইটিকে ক্লিন দেখতে চাই। সব অনিয়ম দূর করতে চাই। তাই এই মামলা করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন লীগ্যাল নেটওয়ার্ক-এর কর্ণধার জ্যাকব মিল্টন। এসময় সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

এক প্রশ্নের উত্তরে জ্যাকব মিল্টন বলেন, বছরের পর বছর সোসাইটিতে অনিময় চলে আসছে, কাউকে না কাউকে তো অনিয়মগুলো দূর করতে এগিয়ে আসতে হবে। তার মানে এই না যে, আমরা সোসাইটি বিরোধী। অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের কারো কারো আচরণ 'কুকুর-বিড়াল'-এর মতো সেটা তুলনা করতেই আমি শব্দটি উচ্চারণ করেছি, কাউকে কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। তিনি বলেন, যোগ্য লোককেই যোগ্য স্থানে বসাতে হবে।

মিশিগানে একজন আলী ভাইয়ের গল্প

(শেষের পাতার পর)

কাজকর্ম আর নিজের সংসারের সুবিধা-অসুবিধায় আবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী বাংলাদেশী পরিবারগুলো।

আত্মকেন্দ্রিক জীবন ব্যবস্থায় নিজের পরিবার-পরিজন ছাড়াও অনেকে কমিউনিটির বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন কমিউনিটির অতিপরিচিত মুখ সজল আলী।

কমিউনিটিতে যিনি 'আলী ভাই' হিসেবে পরিচিত। দীর্ঘ দুই দশক ধরে নীরবে-নিভৃতে মিশিগান স্টেটে বাংলাদেশী কমিউনিটির বিপদগ্রস্ত মানুষের 'মুশকিল আহসানে' আর্বিভূত হয়েছেন মানবতার ফেরিওয়ালা খ্যাত একজন 'আলী ভাই'।

বিপদগ্রস্ত যে কোনো ব্যক্তি বা পরিবার সেলফোনে কল দিলেই বিপদগ্রস্তদের ঠিকানায় হাসিমুখে ছুটে আসছেন সবার প্রিয় আলী ভাই। সাধ্যমতো সহযোগিতা করে আবার অন্য বিপদগ্রস্তর ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে যাচ্ছেন অন্যখানে। এভাবে কমিউনিটিতে ছড়িয়ে পড়েছে আলী ভাইয়ের মানবতার গল্প। প্রাথমিক বিপদগ্রস্ত মানুষদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের চেম্বার, গুরুতর অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন কাজের জন্য জব এজেন্সির সঙ্গে মিট করে দেওয়াই তার কাজ।

সাশ্রয়ী রেন্টে বাসাবাড়ি খুঁজে দেওয়া, যাদের গাড়ি নেই তাদের ফ্রি রাইড দিয়ে সহযোগিতা করা। অভাবগ্রস্ত পরিবারের কেউ মারা গেলে দাফন কাজের আনুষ্ঠানিকতাসহ সাধ্যমতো সহযোগিতা প্রতিনয়ত করে থাকেন। এছাড়া মিশিগানে একাধিক মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার পেছনে রয়েছে তার অন্যতম বিশেষ অবদান। সজল আলীর এই মানবিক কর্মকান্ড কমিউনিটির মানুষের কাছে প্রশংসা কুড়াচ্ছে। সজল আলীর মানবিক এই কর্মকান্ড স্টেটজুড়ে হলে হ্যামটামিক ও ডেট্রয়েট সিটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশী কমিউনিটির বিপদগ্রস্তদের মাঝে তার এই মানবিক সেবা অব্যাহত রয়েছে।

বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে 'আলী ভাই' হিসেবে খ্যাত মানবতাবাদী আলী ভাইয়ের পুরো নাম শেখ সজল আলী। বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার রাজনপুর গ্রামে। ১৯৪৪ সালে অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র আসেন তিনি। নিউইয়র্ক একযুগ বসবাস করলেও ব্যবসায় লসের কারণে নিউইয়র্ক শহরে পরিবার নিয়ে বসবাস কঠিন হয়ে উঠলে ২০০০ সালে নিউইয়র্ক থেকে মিশিগানে মুভ করেন সজল আলী। প্রথম অবস্থায় মিশিগানে ফ্যাক্টরিতে কাজ করলেও পরে ট্যাক্সি চালনাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন তিনি। পাশাপাশি কমিউনিটির বিপদগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেন। দীর্ঘ দুই দশক ধরে কমিউনিটির বিপদগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে নীরবে কাজ করে যাচ্ছেন সজল আলী। ব্যক্তিগত জীবনে স্ত্রী, তিন কন্যা ও একপুত্র সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। বর্তমানে দুই মেয়ে নার্সিং পেশায় যুক্ত রয়েছেন। একমাত্র পুত্র কুরআনে হাফেজ। ছোট মেয়ে মাধ্যমিক স্কুলে অধ্যায়নরত।

সজল আলীর মানবতার কথা বলতে গিয়ে নিউইয়র্কে বসবাসকারী আলী মিয়া বলেন, এই বৃদ্ধ বয়সে কাজের সন্ধানে পরিবারকে নিউইয়র্ক রেখে মিশিগানে ছুটে আসি। বাসাভাড়া নেই আত্মীয়ের বেইজমেন্টে। একদিন রাতে বুকে ব্যথা শুরু হলে আলী ভাইকে কল দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে আসেন। আলী ভাই আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে আমার বাইপাস সার্জারি হয়। আমার পরিবার নিউইয়র্ক থেকে আসার আগ পর্যন্ত আলী ভাই আমার দেখভাল ও সেবায় ব্যস্ত ছিলেন।

মিশিগানে বসবাসকারী শুকুর আলী বলেন, ব্যস্ত জীবনে আলী ভাই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ। মানুষের উপকার করা তার নেশায় পরিণত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের তার মতো করেই গড়ে তুলেছেন।

কমিউনিটি লিডার ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ বলেন, সজল আলী কমিউনিটির জন্য অনেক দিন ধরে কাজ করছেন। সজল আলীর মতো সমাজের কল্যাণে সবাইকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। এ বিষয়ে সজল আলী বলেন, কোনো মানুষই সারা জীবন বিপদগ্রস্ত থাকে না। যে কোনো নতুন পরিবেশে খাপখাইয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগে। মানব জীবনে যদি মানুষের বিপদে আপদে পাশে না থাকলাম সে জীবন মূল্যহীন। মানুষের জন্য কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। সবই আল্লাহর ইচ্ছা, নবী ও রসুলের দেখানো পথে আমাদের চললে ইহকাল ও পরকালে আমাদের কল্যাণ সম্ভব। আল্লাহ পাক সবাইকে মানুষের কল্যাণে কাজ করার তওফিক দান করুন।

স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের তাগিদ

(শেষের পাতার পর)

নাসায়ি, হাদিস : ৩২৩২)

তাই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা উচিত। তাদের সাধ্যমতো সময় দেওয়া উচিত। সম্ভব হলে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা উচিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তি জীবনে অবসর সময়ে পরিবারবর্গকে পারিবারিক কাজে সহায়তা করতেন। ব্যক্তিগত কাজে তিনি অন্যের সহযোগিতা খুব কমই নিতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। এ ব্যাপারে হজরত আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে রাসুল (সা.) ঘরের মধ্যে কী কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতেন, অর্থাৎ গৃহস্থালি কাজে পরিবার-পরিজনের সহযোগিতায় থাকতেন। যখন নামাজের সময় হতো, নামাজে চলে যেতেন। (বুখারি, হাদিস : ৬৭৬)

উভয় জাহানের বাদশাহ সত্ত্বেও রাসুল (সা.) যে কতটা নমনীয় ছিলেন এবং কত সাধারণ কাজও স্বহস্তে করেছেন, বিভিন্ন হাদিসের স্বর্ণখচিত শব্দে তার বিস্তর ধারণা পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে, কাসেম (রহ.) বলেন, আমি একদা আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল (সা.) ঘরের মধ্যে কী কাজ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অন্যান্য মানুষের মতোই একজন ছিলেন, নিজের কাপড়ের উকুন পরিষ্কার করতেন, বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৬১৯৪)

অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি স্বীয় কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন এবং সাধারণ মানুষের মতোই ঘরের কাজকর্ম করতেন। (মুসনাদে আহমদ : ২৪৯০৩)

পরিবারের প্রতিটি কাজই আমাদের নিজেদের কাজ, যা আমরা ভাগাভাগি করে করলে একদিকে যেমন পরিবারের সবার মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা, ভালোবাসা বজায় থাকবে, অন্যদিকে রাসুল (সা.)-এর একটি বিশাল সুন্নতও উজ্জীবিত হবে, যা আমাদের সমাজ-সংসার থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে। তা ছাড়া সুন্নতের নিয়তে পরিবার কেন, যে কারো খিদমত করলেই সার্বক্ষণিক সওয়াব লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি উম্মতের অধঃপতনের সময় একটি সুন্নতকে আঁকড়ে ধরে, সে ১০০ শহীদের সওয়াব পাবে। (আল কামেল : ৩/১৭৪)

কোনো অবস্থায়ই তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করা উচিত নয়। তাদের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ এর ফলে একদিকে যেমন নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে তা পরিবার, সন্তানাদি এবং অর্থনীতির ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক পরিচালিত ২০১১ সালের জরিপ মতে, ৮৭ শতাংশ নারী স্বামীর মাধ্যমে কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ৬০ শতাংশ বিবাহিত নারী জীবনে কোনো না কোনো সময়ে স্বামী কিংবা তাঁর পরিবার বা উভয়ের দ্বারা নির্যাতিত হন।

অথচ এটি ইসলামের শিক্ষা নয়। মুমিনের উচিত পারিবারিক জীবনেও রাসুল (সা.)-এর আদর্শকে আঁকড়ে ধরা। প্রিয় নবী (সা.) কখনো কোনো নারীর গায়ে হাত তোলেননি।

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) কখনো তাঁর কোনো খাদেমকে অথবা তাঁর কোনো স্ত্রীকে মারধর করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৯৮৪)

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল (সা.) তাঁর স্বহস্তে কোনো দিন কাউকে আঘাত করেননি, কোনো নারীকেও না, সেবককেও না, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া। আর যে তাঁর অনিষ্ট করেছে, তার থেকেও প্রতিশোধ নেননি। তবে আলাহর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এমন বিষয়ে তিনি তাঁর প্রতিশোধ নিয়েছেন। (মুসলিম, হাদিস : ৫৯৪৪)

মহান আল্লাহ সবাইকে ইসলামের নির্দেশনাগুলো মেনে চলার তাওফিক দান করুন।

এরদোগানকে হত্যার

(প্রথম পাতার পর)

হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। শনিবার দক্ষিণ তুরস্কের এক জনসভায় এরদোগানোর ভাষণ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে বক্তৃতা মঞ্চের কাছ থেকে একটি বোমা উদ্ধার করা হয়।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের একটি গাড়ির নিচে বোমাটি পাতা ছিল বলে তুর্কি টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে।

এমন সময় এরদোগানকে হত্যা প্রচেষ্টার খবর এল যখন গত কয়েক সপ্তাহে তুরস্কের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হয়েছে। গত কয়েক দিনে বৈদেশিক মুদ্রাগুলোর বিপরীতে দেশটির রাষ্ট্রীয় মুদ্রা লিরার ব্যাপক পতন হয় এবং জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে।

গত এক বছরে লিরার মান ৪৪ শতাংশ কমে গেছে এবং এরদোগান গত দুই বছরে তিনবার তুরস্কের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর পরিবর্তন করেছেন। কয়েক দিন আগে তিনি অর্থমন্ত্রীকে বরখাস্ত করে নুরুদ্দিন নাবাতিকে নয়া অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট এরদোগান মনে করছেন ব্যাংক ঋণে সুদের হার কমালে লিরার পতন ঠেকানো সম্ভব হবে। যদিও দেশটির অর্থনীতিবিদরা এরদোগানের এই মতের পক্ষপাতী নন। তবে নয়া অর্থমন্ত্রী নাবাতি ব্যাংক ঋণে সুদের হার কমানোর পক্ষে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

সাধারণ সভা ও নির্বাচন

(শেষের পাতার পর)

করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদ্বয় হচ্ছেন: আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু ও হাবিব রহমান।

প্রেসক্লাবের সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য ক্লাব সদস্য/সদস্যাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

করোনার সংক্রমণ বাড়ছে

(শেষের পাতার পর)

পজেটিভ পাওয়া গেছে। অপরদিকে কমিউনির অনেকেই করোনা পজেটিভ-এর তথ্য গোপন রাখছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিএনপি নেতা জিল্লুর রহমান জিল্লু রোববার (৫ ডিসেম্বর) জানান, শনিবার একটি দোয়ার অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে তিনি বাসায় ফেরার পর শারীরিকভাবে অসুস্থ অনুভব করেন। গত ২/১দিন ধরেই তিনি শারীরিকভাবে খারাপ অনুভব করছিলেন। এই প্রেক্ষিতে তিনি রোববার সকালে করোনা টেষ্ট করলে তার পজেটিভ ধরা পড়ে। তিনি বর্তমানে নিজ বাসায় আইসোলেশনে রয়েছে। খবরটি তিনি নিজেই তার ফেসবুক পেজে জানিয়ে বলেছেন, গত সপ্তাহে যে বা যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তারা যেনো দ্রুত করোনা টেষ্ট করান। সেই সাথে তিনি সবার কাছে দোয়া কামনা করেছেন।

এদিকে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ইতিপূর্বে করোনা পরিস্থিতি একটু উন্নতি হওয়ার ফলে সাম্প্রতিককালে কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি বেড়ে গেছে। বিশেষ করে পারিবারিক আড্ডা, জন্মদিন ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে এবং সেখানে জনসমাগম দেখা যাচ্ছে। আবার এসব অনুষ্ঠানে মাস্ক ব্যবহারে শিথিলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফলে গোপনে গোপনে করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার করোনায় আক্রান্ত কেউ কেউ তা না জানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ চুপি-চাপি বাসায় আইসোলেশনে থাকছেন। এতে সঙ্কট বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নতুন

(শেষের পাতার পর)

হয়েছে। ৫৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুন নূর বড় ভূঁইয়া এবং সদস্য সচিব হয়েছেন আসেফ বারী টুটুল। গঠিত হয়েছে ৮ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ। কেন্দ্র অনুমোদিত এ কমিটিকে আগামী ৬ মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটি। নিউইয়র্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান হয়।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে গত ৩ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পাটি যুগ্ম সম্পাদক আসেফ বারী টুটুল। এসময় তিনি জানান কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কমিটি ভেঙ্গে দিয়েছে এবং নতুন আহ্বায়ক কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এরপর নব গঠিত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আব্দুন নূর বড় ভূঁইয়া লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এসময় জাপার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম এইচ এম এরশাদের সাবেক উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেরাজ সহ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টি ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, পার্টির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান জিএম কাদের এমপি'র ১ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত অনুমোদন পত্রে ৫৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি এবং ৮ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন দেয়া হয়। এই কমিটির আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক আব্দুন নূর ভূঁইয়া, যুগ্ম আহ্বায়ক জাফর মিতা, তোফায়েল চৌধুরী, মাহবুবুর রহমান অনীক, ওসমান চৌধুরী, আলতাফ হোসেন, সাবির লস্কর ও ইসমাঈল খান আনসারী এবং সদস্য-সচিব আসেফ বারী টুটুল।

কমিটির সদস্য হচ্ছেন- মাহবুবুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল খালেক লালু, আব্দুন নূর, এডভোকেট এম এ কাইয়ুম, এডভোকেট হারিসউদ্দিন আহমদ, গোলাম কবীর জহীর, এ বি এম ওসমান গনি, লুৎফর রহমান, ফিরোজ হাসান মিলন, আব্দুল কাদের লিপু, শাহজাহান সাজু, এস এম ইকবাল, হাবিবুর রহমান হাবিব, রোকশানা হাবীব, এ বি এম খায়রোল আলম, এম এ করিম, মোস্তাক হোসেন বাবুল, কাশেম চৌধুরী, উত্তম ডাকুয়া, শক্তি গুপ্তা, কান্তা হোসেন, শামসুন্নাহার, শমসের আলী, গোলাম মোহাম্মদ কামাল, ফেরদৌস ওয়াহিদ, মোস্তাক আহমেদ, রুবেল আহমেদ, শুভঙ্কর গাঙ্গুলি, জেসমীন আকতার, রোজি আহমেদ, সুজাতা সরকার, ফয়জুল্লাহ নাঈম, কাজী আব্দুল আওয়াল, শফিউল আলম, মমিনউদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন, শামসুন্নাহার, রবিউল হক, এডভোকেট হানিফ, কামরুজ্জামান বাচ্চু, আমির হামজা, ফারজিন স্বর্ণা, টিপু সুলতান, ফরিদ আহমেদ, শামীম আহমেদ, শাহজাহান, জামালউদ্দিন, আব্দুল হাই, আবেদ আলী এবং বদরুল আলম।

উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যরা হচ্ছেন- সাবেক এমপি শহিদুর রহমান ও লিয়াকত আলী, সৈয়দ শওকত আলী, গিয়াস মজুমদার, হাজী আব্দুর রহমান, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, আহমেদ শরিফ এবং আহমেদুজ্জামান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির কোন সম্মেলন না হওয়ার কারণে সংগঠনের কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। পার্টির অনেক ত্যাগী কর্মী নিরব এবং নিষ্ক্রিয় হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে এনে সংগঠনকে গণমুখি করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অস্থানরত এসব ত্যাগী কর্মীদের অনুরোধ এবং দাবীর প্রেক্ষিতে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য আলমগীর সিকদার লোটন এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এডঃ সাকিব রহমানের সুপারিশে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে বাতিল করে আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, নব গঠিত আহবায়ক কমিটি দায়িত্ব পাওয়ার সাথে সাথে সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ শুরু করেছে। আহবায়ক কমিটি বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও শহর কমিটি নতুন করে গঠন বা পুনর্গঠন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে একটি সুন্দর ও শৃঙ্খল সম্মেলনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দিবে ইনশাআল্লাহ।

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

Mobile Tel. No 646-591-4696

Res: 718-931-2509

e-mail: moondhs@gmail.com

শিশু বিশেষজ্ঞরা এখন COVID-19 টিকা সুপারিশ করেন 5-17 বছর বয়সীদের জন্য।

COVID-19 টিকা নেওয়ার পরে কি আমার শিশুর হৃদযন্ত্রের সমস্যা হতে পারে?

COVID-19 টিকাগুলো যে বয়:সন্ধি বা উর্বরতার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে পারে তার সপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। ঠিক অন্য টিকাগুলির জন্য যেগুলি শিশুদের জন্য অনুমোদিত এবং সুপারিশকৃত, COVID-19 টিকাগুলি বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করা হয়েছিল এবং নিরাপদ বলে পাওয়া গেছিল।

COVID-19 টিকা জীবন বাঁচায়। আপনার শিশুকে টিকা দেওয়ান। COVID-19 টিকা সম্পর্কে আরো জানতে nyc.gov/covidvaccine এ যান অথবা 212-268-4319 নম্বরে কল করুন।

NYC VACCINE FOR ALL: SAFE, FREE, EASY

NYC Health

Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার



সতর্কীকরণ: সীসা থাকতে পারে

সিঁদুরে সীসা থাকতে পারে, যা শিশুদের মধ্যে শেখা ও আচরণের সমস্যা তৈরি করতে পারে, গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভপাত এবং বন্ধ্যাত্ব ঘটাতে পারে।

- ব্যবহার করার পরে আপনার হাত ধুয়ে নিন।
- শিশুদের থেকে দূরে থাকুন।
- আপনি যদি সিঁদুর ব্যবহার করেন, তাহলে আপনার ডাক্তারকে রক্তে সীসার উপস্থিতি পরীক্ষার জন্য বলুন।

আরো তথ্যের জন্য **311** নম্বরে ফোন করুন বা **nyc.gov/leadfree** দেখুন।

NYC Health

Bill de Blasio মেয়র
Dave A. Chokshi, MD, MSc কমিশনার

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এমডি আহসানুল হক



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ভয়েস অফ আমেরিকার আহসানুল হক সম্প্রতি বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজিং এডিটর (এমডি) হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ২০০৬ সাল থেকে তিনি ভয়েস অফ আমেরিকায় কর্মরত আছেন। সে সময় থেকেই বাংলা বিভাগ নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি রোকেয়া হায়দারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। আহসানুল হক ২০১৬ সালে তার কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ভয়েস অফ আমেরিকার সম্মানজনক (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)



বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীতে শপথ পড়াবেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: বাঙালীর বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তীর ঐতিহাসিক লগ্ন আগামী ১৬ ডিসেম্বর। এদিন সারা দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 'শপথ অনুষ্ঠান' পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (২ ডিসেম্বর) সচিবালয়ে দুটি সভা শেষে 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কামাল নাসের চৌধুরী জানান, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ মিলিয়ে আমরা ইতিহাসের অসাধারণ সময় অতিক্রম করছি। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এর উদযাপন অনুষ্ঠান হবে। ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে বড় আকারে কুচকাওয়াজ হবে। সেখানে অনেক দেশ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক প্যারেড হবে। এ ছাড়া জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর বিকালে 'মহা বিজয়ের মহানায়ক' শিরোনামে অনুষ্ঠান হবে।

১৬ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৫টা থেকে আলোচনা সভা শুরু হবে। এতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি অংশ নেবেন। প্রধান সমন্বয়ক কামাল চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উদযাপনে দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ৫০ বছরের বাংলাদেশের নানা অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হবে। করোনাভাইরাস নেগেটিভ সনদ ছাড়া কেউ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব কিছু করা হবে।

সব মিলিয়ে প্রতিদিন তিন হাজার মানুষ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। অনুষ্ঠান সারা দেশের পাশাপাশি সারা পৃথিবীতেও সম্প্রচার হবে। তিনি আরও বলেন, ১৬ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টায় প্রধানমন্ত্রী সারা বাংলাদেশে একটি শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন। সেখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেবেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলে তিনি জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, বিজয় দিবসের ৫০ বছরের পূর্তি উৎসব নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা আগ্রহ রয়েছে। এতে অংশ নিতে সবাই উন্মুখ হয়ে আছেন। দুটি অনুষ্ঠান ঘিরে ট্রাফিক ব্যবস্থা কী হবে, নিরাপত্তার জন্য কী কী চ্যালেঞ্জ হতে পারে- সবকিছু নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। যার যা করণীয় সেগুলো ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। মেহমানদের অবস্থান, তাদের আসা-যাওয়া ও নিরাপত্তা নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করব।

তিনি আরও বলেন, বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্যারেড স্কয়ার ও জাতীয় সংসদের সামনে মুজিবজন্মশতবর্ষের শেষ অনুষ্ঠান এবং বিজয় দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি। এর সার্বিক নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সবকিছু যাতে সুন্দরভাবে হয়, সেই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।

বিআইডিএস সম্মেলন

বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে

ঢাকা ডেস্ক: দেশের পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্য কমছে ধীরগতিতে, কিন্তু পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোয় কিছুটা দ্রুত কমছে দারিদ্র্য। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্মেলনে উপস্থাপিত এক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়। বৃহস্পতিবার (২ ডিসেম্বর) ছিল এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। রাজধানীর একটি হোটেলে 'বাংলাদেশে আয় দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অভিন্নতা' শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো মোহাম্মদ ইউনুস। এই গবেষক জানান, মাথাপিছু ভোগের ক্ষেত্রেও জাতীয় গড় পরিমাণের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর মানুষ। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর মানুষ জাতীয় গড় ভোগের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। দেশে জাতীয় মাথাপিছু ভোগ ২০১০ সালে ছিল ১৪৭১.৫৪ টাকা। ২০১৬ সালে বেড়ে হয়েছে ১৫০৮.৬৪ টাকা।

প্রতিবেদনে মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, জাতীয় পর্যায়ে দেশে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩২.২৬ শতাংশ। ২০১৬ সালে সেটি কমে দাঁড়ায় ২৪.৩৪ শতাংশে।

আঞ্চলিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৮.৬৮ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ ছিল ১৬১৩.২২ টাকা। ২০১৬ সালে এসে দারিদ্র্যের হার হয় ২৩.০৭ শতাংশ। মাথাপিছু ভোগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৯৮.১৯ টাকা।

দেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে ২০১০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৭০ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ ছিল ১৩৭৪.৬০ টাকা। ২০১৬ সালে এসে দারিদ্র্যের হার কমে দাঁড়িয়েছে ৩০.৪৫ শতাংশ। এ সময় মাথাপিছু ভোগ হয়েছে ১৩৭৮.৯৫ টাকা হয়েছে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে দ্রুত হারে দারিদ্র্য কমছে এবং ভোগ বাড়ছে। তুলনামূলক কম হারে দারিদ্র্য কমছে এবং ভোগ বাড়ছে পশ্চিমের জেলাগুলোতে।

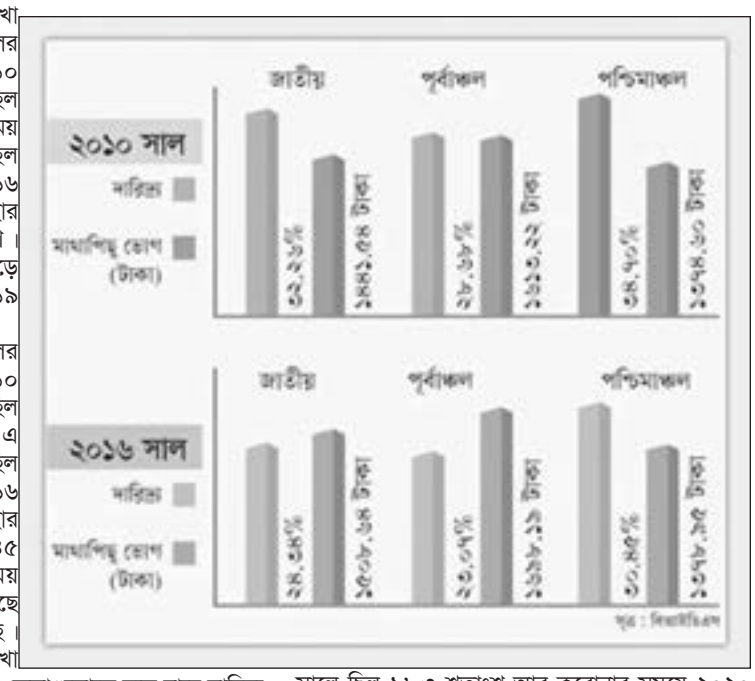
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আঞ্চলিক বৈষম্যের এই পরিসংখ্যান সম-উন্নয়নের জন্য উদ্বেগজনক। উন্নয়নবৈষম্যের এই প্রবণতা চলতে থাকলে বড় ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা তৈরি হতে পারে।

বিশ্বব্যাংক ২০১৯ সালে বলেছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে। সংস্থাটির মতে, ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য কমানোর যাত্রায় দেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছিল, কিন্তু ২০১০ সালের পর পশ্চিমাঞ্চলের বিভাগগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি কমেছে। ফলে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে দারিদ্র্য পরিস্থিতির পার্থক্য আবার ফিরে এসেছে।

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ও বন্যাকবলিত জেলাগুলোতে দারিদ্র্য বেশি। নদীভাঙন, শিক্ষায় অনগ্রসরতা, শিল্প গড়ে না ওঠা এর বড় কারণ। মানব দারিদ্র্য সূচকে পিছিয়ে পড়া জেলাগুলো মূলত উত্তরবঙ্গ ও পার্বত্য অঞ্চলের।

বিবিএসের সর্বশেষ খানা জরিপ অনুসারে, ২০১৬ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলের সার্বিক দারিদ্র্য ছিল ২৬.৪ শতাংশ, ২০১৮ সালের জিইডি-সানেম জরিপ অনুসারে যা ছিল ২৪.৫ শতাংশ। কিন্তু করোনার প্রভাবে ২০২০ সালে এই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫.৩ শতাংশ। শহরাঞ্চলে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২০১৬ সালে ছিল ১৮.৯ শতাংশ, ২০১৮ সালে ছিল ১৬.৩ শতাংশ আর করোনার সময়ে ২০২০ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫.৪ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন এর আগে গণমাধ্যমে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, দারিদ্র্য পরিমাপ করা হয় সাধারণত ভোগ দিয়ে। কিন্তু দারিদ্র্য যে বহুমুখী ধারণা, তাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে এর প্রভাব দেখা যায়।







ফিলিস্তিনি সঙ্কটের সমাধানসহ ইসরাইলি আগ্রাসনের অবসানেপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই ফিলিস্তিনি সঙ্কটের মূল কারণ খুজে বের করে তার সমাধানসহ ইসরাইলি আগ্রাসনের অবসানে সত্যিকারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। ইসরাইল যাতে সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইন এবং জাতিসংঘ রেজুলেশন ২৩৩৪ (২০১৬) সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য জাতিসংঘ রেজুলেশন যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে সম্মত হয় তা আমাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে"। গত ১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি প্রশ্নে আয়োজিত এক প্লেনারি সভায় বক্তব্য প্রদানকালে একথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা।

১৯৬৭ সালের সীমানা অনুযায়ী দ্বি-জাতি সমাধান কাঠামোর আওতায় পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন, কার্যকর ও সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায় সঙ্গত অধিকারের প্রতি বাংলাদেশের অটুট ও অবিচল সমর্থন পূনর্ব্যক্ত করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। ইসরাইলি দখলদার বাহিনী কর্তৃক বাড়িঘর ও অবকাঠামো ভেঙ্গে ফেলা, দখল, বহিষ্কার, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং ফিলিস্তিনিদের রক্তপাত ঘটানোর কারণে ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখন্ডে পরিস্থিতি ক্রমশ: অবনতির দিকে যাচ্ছে মর্মে উল্লেখ করেন তিনি। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, ইসরাইলের এহেন কর্মকান্ড জাতিসংঘ রেজুলেশন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও মানবিক আইনের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা পপ্রদর্শন"।

বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি আরও বলেন, অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার ঘৃণ্য সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে এবং অধিকৃত ভূখন্ডে ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের উপর সংঘটিত নৃশংস অপরাধের অবশ্যই জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি এসকল অপরাধ তদন্তের জন্য স্বাধীন আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশনের চলমান কার্যক্রমকে স্বাগত জানান। এছাড়া তিনি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের এ বিষয়ক অগ্রগতিকেও স্বাগত জানান। রাষ্ট্রদূত ফাতিমা ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য গঠিত রিলিফ সংস্থা আনরোয়া (UNRWA) এর কাজের প্রশংসা করেন এবং কোভিড-১৯ অতিমারি থেকে পুনরুদ্ধারসহ ফিলিস্তিনিদের জরুরি মানবিক চাহিদার সমাধান করার উপর জোর দেন। আনরোয়াকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিও আহবান জানান তিনি।

রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, "ফিলিস্তিন প্রশ্নে জাতিসংঘে দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলমান থাকার অর্থ হচ্ছে ফিলিস্তিনি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ব্যর্থতার একটি স্পস্ট অনুস্বাক্ষর"। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে তার ন্যায্য স্থান প্রদানসহ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি সমস্যার একটি ন্যায়সঙ্গত, দীর্ঘস্থায়ী, ব্যাপকভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিতে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি পূনরায় আহবান জানান বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA





ঢালিউড এওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সঙ্গীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন রাহাত মুক্তাদির (বায়ে)। চিত্র নায়ক সাকিব খানের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন রায়হান জামান। ছবি-নিহার সিদ্দিকী

সম্মান রক্ষা করলেন সাবিনা ইয়াসমীন : দৃষ্টিতে শাকিব খান

দর্শকদের হতাশ করলো ১৯তম ঢালিউড অ্যাওয়ার্ড

বিশেষ প্রতিনিধি: দর্শকদের হতাশ করলো ১৯তম ঢালিউড এন্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড। শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার আমাজুরা কনসার্ট হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান আয়োজন, ব্যবস্থাপনা, সাউন্ড, লাইটিং সবমিলিয়ে এবারের অনুষ্ঠান দর্শক-শ্রোতাদের হতাশ করেছে। তবে সম্মান রক্ষা কছেন বাংলাদের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব

সাধারণ সভা ও নির্বাচন ১১ ডিসেম্বর

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাববে সাধারণ সভা ও কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন আগামী ১১ ডিসেম্বর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে বেলা ১১টায় এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মনজুর আহমদ-কে প্রধান করে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)



স্বেচ্ছাসেবি সংস্থা অপটিমিস্ট এর বার্ষিক ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানে কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য টাইম টিভিকে সম্মাননা দেয়া হয়। কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন বি মেলোনির কাছ থেকে সম্মাননাটি গ্রহণ করেন টাইম সিইও আবু তাহের। পাশে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস।

দি অপমিষ্টস'র ফান্ড রেইজিং ও কমিউনিটি পূনর্মিলণী অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিনিধি: মানবাতার সেবার নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দি অপমিষ্টস'র বার্ষিক ফান্ড রেইজিং (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

মন্তব্য প্রতিবেদন

'সোসাইটির অচলবস্থা দূরীকরণে কর্মকর্তাদেরকেই এগিয়ে আস্তে হবে'



শেখ সিরাজ: বাংলাদেশ সোসাইটির অচলবস্থা দূর হয়নি। মামলা দায়েরের ফলে সোসাই-টির দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে। তবে এলেখা পর্যন্ত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

স্ত্রীর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের তাগিদ

সাআদ তাশফিন



স্ত্রী জীবনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু। সুখ-দুঃখের সঙ্গী। পুণ্যবতী স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য বস্তু (নিয়ামত) আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।' (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সময়ের আবেদনে বিস্ময় প্রকাশ বাদী নিরা'র

বাংলাদেশ সোসাইটি'র মামলার পরবর্তী তারিখ ৬ জানুয়ারী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের মামলার পরবর্তী তারিখ ৬ জানুয়ারী ধার্য করা হয়েছে। সোসাইটি নানা অনিয়মের বিষয় তুলে ধরে তার প্রতিকারে সোসাইটির আজীবন সদস্য নিরু এস নীরার দায়ের করা মামলায় মাননীয় আদালত নতুন তারিখ নির্ধারণ করেছেন। বুধবার (১ ডিসেম্বর) ছিলো মামলার শুনানীর দিন। সোসাইটির নিয়োগকৃত আইনজীবির আবেদনের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

পাপনের বক্তব্যের পর সাকিবের ছুটির চিঠি!

স্পোর্টস ডেস্ক: গুঞ্জন ছিল, নিউজিল্যান্ড সফর থেকে ছুটি চেয়েছিলেন সাকিব। সেই গুঞ্জন সত্যি হলো। তবে দল ঘোষণার পর। দেশ সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে দলে রেখেই শনিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

জিল্লুর রহমান জিল্লু আইসোলেশনে

করোনার সংক্রমণ বাড়ছে তথ্য গোপনের অভিযোগ



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও বিশ্বব্যাপী করোনা সংক্রমণ আবার বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রম-এর প্রাদুর্ভাবে বিশ্বব্যাপী জনমনে আতংক দেখা দিয়েছে। এদিকে বিশিষ্ট রাজনীতিক, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আহবায়ক জিল্লুর রহমান জিল্লু করোনা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা ২৮ ডিসেম্বর

নিউইয়র্ক: জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর মাসিক সভায় ২০২২-২০২৩ সালের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। গত ২৮ নভেম্বর রোববার এসোসিয়েশনের এস্টোরিয়াস্থ কার্যালয়ে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

হেলথ টিপস

রোগ প্রতিরোধে পেঁপে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পেঁপেতে প্রচুর পটাশিয়াম থাকে। কাঁচা ও পাকা দুটোতেই। খাদ্যে পটাশিয়াম বেশি, সোডিয়াম তুলনায় অনেক কম বা নেই, ব্লাড প্রেসারের রোগীদের এমন সব খাবার খেতে বলছে চিকিৎসকরা। বাজারে অন্য যেকোনো সবজির তুলনায় (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

মিশিগানে একজন আলী ভাইয়ের গল্প



জুয়েল খান, মিশিগান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে: আমেরিকা'র ব্যস্ত জীবনে প্রতিটি 'মুহূর্ত' যেন রুটিনবাঁধা। জীবনযুদ্ধে ক্যালেন্ডারের প্রতিটি 'দিনক্ষণ' থাকে যেন পূর্বনির্ধারিত। প্রতিটি মানুষ জীবন আর জীবিকার তাগিদে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছে স্ত্রী-সন্তান আর পরিবারের সদস্যদের জন্য। রুটিনবাঁধা জীবন ব্যবস্থায় নিজের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠিত





বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পাটির নতুন আহ্বায়ক কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটি গঠিত (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

'কাঁচা বাদাম' খ্যাত ভুবন কিডন্যাপের ভয়ে থানায়

বিনোদন ডেস্ক: সেলিব্রেটি না হলেও রীতিমতো 'ভাইরাল সেলিব্রেটি' ভুবন বাদ্যকর। তার সৃষ্টি গান যে এখন বাঙালীর মুখে মুখে। (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১১

মুক্তারার বেগম নদীঃ আজকাল বাসে, ট্রেনে, স্টেশনে প্রচুর ভীড় হয়। স্কুল-কলেজ, অফিস খুলে দেয়ায় বা গরম চলে যাওয়াতে রাস্তাঘাটে লোকজন এখন আগের চেয়ে বেশি দেখা যায়। পর পর (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416

বিস্তারিত ৩৮ পাতায়
বিস্তারিত দেখুন ৩৭ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com